বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

www.emrd.gov.bd

সূচিপত্র

জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ	০৯-১১
ব্লু-ইকোনমি সেল	১২
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন সংস্থা, সেল, অধিদপ্তর, দপ্তর ও কোম্পানিসমূহ	১৩-১৪
পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রম	১৫-১৮
পেট্রোবাংলা এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানি	১৯
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)	২০-৩২
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড	৩২-৩৬
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড	৩৭-৪২
তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	৪২-৪৯
বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	৪৯-৫১
কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	৫১-৫৮
জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৫৮-৬২
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড	৬২-৬৭
সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড	৬৭-৭৪
রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড	৭৪-৮২
গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড	৮২-৯০
বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড	৯০-৯৪
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড	৯৪-৯৬
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৯৭-১০৭
পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	১০৮-১১৪
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	১১৫-১১৮
যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	১১৯-১২৫
ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড	১২৫-১৪১
এলপি গ্যাস লিমিটেড	১৪১-১৪৩
স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	১৪৩-১৪৬
ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস বেন্ডার্স লিমিটেড	১৪৬-১৪৯
পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানী পিএলসি	১৪৯-১৫১
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)	১৫২
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	১৫৩-১৫৪
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সম্পর্কিত তথ্য	১৫৫-১৫৭
বিস্ফোরক পরিদপ্তর	১৫৮-১৬১
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট	১৬২-১৬৯
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৭০-১৭৪

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান
উপদেষ্টা
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দেশের নতুন রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলতে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জন আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি জ্বালানি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জনসাধারণের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করতে হলে দীর্ঘমেয়াদে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের ভিত্তি রচনা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা 'সবার জন্য টেকসই জ্বালানি' নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহকে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। ইতোমধ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩০ দিন ও ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। ব্যয়সংকোচন নীতির আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে ৩০৫.১৭ কোটি টাকা সাশ্রয়ের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১)-এর অধীন চলমান সকল প্রকার নেগোসিয়েশন, প্রকল্প বাছাই/ প্রক্রিয়াকরণ এবং ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। এর বিপরীতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে ক্রয় কার্য সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সেক্টরে সকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে Value for Money নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ীমূল্যে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে দেশজ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। জ্বালানির মূল্য কমিয়ে আনার জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী ও টেকসই জ্বালানি অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া জ্বালানি সেক্টরে টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল লস হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ইতোমধ্যে আনসলিসিটেড Joint Venture এর পরিবর্তে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে Eastern Refinery Limited (ERL)-2 বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেশীয় জ্বালানি সম্পদের অনুসন্ধান, সংরক্ষণ, সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, গবেষক, শিল্প উদ্যোক্তাগণসহ জ্বালানি উৎপাদনকারী থেকে ব্যবহারকারী পর্যন্ত সকলের জন্য একান্ত সহায়ক হবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হিসেবে জ্বালানি খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানি খাত, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প, ব্যবসা, পরিবহণ, রাজস্ব আয় এবং সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এর সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশকে উন্নতদেশের মর্যাদা অর্জনে জ্বালানির চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জনঃ

বিবরণ	জুন ২০২৩ (ক্রমপুঞ্জিত)
দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ	৩১০০ মিলিয়ন ঘনফুট
এলএনজি আমদানির সক্ষমতা	১১০০ এমএমসিএফডি
গ্যাস ক্ষেত্র	২৯টি
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ	৩৬৫৭ কি. মি.
খনন রিগ সংগ্রহ	৪টি ক্রয় ও ১ টি পুনর্বাসন
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ	৩৩,৯৬১ লাইন কি. মি.
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ	৭,৭৫২ বর্গ কি. মি.
জ্বালানি তেল পাইপলাইন (সম্পূর্ণ নতুন)	৬২৪ কি. মি.
সরকারিভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ	৬৭.২৬ লক্ষ মে. টন
জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা	৪০-৪৫ দিন (১৫.৭০ লক্ষ মে. টন)
এলপিজি সরবরাহ	১৪+ লক্ষ মে. টন

গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহঃ

বর্তমানে দৈনিক গ্যাস সরবরাহ ৩১০০+ এমএমসিএফডি। ফলে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ধিত হারে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

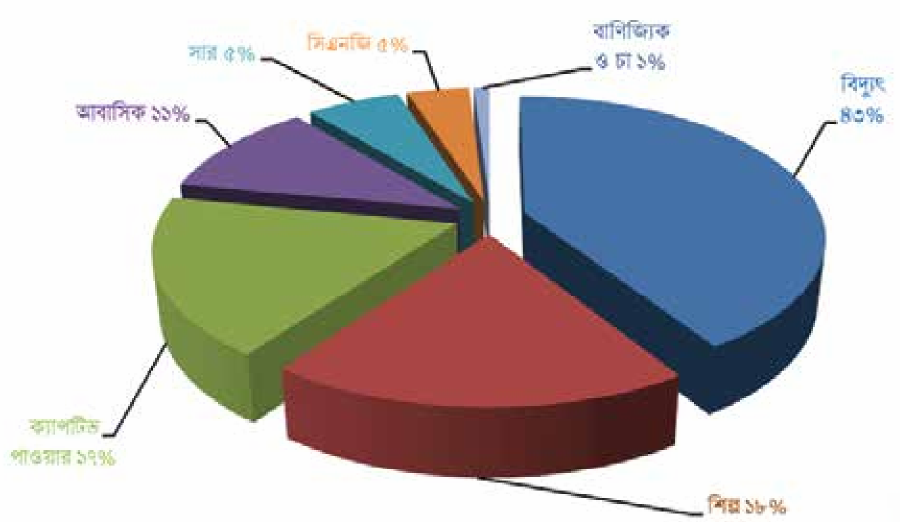

খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার (২০২৩-২০২৪)

জ্বালানি নিরাপত্তার চলমান কার্যক্রম:

- **কূপ খনন/ ওয়ার্কওভার:** সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা নামে মোট ৬(ছয়)টি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি শাহবাজপুর ইস্ট, টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২ কূপ খনন কাজ শেষ হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া গিয়েছে। অনশোরে দেশীয় কোম্পানি বাপেক্স, বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর অধীনে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০টি কূপ (অনুসন্ধান, উন্নয়ন/মূল্যায়ন, কূপের ওয়ার্কওভার) খননের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪টি কূপখনন করে দৈনিক ১৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০২৫-২০২৮ সময়ে অনশোর ৬৯টি কূপখনন ও ৩১টি কূপ ওয়ার্কওভারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কূপখনন ও ওয়ার্কওভারের পরিসমাপ্তিতে ১৫০০ এমএমসিএফডি গ্যাস উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়।

- **গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন:** ২০০ কি. মি. নতুন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে, যার মধ্যে ১৮০ কি. মি. স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

- **বর্ধিতহারে গ্যাস উৎপাদন:** বিদ্যমান কূপসমূহ হতে বর্ধিতহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য ১৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৯টি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

- **প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন:** জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ৫.৬৩ লক্ষ গ্যাস প্রিপেইড মিটার স্থাপিত হয়েছে এবং আরও ২০ লক্ষ স্মার্ট গ্যাস প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

- **এলএনজি আমদানি কার্যক্রম:**
  - মহেশখালির মাতারবাড়িতে ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য টার্মিনাল ডেভেলপার নির্বাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
  - জি টু জি ভিত্তিতে কাতার ও ওমানের সাথে বিদ্যমান এলএনজি সরবরাহ চুক্তি ও স্পট মার্কেট এর পাশাপাশি সম্প্রতি ৪ (চার)টি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ২০২৬ সাল হতে বর্ধিত হারে এলএনজি আমদানি করা সম্ভব হবে।
  - ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য মহেশখালিতে স্থাপিত ২টি FSRU এর রি-গ্যাসিকেশন সক্ষমতা আরও ১০০ এমএমসিএফডি বৃদ্ধি করে দৈনিক ১১০০ এমএমসিএফ এলএনজি আমদানির সক্ষমতা তৈরি হয়েছে।
  - প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে দীর্ঘ মেয়াদে এলএনজি আমদানির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা চলমান রয়েছে।

- **তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান:**
  - অনশোরে নতুন তেল/ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিতে ২ডি/ ৩ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন করা হচ্ছে।
  - গভীর-অগভীর সমুদ্রে তেল/ গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ১২,৬৪২ লাইন কিলোমিটার মাল্টিক্লায়েন্ট ২ডি সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে।

- **উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (PSC):**
  - অফশোর: দেশের গভীর ও অগভীর সমুদ্রের মোট ২৪ (চব্বিশ)টি ব্লকে "বাংলাদেশ অফশোর মডেল পিএসসি ২০২৩" অনুসরণে উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (পিএসসি) স্বাক্ষরের জন্য "বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০২৪" চলমান রয়েছে।
  - অনশোর: 'বাংলাদেশ অফশোর মডেল পিএসসি ২০২৩' অনুসরণে 'অনশোর মডেল পিএসসি ২০১৯ কে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আরও যুগোপযোগী ও প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত ৪.৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।

- মধ্যপাড়া খনি হতে মে ২০২৮ সাল পর্যন্ত মোট ৮.৮৬ মিলিয়ন টন পাথর উৎপাদনের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

সেক্টর-ভিত্তিক পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ব্যবহার, ২০২৩-২০২৪ (একক: মেট্রিক টন)

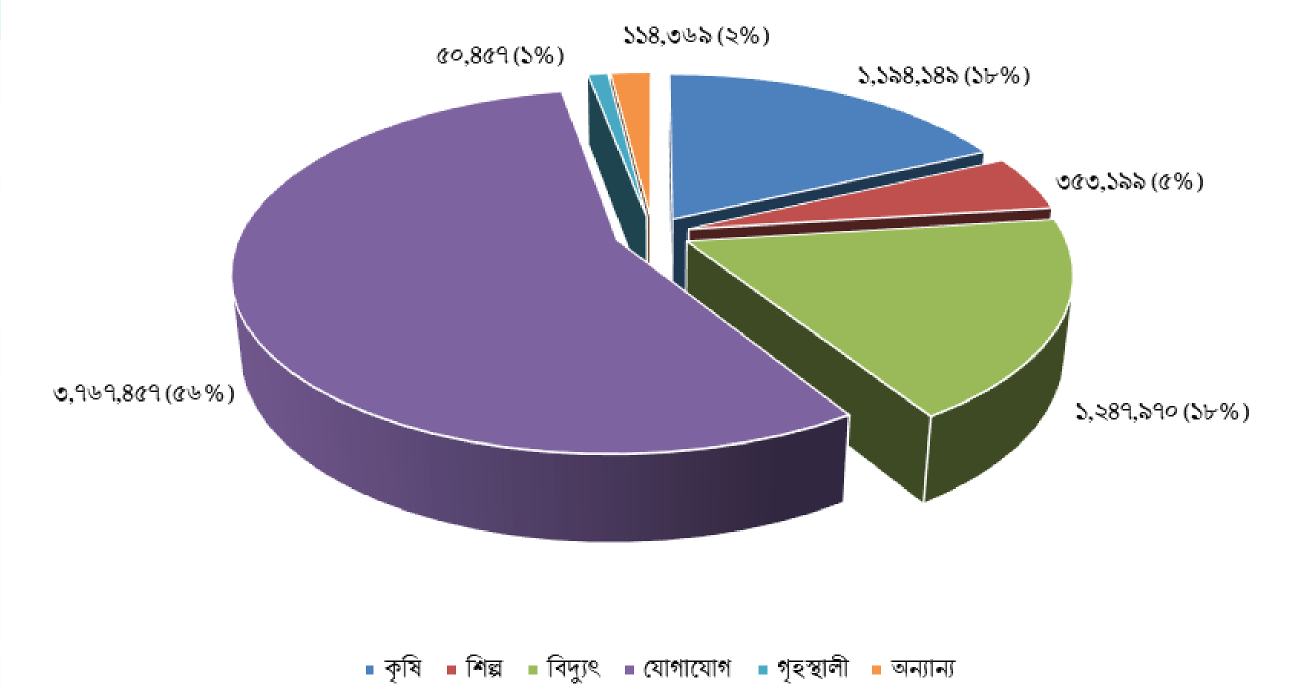

- জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ১৫.৭০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রেখে দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটানোর সক্ষমতা ৩০ দিন থেকে ৪০-৪৫ দিনে উন্নীত হয়েছে। বৈশ্বিক দৈব বিপাকের কারণে জ্বালানি তেলের আমদানি প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া আরো ৫৮,৮০০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।

- দ্রুত ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে আমদানিকৃত পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ০২টি আলাদা পাইপলাইনের মাধ্যমে খালাসের জন্য গভীর সমুদ্র বন্দরে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং স্থাপনের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত পাইপলাইন ও ট্যাংক ফার্মসমূহের কমিশনিং সফলভাবে সম্পন্নকরতঃ পাইপলাইনের মাধ্যমে ট্যাংক ফার্ম ও ইআরএল- এ জ্বালানি তেল গ্রহণ করা হচ্ছে। আমদানিকৃত জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে সরবরাহের লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্প: চট্টগ্রাম হতে ঢাকা (২৫০ কি.মি.), পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর প্রধান স্থাপনা হতে শাহ আমানত বিমান বন্দর (৫.৮ কি.মি.) এবং পিতলগঞ্জ হতে কেএডি ডিপোতে (১৫.৭০ কি.মি.) জ্বালানি তেল সরবরাহের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। SPM-সহ অন্যান্য পাইপলাইন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবহন খাতে বছরে প্রায় ১২০০-১৩০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

- জ্বালানি তেলের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্রুড রিফাইনিং ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণের জন্য বিদ্যমান ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার পাশাপাশি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার ERL ইউনিট-২ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিপিসির জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অধীনস্থ বিপণন কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহ অটোমেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি তেল অপারেশন কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও উন্নত অটোমেটেড পদ্ধতিতে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

ব্লু ইকোনমি সেল

ভূমিকা:

জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (International Tribunal of the Law on the Sea) কর্তৃক ২০১২ সালে বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্জিত এ সমুদ্রসীমায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ২২-১০-২০১৪ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট "সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি" গঠন করা হয়। বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে ২৫ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ব্লু ইকোনমি সেল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় ২৯ জুন ২০১৬ তারিখে ব্লু ইকোনমি সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। গত ০৯-০৭-২০২৪ তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ব্লু ইকোনমি বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে দেয়া হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

ব্লু ইকোনমি সেল এর সমন্বয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রায় চার শতাধিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা করে কর্মপরিকল্পনাসমূহের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে হালনাগাদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

*সেমিনার/কর্মশালা: গত ২১ মে ২০২৪ খ্রি: তারিখে "Risk Assessment of Biosecurity in Bangladesh and the Way Forward" এর ওপর দেশি বিদেশি ব্লু ইকোনমি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার ভার্চুয়ালি আয়োজন করা হয়। তাছাড়া গত ০৯ জুন ২০২৪ খ্রি: তারিখে "Blue Economy and Sustainable Ocean Governance" শিরোনামে আরেকটি ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে ব্লু ইকোনমি সেল কাজ করছে।

*ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প: ব্লু ইকোনমি সেল কর্তৃক "Building Collaboration among Relevant Stakeholders to Support the Development of Marine Spatial Planning (MSP) for Bangladesh" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।

উল্লেখ্য যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং-০৮.০০.০০০০.৮১২.৯৯.০২.১৭(২)/৫৪, তারিখ- ২২ এপ্রিল ২০২৪ মোতাবেক 'সুনীল অর্থনীতি' সংক্রান্ত সার্বিক কার্যাবলি সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের নিমিত্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট "ব্লু-ইকোনমি সেল" মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থানান্তরের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে স্থানান্তর কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

ব্লু ইকোনমি সেলের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- জাতীয় স্বার্থে ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য অস্থায়ী ব্লু ইকোনমি সেলকে স্থায়ী সেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
- "Development of Integrated Marine Spatial Planning (MSP) for Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়ন;
- বৈদেশিক ও বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ব্লু ইকোনমি সেক্টরের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ;
- নিয়মিতভাবে ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং অগ্রগতি নিরূপণের লক্ষ্যে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা;
- বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমির টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;
- নিয়মিতভাবে সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে ব্লু ইকোনমি সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- ব্লু ইকোনমি সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ব্লু ইকোনমি সেল, বেসরকারি বিনিয়োগকারী ও একাডেমিয়া এর আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন সেল, সংস্থা, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ

- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
  - জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
    - বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
      - বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স)
      - বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
      - সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড
      - গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড
      - তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
      - বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
      - জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড
      - পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
      - কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
      - সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
      - রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
      - বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড
      - মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড
    - ব্লু ইকোনমি সেল
    - বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিআইআরসি)
    - বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)
    - খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
    - বিস্ফোরক পরিদপ্তর
    - বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)
    - হাইড্রোকার্বন ইউনিট
    - বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)
      - পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
      - মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড
      - যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
      - ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড
      - এল পি গ্যাস লিমিটেড
      - ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডারস লিমিটেড
      - স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

PETROBANGLA

TGTDCL

RPGCL

BAPEX

GTCL

BCMCL

BGFCL

SGFL

SGCL

BGDCL

JGTDSL

KGDCL

PGCL

MGMCL

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কার্যক্রম

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রম

পেট্রোবাংলার পরিচিতি:

২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তৈল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ এর মাধ্যমে দেশের খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কর্পোরেশন" (বিএমইডিসি) নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ, তৈল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি)-কে বাংলাদেশ তৈল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিওজিসি) নামে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫ এর মাধ্যমে বিওজিসি'কে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১-কে বাতিল করে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ওজিডিসি) বিলুপ্ত করা হয় এবং উহার সম্পদ ও দায় পেট্রোবাংলা'র উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৮৮ এর মাধ্যমে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি আমদানি, পরিশোধন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৮৫ সালের ১১ এপ্রিল জারিকৃত ২১ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিওজিসি ও বিএমইডিসিকে একীভূত করে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (বিওজিএমসি) গঠন করা হয়। অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত ১১ নং আইন এর মাধ্যমে এই কর্পোরেশনকে "পেট্রোবাংলা" নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় এবং তৈল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। পরবর্তীকালে সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে মহান জাতীয় সংসদে ২০ নভেম্বর ২০২২ সালে ১৯ নং আইন দ্বারা Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, ১৯৮৫ রহিতপূর্বক যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২ প্রবর্তন করা হয়।

উক্ত আইন অনুযায়ী পেট্রোবাংলার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক) তেল, গ্যাস এবং খনিজ বিষয়ে সকল প্রকার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং গবেষণা পরিচালনা;

(খ) খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা;

(গ) গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়;

(ঘ) তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) আমদানি, বিপণন, রপ্তানি ও ব্যবস্থাপনা;

(ঙ) অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে গ্যাস উপজাত হিসাবে প্রাপ্ত তরল পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিভাজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন ও বিক্রয়;

(চ) তেল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভূ-তাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক এবং অন্যান্য জরিপ কার্য পরিচালনা;

(ছ) জরিপ, খনন ও অন্যান্য অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে তেল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ এর উপস্থিতি যাচাই করা, উহার মজুদ প্রাক্কলন করা এবং খনিজ সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত আহরণ ও খনন পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;

(জ) তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ শিল্প স্থাপন এবং আহরিত পেট্রোলিয়াম ও খনিজ পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় অব্যাহত রাখা;

(ঝ) কর্পোরেশনের কার্যের সহিত সম্পর্কিত এবং কর্পোরেশনের স্বার্থে অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সি কর্তৃক গৃহীত বা কৃত সমীক্ষা, নিরীক্ষা ও কারিগরি গবেষণার ব্যয় নির্বাহে অবদান রাখা;

(ঞ) কর্পোরেশনের কারোর সহিত সম্পর্কিত পরিসংখ্যান, বুলেটিন এবং মনোগ্রাফের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশনার কার্যক্রম গ্রহণ, সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান;

(ট) কর্পোরেশনের অধীন কোম্পানিসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়োগ, বদলি ও পদায়ন;

(ঠ) কর্পোরেশনের এবং উহার অধীন কোম্পানিসমূহের উপমহাব্যবস্থাপক এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে কর্পোরেশনে এবং ইহার অধীন অন্য কোম্পানিতে বদলি বা পদায়ন;

(ড) বিশেষ ক্ষেত্র বা প্রকল্পে বা কারিগরি প্রয়োজনে কর্পোরেশনের এবং উহার অধীন কোম্পানিসমূহের উপযুক্ত কর্মকর্তাকে কর্পোরেশনে এবং ইহার অধীন অন্য কোম্পানিতে বদলি বা পদায়ন;

(ঢ) কর্পোরেশনের অধীন কোম্পানিসমূহের সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ;

(ণ) সরকারের অনুমোদনক্রমে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দেশি, বিদেশি কোম্পানির সহিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদন;

(ত) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সময় সময় ঘোষিত তেল, গ্যাস ও নিজসম্পদ সম্পর্কিত কার্যাবলি; এবং

(থ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

পেট্রোবাংলার সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল কাঠামো:

	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্যপদ
(ক) কর্মকর্তা (১ম শ্রেণি):	৩১০	১৫৭	১৫৩
(খ) কর্মচারী			
৩য় শ্রেণি	২০৭	(৯৬+২৫*)=১২১	৮৬
৪র্থ শ্রেণি	১৩৫	(৫৪+৩০*)=৮৪	৫১
মোট (কর্মচারী):	৩৪২	২০৫	১৩৭
সর্বমোট :	৬৫২	৩৬২	২৯০

*৩য় শ্রেণির ২৫ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ৩০ জন মোট ৫৫ জন কর্মচারী আউটসোর্সিং- এর মাধ্যমে কর্মরত।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা কৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিম্নে বর্ণিত কর্মকাণ্ড সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে:

- **বৈদেশিক অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প**

  ➢ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি, জিওবি এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে "Smart Metering Energy Efficiency Improvement Project [Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL]" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩১-১০-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৫ম সভায় অনুমোদিত হয়। গত ২৮-১১-২০২৩ তারিখে এডিবি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এর মধ্যে ২০০ (দুইশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি (Loan Agreement) এবং একই দিনে এডিবি এবং টিজিটিডিপিএলসি এর মধ্যে প্রকল্প চুক্তি (Project Agreement) স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ ০১ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৬.৫ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান আছে।

  ➢ পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন টিজিটিডিপিএলসি এবং পিজিসিএল এর নিজস্ব তহবিল, জিওবি এবং বিশ্ব ব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে 'Gas Sector Efficiency Improvement & Carbon Abatement Project'-বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের মধ্যে ৩০০ (তিনশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় টিজিটিডিপিএলসি এর আওতাধীন এলাকায় ১১ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার এবং পিজিসিএল এর আওতাধীন এলাকায় ১.২৮ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার, SCADA & GIS স্থাপন করা হবে। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের উক্ত ঋণের আওতায় পেট্রোবাংলা কর্তৃক Technical Assistance for the Carbon Abatement of the Oil and Gas Value Chain- শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- **বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প**

  ➢ "Replacement and Improvement of the Existing Gas Network System in Dhaka and Narayanganj City Corporation Area, incorporating GIS Mapping and SCADA System"- শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে New Development Bank (NDB) এর সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডঃ

১ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Pre-paid Gas Meter for TGTDCL) (৩য় সংশোধিত)

২ তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন- এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (২য় সংশোধিত)

৩ Consultancy Services for Implementing the Automation of Gas Transmission and Distribution Pipeline Networks under different Companies of Petrobangla

৪ সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ (১ম সংশোধিত)

৫ জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (২য় সংশোধিত)

৬ বিজয়-১০,১১,১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৭ বাপেক্স এর ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প

৮ ২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২

৯ রশিদপুর-৯ নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

বিনিয়োগ কর্মসূচিঃ

১ বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২ বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর (৪২" ব্যাস ৫০কি.মি.) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত)

৩ রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর এবং তদসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

৪ Installation of Smart Prepaid Gas Meters, SCADA & GIS at PGCL Franchise Area

৫ Gas Sector Efficiency Improvement & Carbon Abatement Project [Installation of Smart Prepaid Gas Meter for TGTDCL]

৬ Smart Metering Energy Efficiency Improvement Project [Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL]

৭ Technical Assistance for Carbon Abatement of the Oil and Gas Value Chain.

৮ Technical Assistance for the Promoting Energy Transition, Safety and Energy Efficiency in the Energy Sector

নিজস্বঃ

১ Techno-Economic Feasibility Study, Engineering Services and Tender Management Services for Construction of a Land Based LNG Terminal at Matarbari Cox's Bazar (2nd revised)

২ তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন

৩ কৈলাশটিলা ৮ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন (১ম সংশোধিত)

৪ কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প

৫ ফৌজদারহাট-সীতাকুন্ড-মীরসরাই এলাকার গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৬ Procurement of an Individual Legal Consultant for LNG Terminal Development, LNG Import and other LNG Activities

৭ রেলওয়ে সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

৮ জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন (১ম সংশোধিত)

৯ জেজিটিডিএসএল-এর কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

১০ কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প

জিডিএফ:

১ একারেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ ডি সাইসমিক জরীপ

২ শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৩ সিলেট-১০ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৪ ১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েষ্ট) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৫ ২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প

৬ ৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৭ হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প

৮ তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ এবং মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার

কন্ট্রাক্ট বিভাগ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপ:

অফশোর: বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে "Bangladesh Offshore Model PSC 2023" অনুসরণে উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি) স্বাক্ষরের জন্য "বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড-২০২৪" গত ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এই বিডিং রাউন্ডের আওতায় গভীর ও অগভীর সমুদ্রের মোট ২৪ (চব্বিশ)টি ব্লক আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির (আইওসি) মাধ্যমে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় এই বিডিং রাউন্ডের সফলতার মাধ্যমে বাংলাদেশে তেল-গ্যাস প্রাপ্তি ও সরবরাহের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হবে।

অনশোর: 'অনশোর মডেল পিএসসি ২০১৯'- কে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আরও যুগোপযোগী ও প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ অফশোর মডেল পিএসসি ২০২৩'-এর ন্যায় 'অনশোর মডেল পিএসসি ২০১৯'- কে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আরও যুগোপযোগী ও আকর্ষণীয় করা সম্ভব হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন: একটি প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মস্পৃহা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কাজের গুণগত মান ও উদ্ভাবনী চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পেট্রোবাংলায় ১৮ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৪৯ জন অংশগ্রহণকারী এবং ২২ টি ইনহাউজ কর্মসূচির আওতায় ২৫৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ০৬ টি সেমিনার/ ওয়ার্কশপের আওতায় ৬২৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্য অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ২৩২ জন ।

পেট্রোবাংলা- এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানি

PETROBANGLA

EXP. & PROD.	TRANSMISSION	DISTRIBUTION	CNG & LPG	MINING
BAPEX	GTCL	TGTDCL	RPGCL	BCMCL
BGFCL		BGDCL		MGMCL
SGFL		JGTDSL		
		PGCL		
		KGDCL		
		SGCL		

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স)

কোম্পানির পরিচিতি

বাপেক্স গঠন	:	১ জুলাই ১৯৮৯
বাপেক্স গঠন (অনুসন্ধান কোম্পানী হিসেবে)	:	২৩ এপ্রিল, ২০০২
রেজিস্টার্ড অফিস	:	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৮, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৭ ইমেইল: secretary@bapex.com.bd ওয়েব সাইট: www.bapex.com.bd
স্থায়ী জনবল	:	মোট অনুমোদিত ১০৮০ জন (কর্মকর্তা ৭৩১ জন এবং কর্মচারী ৩৪৯ জন)। মোট কর্মরত ৬৭০ জন (কর্মকর্তা ৪৬৪ জন এবং কর্মচারী ২০৬ জন)
মোট খননকৃত অনুসন্ধান কূপ	:	২৩ টি
মোট খননকৃত উন্নয়ন কূপ	:	১৮ টি
মোট সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কূপ	:	৫২ টি
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	:	১১ টি
উৎপাদনক্ষম গ্যাসক্ষেত্র	:	৭ টি
মোট গ্যাস মজুদ	:	৩৩৫০.৭৭ বিসিএফ (উত্তোলনযোগ্য ২৪৩১.৮১ বিসিএফ)
দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	:	১২৫.৮৫ এমএমএসসিএফ (গড় উৎপাদন)
মোট গ্যাস উৎপাদন (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	:	৬৫৪.০১ বিসিএফ
মোট কনডেনসেট উৎপাদন	:	৫,৮৯,৩৪৮.৭৯৩ ব্যারেল
মোট ভূতাত্ত্বিক জরীপ	:	৩,৪৮১৪ লাইন-কিলোমিটার
মোট দ্বিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	২০,০৯৮.৯ লাইন-কিলোমিটার
মোট ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	৪,৬৫০ বর্গ কিলোমিটার
খনন রিগের সংখ্যা	:	৫ টি (২ টি ওয়ার্কওভার রিগ, ৩টি ড্রিলিং রিগ)
ওয়ার্ক-ওভার রিগের সংখ্যা	:	২ টি
মাড ল্যাবরেটরি	:	৪ টি
মাডলগিং ইউনিট	:	৩ টি
সিমেন্টিং ইউনিট	:	২ টি

বাপেক্স-এর কর্মপরিধি

১৯৮৯ সালে পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান পরিদপ্তর বিলুপ্তির মাধ্যমে গঠন করা হয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোম্পানী (বাপেক্স)। এর মূল কার্যক্রম ছিল দেশের অভ্যন্তরে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরিপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। মূলতঃ বাপেক্সের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৪ সালে ওজিডিসি অব পাকিস্তান এর মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওজিডিসি (বাংলাদেশ) এর অধীনে এবং ১৯৭৪ সালে বিওজিএমসি (পেট্রোবাংলা) এর অনুসন্ধান পরিদপ্তরের অধীনে দীর্ঘ ১৫ বছর কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৮৯ সালে কোম্পানি হিসেবে বাপেক্স আত্মপ্রকাশ করে। উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা। বিগত ২০০০ সালে সরকার বাপেক্স-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং বিস্তৃত করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রমও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে। বর্তমানে বাপেক্স দেশের অভ্যন্তরে স্থলভাগে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল মূল কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ/ সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে বাপেক্স তেল, গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরিপসহ উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, পূর্ত উন্নয়ন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রাসায়নিক বিশ্লেষণ, খনন, ওয়ার্কওভার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

বাপেক্স আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে পিএসসি এর অধীন উন্নয়ন কূপ চুক্তিভিত্তিতে খননের কাজ লাভ করেছে। বর্তমানে বাপেক্স সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত নির্ধারিত অংশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রমের পাশাপাশি সালদানদী, শাহবাজপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, শাহাজাদপুর-সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপুল পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন করছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ:

১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ- ৯৭ লাইন কি. মি.

২) দ্বিমাত্রিক জরিপ- ১,০৭১.৯ লাইন কি. মি.

৩) ত্রিমাত্রিক জরিপ ৩৮০ লাইন কি.মি.

৪) অনুসন্ধান কূপ খনন- ১ টি

৫) উন্নয়ন কূপ খনন- ২ টি

৬) ওয়ার্কওভার কার্যক্রম- ৪ টি (বাপেক্স এর ২টি এবং এসজিএফএল এর ২টি)

৭) গ্যাস উৎপাদন- ৪৭.১০৪ বিসিএফ

৮) কনডেনসেট উৎপাদন- ৭.৬১৮ মি.লি।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

ভূতাত্ত্বিক বিভাগের কার্যক্রম:

২০২৩-২০২৪ মাঠ মৌসুমে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া ভূগঠনে সর্বমোট ৯৭ লাইন কি.মি. ভূতাত্ত্বিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। এসময় ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল মোট ২৪টি ছড়া/ সেকশনে কাজ করে ৮০ টি শিলা নমুনাসহ ০২ টি গ্যাস নমুনা সংগ্রহ করেছে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পটিয়া ভূগঠনের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। পটিয়া ভূগঠন হতে সংগ্রহকৃত শিলা, গ্যাস নমুনা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণের নিমিত্তে প্রেরণ করা হয়েছে। পটিয়া ভূগঠন হতে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একটি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। মাতামুহুরী ভূগঠনের উত্তরাংশ এবং জলদি ভূগঠনের দক্ষিণাংশ এর উপর একটি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশনাক্রমে দেশের আট (০৮) জেলার দশ (১০)টি গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিন পরিদর্শন করতঃ সংগ্রহকৃত তথ্য এবং নমুনাসমূহ পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বেসিন স্টাডি উপবিভাগ কর্তৃক বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র, জামালপুর, মোবারকপুর, কাসালং, পটিয়া, সীতাপাহাড়, জলদি, সুবর্ণচর, মতলব ভূগঠন ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার বিদ্যমান সাইসমিক উপাত্তসমূহ ও অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শাহবাজপুর- ৫, ৭, শাহবাজপুর নর্থ-ইস্ট- ১, ভোলা নর্থ- ৩, ৪, সেমুতাং- ৭, সুন্দলপুর- ৫, কাসালং- ১, পটিয়া- ২, সীতাপাহাড়- ৩ ও জলদি- ৪ কূপের লোকেশনসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়াদি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

শ্রীকাইল- ৫, সুন্দলপুর- ৪, সুন্দলপুর সাউথ- ১, বেগমগঞ্জ- ৫, ৬, জামালপুর- ১, মোবারকপুর সাউথ-ইস্ট- ১ (সংশোধিত) ও ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ- ১ কূপের কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রীকাইল ডিপ- ১, মোবারকপুর ডিপ- ১, ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ- ১, শাহবাজপুর-৬, ৮, ৯, শাহবাজপুর নর্থ-ইস্ট- ২, ভোলা নর্থ- ৫, বেগমগঞ্জ-৫, ৬ ও সুনেত্র- ২ কূপের সারফেস লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এসজিএফএল-এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে রশিদপুর- ১৩, সিলেট- ১০, ১১, কৈলাশটিলা-৯ ও ডুপিটিলা- ১ নং কূপের লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করত এসজিএফএল বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, পেট্রোবাংলার চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০২৫-২০২৮ সাল নাগাদ খননযোগ্য কূপসমূহের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকৃত কূপ প্রস্তাবনা এবং বিদ্যমান কূপের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাপেক্স এর বেগমগঞ্জ- ৪ (ওয়েস্ট) কূপ, সুন্দলপুর- ৪ এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. এর খননতব্য সিলেট- ১১, সিলেট- ১০এক্স, সিলেট- ১২, রশিদপুর- ১১ ও ১৩ এবং কৈলাসটিলা- ০৯ নং অনুসন্ধান কূপসমূহের Geological Technical Order (GTO) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বাপেক্স এর জামাল অনুসন্ধান কূপ- ১, শ্রীকাইল- ৫, মোবারকপুর সাউথ-ইস্ট- ১, ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ- ১ এবং সুন্দলপুর সাউথ- ১ কূপের GTO তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। কৈলাশটিলা- ৮ নং অনুসন্ধান কূপে OFI অনলাইন মাডলগিং ইউনিট দ্বারা সার্ভিস প্রদান করা হয়। অপরদিকে রিফারবিসকৃত ওয়েদারফোর্ড/এক্সলগ মাডলগিং ইউনিট দ্বারা সুন্দলপুর- ৩ নং অনুসন্ধান কূপে সার্ভিস প্রদান করা হয়। বর্তমানে রিফারবিসকৃত ওয়েদারফোর্ড/এক্সলগ মাডলগিং ইউনিট দ্বারা বেগমগঞ্জ- ৪ (ওয়েস্ট) কূপে সার্ভিস প্রদান চলমান রয়েছে।

প্রস্তুতকৃত কূপ প্রস্তাবনা এবং বিদ্যমান কূপের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাপেক্স এর বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপ, সুন্দলপুর-৪ এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. এর খননতব্য সিলেট-১১, সিলেট-১০এক্স, সিলেট-১২, রশিদপুর-১১ ও ১৩এবং কৈলাসটিলা-০৯ নং অনুসন্ধান কূপসমূহের Geological Technical Order (GTO) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বাপেক্স এর জামালপুর অনুসন্ধান কূপ-১, শ্রীকাইল-৫, মোবারকপুর সাউথ-ইস্ট-১, ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ-১ এবং সুন্দলপুর সাউথ-১ কূপের GTO তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। কৈলাশটিলা-৮ নং অনুসন্ধান কূপে OFI অনলাইন মাডলগিং ইউনিট দ্বারা সার্ভিস প্রদান করা হয়। অপরদিকে রিফারবিসকৃত ওয়েদারফোর্ড/এক্সলগ মাডলগিং ইউনিট দ্বারা সুন্দলপুর-৩ নং অনুসন্ধান কূপে সার্ভিস প্রদান করা হয়। বর্তমানে রিফারবিসকৃত ওয়েদারফোর্ড/এক্সলগ মাডলগিং ইউনিট দ্বারা বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপে সার্ভিস প্রদান চলমান রয়েছে।

সুন্দলপুর # ৩ নং কূপের খননকালে পরিলক্ষিত গ্যাস-শো বিবেচনায় বিভিন্ন সেকশনে পরিচালিত ওয়্যারলাইন লগ উপাত্ত (গামা-রে, রেজিসটিভিটি, ডেনসিটি, নিউট্রন, সনিক লগ ইত্যাদি) টেকলগ সফটওয়্যার ব্যবহার করে গুণগত ও পরিমাণগত পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লগ বিশ্লেষণ, পারফোরেশন এবং সফল কূপ পরীক্ষণ সম্পাদনের মাধ্যমে সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্রের প্রাক্কলিত মজুদ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, সুন্দলপুর # ৩ নং কূপে নিচের দুইটি গ্যাস স্তরে সফল ডিএসটি এবং উপরের গ্যাস স্তরে কূপটি সম্পাদন করত: উৎপাদন পরীক্ষণের মাধ্যমে দৈনিক ৭-৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া বাপেক্স এর আওতাধীন গ্যাসক্ষেত্র সমূহের উৎপাদন তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে মজুদ সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদের পাশাপাশি কূপ সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বরাবর প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। নিজস্ব কাজের পাশাপাশি এসজিএফএল-এর কৈলাশটিলা # ২, রশিদপুর # ২ ও রশিদপুর # ৫ কূপ সমূহের ওয়ার্কওভার এবং সিলেট # ১০ ও কৈলাশটিলা # ৮ খনন কূপ সমূহের কাজে অত্র উপবিভাগ হতে ফরমেশন ইভ্যালুয়েশন সংশ্লিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, সিলেট # ১০ নং কূপ পরীক্ষণকালে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে তেলের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে সুরমা বেসিন এলাকায় তেল আবিষ্কারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জ্বালানি সংকট দূরীকরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৬-২০২৮ সময়কালে ওয়ার্কওভার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হালদা- ১, রূপগঞ্জ # ১, ফেঞ্চুগঞ্জ # ৩, ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪, সেমুতাং # ৬, শ্রীকাইল # ৪ কূপসমূহের সম্ভাব্য কার্যপদ্ধতি নির্ণয় করা হয়েছে। বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট) কূপের খননকালে তথ্য-উপাত্ত মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে এবং প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত অনুসারে বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যা শীঘ্রই কূপ পরীক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। উপর্যুক্ত কাজের পাশাপাশি বাপেক্স ও বিজিএফসিএল কর্তৃক প্রস্তাবিত খননতব্য ৪ টি গভীর অনুসন্ধান কূপ এবং পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাঙ্গুরা গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ পুনর্মূল্যায়ন, শেভরন কর্তৃক বিবিয়ানা-জালালাবাদ-মৌলভিবাজার গ্যাসক্ষেত্র সমূহের নির্ণীত মজুদ যাচাই, পেট্রোবাংলার আওতাধীন বন্ধ-শুষ্ক-পরিত্যক্ত কূপ সমূহের পুনর্মূল্যায়ন, বাংলাদেশের অনশোর ব্লকসমূহের তথ্যাদি হালনাগাদকরণ ইত্যাদি বিষয়ক গঠিত কমিটির কাজে অত্র উপবিভাগ কর্তৃক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও মতামত প্রদান করা হয়েছে।

ভূ-পদার্থিক বিভাগের কার্যক্রমঃ

২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক- ১৫ এবং ২২ প্রকল্পঃ

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এবং বাপেক্সের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য ''২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক- ১৫ এবং

২২'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুলাই'২০২১ হতে জুন'২০২৪ মেয়াদে চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলা তথা: কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার জেলায় সম্ভাব্য তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা ও অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ৩০০০ লাইন কিলোমিটার ২ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রকল্পের ব্যয় ২৫.৭২ কোটি টাকা। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। উপর্যুক্ত প্রকল্পের আওতায় ৩০০০ লাইন কি.মি. ক্লোজ গ্রিড ২ডি সাইসমিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে ব্লক ১৫, ২২এ ও ২২বি- তে ২৬ টিসিএফ রিসোর্স (সম্ভাব্য প্রাথমিক মজুদ) প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্লক ১৫, ২২এ ও ২২বি এর অন্তর্গত ফেনী, সুন্দলপুর দক্ষিণ, উড়িরচর, স্বর্ণদ্বীপ, ভাসানচর, সন্দ্বীপ, সীতাকুণ্ড, হালদা, পটিয়া, জলদি, মাতামুহুরী-উত্তর ভূগঠনের বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক স্তরে মোট ২৬৬০ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে ৮৭টি লিড (সম্ভাব্য গ্যাস মজুদের ভূগর্ভস্থ ট্র্যাপ) চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত ৮৭টি লিডে ২.৮২ টিসিএফ রিসোর্স (সম্ভাব্য প্রাথমিক মজুদ) প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রাথমিক ভাবে তেল/গ্যাস প্রাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক সম্ভাবনাময় হালদা, ফেনী, সন্দ্বীপ ভূগঠনে ০৭ টি অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

ত্রিমাত্রিক (থ্রি-ডি) সাইসমিক সার্ভে:

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস সংকট মোকাবেলায় আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র/ভূগঠনে নতুন কূপ খনন এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ১১,১০৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জিডিএফ ফান্ড এর অর্থায়নে ''৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ও পাথারিয়া ওয়েস্ট ষ্ট্রাকচারের ৫৮০ বর্গ কি. মি. এলাকায় ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ মাঠ মৌসুমে জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের ২০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বিশেষায়িত RTM প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র হতে সংগৃহীত উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পাথারিয়া ভূগঠনের ৩৮০ বর্গ কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। পাথারিয়া ভূগঠন হতে সংগৃহীত উপাত্তের প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ কাজ চলমান আছে।

২ডি সাইসমকি র্সাভে ওভার এক্সপ্লোরেশেন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প:

দেশের ক্রমর্বধমান গ্যাস সংকট মোকাবলোয় অনুসন্ধান ৬বি সাউথ এন্ড ১০ ব্লকে র্পূবে সম্পাদিত ২ডি সাইসমকি তথ্য-উপাত্ত হতে প্রাপ্ত lead সমূহকে prospect এ রূপান্তর করে নতুন কূপ খনন এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে জিডিএফ ১৪,৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব র্অথায়নে ৭৬০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৫১.৯৫ কোটি টাকা প্রাক্কলতি ব্যয়ে ''২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকার ৩২২০ লাইন কি.মি. যার মধ্যে সাইসমিক সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা transition zone এ ৮৬৮ লাইন কি.মি. এবং বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল দ্বারা ২,৩৫২.০০ লাইন কি.মি. সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ মাঠ মৌসুমে শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও বরিশাল জেলার মুলাদি উপজেলায় ২৮৩ লাইন কি.মি. ২ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা ও চাঁদপুর এলাকায় ১০৭১.৯০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল দ্বারা সর্বমোট ১,৩৫৪.৯০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভূগঠন হতে সংগৃহীত উপাত্তের প্রাথমিক প্রকিয়াকরণ কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অনুসন্ধান ৬বি সাউথ এন্ড ১০ ব্লকে সাইসমিক সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা transition zone এ ৮৬৮ লাইন কি.মি. এবং বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল দ্বারা ৯৯৭.১০ লাইন কি.মি.সহ মোট ১,৮৬৫.১০ লাইন কি.মি. সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগের কার্যক্রম:

কোম্পানীর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, তদনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত এ উপবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রনয়ণে এ বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্পের কাজের ভৌতিক ও আর্থিক অগ্রগতি তদারকি এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত, উৎপাদন সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ পেট্রোবাংলার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়েছে।

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইসিটি উপবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আইসিটি উপবিভাগ নিজস্ব কারিগরি জনবল দ্বারা বাপেক্সের ওয়েব ও মেইল সার্ভার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। সদ্য বাপেক্স ওয়েবসাইট রি-ডিজাইন ও তথ্যবহুল করা হয়েছে। এ ছাড়া ডেডিকেটেড ইন্টারনেট লাইন এর সাহায্যে অনলাইন মাড লগিং ইউনিট, ডিজিটাল ড্রিলিং এবং সাইসমিক ও জিওলজিক্যাল ডাটা মনিটরিং সিস্টেম সচল রাখছে। এছাড়া বর্তমানে প্রায় সকল খনন ও গ্যাস ক্ষেত্র স্থাপনাকে রিমোট সিসিটিভি মনিটরিং সিস্টেমের আওতায়

আনা হয়েছে। সর্বোপরি প্রধান কার্যালয়ের সাথে বিভিন্ন স্থাপনার সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, রিয়েল টাইম ডাটা মনিটরিং সিস্টেম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সমস্ত বাপেক্স ভবন ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক এর আওতাধীন। বর্তমানে বাপেক্সের ২৭৪টি ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটার-এ ১৬৫ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। আইসিটি উপবিভাগের তত্ত্বাবধানে বাপেক্স ভবনে আধুনিক প্রযুক্তি আইপি-পিএবিএক্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। আইসিটি উপবিভাগ বাপেক্স ভবনে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করেছে। এ ছাড়া ডি-নথি ও ই-জিপি চলমান আছে। আইসিটি উপবিভাগ বাপেক্সের ওয়েব পোর্টাল নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে থাকে। সদ্য ই-স্টোর অনলাইন ডাটা ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, এইচ আর এম সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রমে সচ্ছতাসহ ডিজিটাল করার কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া ড্রিলিং রিগ, প্রসেস প্লান্ট পরিচালনায় ব্যবহৃত পিএলসি/ডিসিএস সিস্টেমের শিডিউল আপগ্রেডেশন ও ট্র্যাবলশুটিং কাজে আইসিটি উপবিভাগের মাধ্যমে সহযোগিতা বজায় রাখা হয়।

পরীক্ষাগার বিভাগের কার্যক্রম:

পরীক্ষাগার বিভাগ বাপেক্সের বিভিন্ন অনুসন্ধান, মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও উৎপাদন কূপ হতে সংগৃহীত কোর, কাটিং, গ্যাস, কনডেনসেট, তেল, পানি, সিমেন্ট ইত্যাদি নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। এ বিভাগে দেশের বিভিন্ন ভূগঠন/স্থান থেকে সংগৃহীত শিলা নমুনা এবং সিপেজ তেল-গ্যাস নমুনার ভূতাত্ত্বিক (সেডিমেন্টোলোজিক্যাল, মাইক্রোপ্যালিয়েন্টোলোজিক্যাল ও মিনারেলোজিক্যাল) ও ভূ-রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয় যা তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরীক্ষাগার বিভাগে, ২০২২-২০২৩ মাঠ মৌসুমে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক মাতামুহুরী ভূগঠনের উত্তরাংশ এবং জলদি ভূগঠনের দক্ষিণাংশের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে সংগৃহীত বিভিন্ন শিলা নমুনার সেডিমেন্টোলোজিক্যাল, মাইক্রোপ্যালিয়েন্টোলোজিক্যাল ও জিওকেমিক্যাল (টোটাল কার্বন ও টোটাল অর্গানিক কার্বন) বিশ্লেষণ এবং পানি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণকরতঃ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে ২০২৩-২০২৪ মাঠ মৌসুমে পটিয়া ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে সংগৃহীত গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন শিলা নমুনার সেডিমেন্টোলোজিক্যাল এবং মাইক্রোপ্যালিয়েন্টোলোজিক্যাল বিশ্লেষণ কাজ চলমান রয়েছে। টবগী- ১ কূপ হতে সংগৃহীত ২৭ মিটার কোর নমুনার আংশিক পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণ শেষে খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সেডিমেন্টোলোজিক্যাল ও মিনারেলোজিক্যাল বিশ্লেষণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন স্থানের গভীর নলকূপ হতে সংগৃহীত গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরীক্ষাগার বিভাগে গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত ইলিশা- ১ কূপ থেকে সংগৃহীত আরডিটি ও ডিএসটি নমুনা সমূহের জিওক্যামিকেল বিশ্লেষণকরতঃ প্রতিবেদন এবং কৈলাশটিলা- ২ কূপে ওয়ার্কওভারের জন্য ব্যবহৃত সিমেন্ট স্ল্যারি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও বাপেক্সের বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র (শাহবাজপুর, শাহাজাদপুর-সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বেগমগঞ্জ) থেকে সংগৃহীত গ্যাস-কনডেনসেট ও পানি নমুনাসমূহের বিশ্লেষণকৃত মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম:

সুন্দলপুর- ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ:

একটি অনুসন্ধান (শ্রীক্‌ইল নর্থ# ১ এ) এবং দুইটি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন (সুন্দলপুর- ৩ ও বেগমগঞ্জ- ৪ ওয়েস্ট) কূপ খনন প্রকল্পের আওতায় বাপেক্স কর্তৃক বিজয়- ১০ রিগ দ্বারা নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ৩৩৮৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সুন্দলপুর- ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ খনন করা হয়। কূপে ৩ টি ডিএসটি পরীক্ষা শেষে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ পাওয়া গেছে।

কৈলাশটিলা -৮ অনুসন্ধান কূপ:

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর কৈলাশটিলা-৮ অনুসন্ধান কূপ বাপেক্স এবং এসজিএফএল এর মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে বাপেক্স এর বিজয়-১২ রিগ দ্বারা সফলভাবে ৩৫০০ মিটার খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিএসটি পরীক্ষা শেষে কূপে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ পাওয়া গেছে।

ওয়ার্ক-ওভার কার্যক্রম:

কৈলাশটিলা- ২ কূপ:

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর কৈলাশটিলা- ২, রশিদপুর- ২, রশিদপুর- ৫ এবং সিলেট- ৭ কূপ ওয়ার্ক, ওভারকরণের লক্ষ্যে বাপেক্স এবং এসজিএফএল এর মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে বাপেক্স কর্তৃক কৈলাশটিলা- ২ কূপের ওয়ার্ক, ওভার কার্যক্রম জুলাই - নভেম্বর, ২০২৩ সময়ে বিজয়- ১২ রিগ দ্বারা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ওয়ার্কওভার শেষে উক্ত কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদন পুনরায় শুরু হয়েছে।

রশিদপুর- ২ কূপঃ

রশিদপুর- ২ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ডিসেম্বর - ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সময়ে বাপেক্সের বিজয়- ১৮ রিগ দ্বারা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ওয়ার্কওভার শেষে উক্ত কূপ থেকে উৎপাদিত গ্যাস জাতীয় গ্রিড লাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে।

রশিদপুর- ৫ কূপঃ

রশিদপুর- ৫ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম মার্চ - মে, ২০২৪ সময়ে বাপেক্সের বিজয়- ১৮ রিগ দ্বারা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

তিতাস- ১৪ কূপঃ

বিজিএফসিএল এর ৪টি কূপ (তিতাস-৮, ১৪, ১৬ এবং হবিগঞ্জ-৫) বাপেক্সের মাধ্যমে ওয়ার্কওভার সম্পাদনের নিমিত্ত বাপেক্স এবং বিজিএফসিএল এর মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী বাপেক্স এর বিজয়-১১ রিগ ব্যবহার করে মার্চ - মে, ২০২৪ সময়ে তিতাস -১৪ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বেগমগঞ্জ- ৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ :

একটি অনুসন্ধান (শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ) এবং দুইটি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন (সুন্দল পুর- ৩ ও বেগমগঞ্জ- ৪ ওয়েস্ট) কূপ খনন প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলায় বাপেক্স কর্তৃক বিজয়- ১০ রিগ দ্বারা বেগমগঞ্জ- ৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন চলমান। কূপে ইতোমধ্যে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ পরিলক্ষিত হয়েছে যা পরবর্তীতে পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

উৎপাদন বিভাগের কার্যক্রমঃ

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২৩-২৪) উৎপাদনের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২৩-২৪) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থবছরে (২০২২-২৩) উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	গ্যাস (বিসিএফ)	৪৫.০০	৪৭.১০৪	১০৪.৬৮	৬.৮৯	৪৮.২৮
	কনডেনসেট (মি.লি.)	৬.০০	৭.৬১৮	১২৬.৯৭	-	৯.৯

প্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রম

প্রকৌশল বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাঃ

- বিজয়- ১০ (ZJ70DBS) রিগটি দ্বারা সুন্দলপুর- ৩ ও বেগমগঞ্জ- ৪ (ওয়েস্ট) কূপ খনন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বেগমগঞ্জ- ৪ (ওয়েস্ট) কূপ খনন কাজ শেষে টেস্টিং কাজ চলমান।
- বিজয়- ১১ (ZJ40DBT) রিগটি দ্বারা তিতাস- ২৪ ও তিতাস- ১৪ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিজয়- ১২ (ZJ50DBS) রিগটি দ্বারা কৈলাশটিলা- ৮ কূপ খনন কাজ ও কৈলাশটিলা- ২ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিজয়- ১৮ ওয়ার্কওভার (XJ650T) রিগটি দ্বারা রশিদপুর- ২ ও রশিদপুর- ৫ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- "বিজয়- ১০, ১১, ১২ ও আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন"শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আইপিএস কার্ডওয়েল রিগ পুনর্বাসন কাজ চলমান রয়েছে।

ওয়েল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যক্রম

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ হতে নিম্নে বর্ণিত ৪ (চার) ধরনের কারিগরি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

মাড ইঞ্জিনিয়ারিং:

খনন ও ওয়ার্ক ওভার কূপের ধরন, প্রকৃতি ও ঝুঁকি অনুযায়ী কেমিক্যাল ও ড্রিলিং ফ্লুইড নির্বাচন করে ডিলিং ফ্লুইড প্রোগ্রাম তৈরি করা হয় এবং খনন ও ওয়ার্কওভার কালে তা বাস্তবায়ন করা হয়।

খনন/ওয়ার্কওভার কালে প্রতি ১৫ মিনিটে ড্রিলিং ফ্লুইডের গুণাগুণ পরীক্ষা করে কূপের চাহিদা অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করা হয়। ট্রিটমেন্টকালে মোবাইল মাড ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন MBT Kit, Sand Content Kit, Automatic Programmable Viscometer, Marsh Funnel with cup, solid control kit etc ও রিয়েজেন্ট যেমন AgNO3 Solution, Methylene Blue, NaOH soln, Phenolphthalein, Versenate Hard Titration Soln, Versenate Hard Buffer Soln etc. এর মাধ্যমে প্রয়োজন মত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। খনন শেষে কম্পিলিশন ফ্লুইড তৈরি পূর্বক কূপে স্থাপন করে নিরাপদভাবে নিরবচ্ছিন্ন তেল/গ্যাস উৎপাদনে সহায়তা করা হয়।

২৩-২৪ অর্থবছরে কেটিএল- ৮, সুন্দলপুর- ৩, বেগমগঞ্জ- ৪ খনন এবং রশিদপুর- ২ ও ৫; তিতাস- ১৪, কেটিল- ২ ওয়ার্কওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান করা হয়। এছাড়াও চলমান প্রকল্প ও ১০০ টি কূপ খননের পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন কাজে সহযোগিতা করা হয় এবং বাপেক্সের ভবিষ্যৎ দুইটি গভীর কূপ খননের পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন কাজে সহযোগিতা করা হয়।

ওয়েল সিমেন্টেশন:

অনুসন্ধান, এপ্রেইজাল কাম উন্নয়ন, উন্নয়ন এবং ওয়ার্কওভার কূপ খননকালে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে কূপের পর্যায়ভিত্তিক কেসিং সিমেন্টেশন জবের জন্য সিমেন্ট, সিমেন্ট এডিটিভস নির্বাচনপূর্বক Cement Slurry প্রস্তুতকরতঃ কূপের সিমেন্টেশন জব সম্পাদন করা হয়। পাশাপাশি Cement Plug Setting, Cement Squeezing Job, Injectiviy Test, Leak-of Test/FIT, BOP & Surface Equipment Pressure Testing, DST Services With Surface & Down Hole Equipment Test, Well Control/Killing, Pipe Stuck Free Fluid Preparation & Placing ইত্যাদি কাজে সিমেন্টিং ইউনিট ব্যবহার করে সিমেন্টেশন সার্ভিস প্রদান করা হয়। এছাড়া সকল ধরনের কূপ নিয়ন্ত্রণ (Well Killing) কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সুন্দলপুর-৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ, বেগমগঞ্জ- ৪ ওয়েস্ট মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ, কেটিএল- ২ ওয়ার্কওভার, রশিদপুর- ২ ওয়ার্কওভার এবং তিতাস- ১৪ ওয়ার্কওভার কূপসমূহে সফলতার সহিত সিমেন্টিং সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

কূপ পরীক্ষণ সার্ভিস:

তেল/গ্যাস আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কূপ পরীক্ষণ উপ-বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কূপে মাডলগ এবং ওয়্যার লাইন লগ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নপূর্বক সম্ভাব্য হাইড্রোকার্বন মজুদ জোন শনাক্ত করা হয়। সনাক্তকৃত এ জোনগুলোতে Perforation করে DST & Production/Flow Test সম্পাদন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সারফেস টেস্টিং ইকুইপমেন্টের সাহায্যে রিজারর্ভার ফ্লুইড প্রবাহের মাধ্যমে কূপে উৎপাদনযোগ্য গ্যাস/কনডেনসেট এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং Fluid Properties & AOF/Optimum Flow নিরূপণ করা হয়। বিগত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কূপ পরীক্ষণ উপ-বিভাগ কর্তৃক কেলাশটিলা- ২, রশিদপুর- ২, রশিদপুর- ৫ ওয়ার্কওভার কূপে, সুন্দলপুর-৩ ও কৈলাশটিলা- ৮ খনন কূপে সাফল্যজনকভাবে DST Ges Flow Test সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়াও আসন্ন কূপসমূহে তৃতীয় পক্ষীয় সেবার জন্য দাপ্তরিক প্রাক্কলন, আন্তর্জাতিক দরপত্র, চুক্তিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

ওয়্যারলাইন লগিং সার্ভিস :

বাপেক্সের ওয়েল সার্ভিসেস বিভাগের অন্তর্গত ওয়্যারলাইন লগিং সার্ভিসেস উপবিভাগ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজে ওয়্যারলাইন লগিং সার্ভিস প্রদান করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় শ্রীকাইল নর্থ # ১এ অনুসন্ধান কূপ, সুন্দলপুর # ৩ এবং বেগমগঞ্জ # ৪(ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক দরপত্র মূল্যায়নপূর্বক China National Logging Corporation (CNLC) এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। যার অনুকূলে সুন্দলপুর # ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপে ওয়্যারলাইন লগিং, পারফোরেশান, VSP(Vertical Seismic Profile) সেবা ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে এবং বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট)

মূল্যায়ন- কাম- উন্নয়ন কূপে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণ চলমান রয়েছে। শাহবাজপুর # ৪ এবং জকিগঞ্জ # ১ ওয়ার্ককূপে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে আহবায়িত আন্তর্জাতিক দরপত্র মূল্যায়ন পূর্বক China National Logging Corporation (CNLC) এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়াও ওয়্যারলাইন লগিং সার্ভিস গ্রহণের লক্ষ্যে যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ, দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন, আন্তর্জাতিক দরপত্র, চুক্তিপত্র এবং Explosives and Radioactive লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের কার্যক্রম:

বাপেক্সের আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাস উৎপাদন ক্ষেত্র, কূপ খননকালীন সময়ে এবং ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার সময়ে প্রাপ্ত উপাত্ত ও প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত প্রতিবেদন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও পরীক্ষাগার বিভাগ হতে প্রাপ্ত গ্যাস, ফ্লুইড, কনডেনসেট ও শিলা নমুনার বিশ্লেষণ- প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বাপেক্সের তেল গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত ভান্ডারকে আধুনিক ও সুবিধাজনকভাবে ব্যবহারযোগ্য করার উদ্দেশ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার ফার্ম Center for Environment and Geographic Information Service (CEGIS) এর সাথে গত ২৬ মে ২০২৪ তারিখে একটি web GIS Based Data Inventory Management System (DIMS) তৈরি সেবার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক web GIS Based Data Inventory Management System (DIMS) সেবার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলমান আছে।

বাপেক্স এর আওতাধীন শুষ্ক, পরিত্যক্ত ও স্থগিত কূপ সম্বলিত ভূগঠনসমূহে অনুসন্ধান ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুনভাবে EOI আহ্বানের নিমিত্তে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাক যোগ্যতা ও EOI এর সাধারণ শর্তাবলি নির্ধারণ এবং খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবর দাখিল করা হয়েছে।

প্রশাসনিক কর্মকান্ড:

জনবল সম্পর্কিত

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রারম্ভে কোম্পানির মোট জনবল ছিল ৫৮৭ জন। এ অর্থবছরে ১৩৫ জন কর্মকর্তা ও ৩ কর্মচারী নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবসর গ্রহণ, চাকুরিতে ইস্তফা ও মৃত্যুজনিত ইত্যাদি কারণে জনবলের সংখ্যা ৩০ জুন ২০২৪ শেষে দাঁড়ায় ৬৭০ জনে যার মধ্যে কর্মকর্তা ৪৬৪ জন এবং কর্মচারী ২০৬ জন। উল্লেখ্য পেট্রোবাংলার অন্যান্য কোম্পানি হতে ০৪ জন কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৪ জন কর্মকর্তা ও ৫ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মোট জনবল ১৯৯৯ জন (কর্মকর্তা ৭৩১ জন এবং কর্মচারী ১২৬৮ জন) তন্মধ্যে ৯১৯ জন কর্মচারীর পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে সাফল্যজনক ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে প্রবর্তিত ''শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচি" অব্যাহত রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় আলোচ্য অর্থবছরে এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য মাসিক আর্থিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও আলোচ্য অর্থবছরে বাপেক্স কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট হতে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে কোম্পানির মোট আয় ৭৩৫.০৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে কোম্পানির নিজস্ব গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেট বিক্রি বাবদ (এসডি ও ভ্যাট ব্যতীত) প্রাপ্তি ৫৫৭.৬২ কোটি টাকা, জব খাতে নিট আয় ৯০.০০ কোটি টাকা, পিএসসি ব্লক-৯, সুদ প্রাপ্তি ও অন্যান্য খাতে ৮৭.৪১ কোটি টাকা আয় হয়। আলোচ্য আয়ের বিপরীতে ডিপ্লিশন ও অবচয়সহ মোট অপারেটিং ব্যয় ৫৩৭.২৫ কোটি টাকা। শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল ৯.৮৯ কোটি টাকা এবং আয়কর সঞ্চিতি ৫৬.৩৭ কোটি টাকা স্থানান্তরের পর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩১.৫২ কোটি টাকা। পুঞ্জিভূত ক্ষতি ২৯১.৪০ কোটি টাকা হতে নিট লাভ ১৩১.৫২ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর চলতি অর্থবছরে পুঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬৯.৮৮ কোটি টাকা।

সংক্ষিপ্ত আর্থিক ফলাফল:

ক্র.নং	বিবরণ	২০২৩-২০২৪ (কোটি টাকা)	২০২২-২০২৩ (কোটি টাকা)
ক)	গ্যাস বিক্রয়ের উপর নিট ওয়েলহেড মার্জিন ও নিট কনডেনসেট বিক্রয়	৫৫৭.৬২	৪৪২.২৭
খ)	জব খাতে নিট আয়	৯০.০০	৬৫.৪৮
গ)	পিএসসি ব্লক-৯ থেকে আয়	৮.০০	১১.৫৮
ঘ)	সুদ হতে আয়	৭৮.০০	৮৬.১৭
ঙ)	অন্যান্য আয়	১.৪১	২.৯৯
চ)	মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ+ঙ)	৭৩৫.০৩	৬০৮.৪৯
ছ)	ডিপ্লিশন ও অবচয়সহ মোট অপারেটিং ব্যয়	৫৩৭.২৫	৫৩০.৭২
জ)	শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল ও আয়কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (চ-ছ)	১৯৭.৭৮	৭৭.৭৮
ঝ)	শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে স্থানান্তর	৯.৮৯	৩.৮৯
ঞ)	আয়কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (জ-ঝ)	১৮৭.৮৯	৭৩.৮৯
ট)	আয়কর সঞ্চিতি	৫৬.৩৭	২২.১৭
ঠ)	আয়কর পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ঞ-ট)	১৩১.৫২	৫১.৭২
ড)	পূর্ববর্তী বছরের পুঞ্জিভূত ক্ষতি	(২৯১.৪০)	(৩২৫.১৫)
ঢ)	পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়/(ব্যয়)	-	(১০.৯৭)
ণ)	অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	(১০.০০)	(৭.০০)
ত)	পুঞ্জিভূত লাভ/(ক্ষতি) উদ্বৃত্তপত্রে স্থানান্তির (ঠ+ড+ঢ+ণ)	(১৬৯.৮৮)	(২৯১.৪০)

সরকারি কোষাগারে জমার বিবরণ:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিম্নোক্ত খাতসমূহের বিপরীতে মোট ৩৮২.৩১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উক্ত জমার পরিমাণ ছিল ৩১৬.২৮ কোটি টাকা।

খাতসমূহের নাম	জমাকৃত অর্থ (কোটি টাকা)	
	২০২৩-২০২৪	২০২২-২০২৩
ডিএসএল পরিশোধ	-	-
কর্মচারীদের আয়কর	৩.৪৬	৩.১৪
কাস্টমস ও আবগারী শুল্ক	১২.১৮	১২.৬২
উৎসে শুল্ক/ভ্যাট/ট্যাক্স	৬৩.৬৪	১২২.৩৮
যানবাহন ট্যাক্স টোকেন ও অন্যান্য ফি	০.৭১	০.৫৪
পৌরকর ০.৫৫	০.৬৪	
লভ্যাংশ প্রদান	১০.০০	৫.০০
ভ্যাট/ভ্যাট জিডিএফ	২৩৫.৪০	১৪৯.৭৯
কর্পোরেট ট্যাক্স	৫৬.৩৭	২২.১৭
সরকারি কোষাগারে মোট জমা	৩৮২.৩১	৩১৬.২৮

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী- ১ ও ইলিশা- ১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ- ২) খনন প্রকল্প:

প্রকল্পের আওতায় টবগী-১ কূপ খনন শেষে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে, নর্থ-২ খনন শেষে ২০.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং ইলিশা-১ কূপ খনন শেষে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইলিশা কূপ স্থাপনাকে দেশের ২৯তম গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। গ্যাজপ্রমের মাধ্যমে সফলভাবে ৩টি কূপের খনন এবং চূড়ান্ত কমপ্লিশন কার্যক্রম সম্পন্ন পরবর্তী উক্ত কূপসমূহ হতে গ্যাস ফ্লো সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে বাপেক্স বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনা সেবা ব্যয় খাতে ০.১% সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩৪.৮৩৬ লক্ষ টাকা কর্তন করত প্রকল্প ব্যাংক হিসাবে জিডিএফ অর্থায়ন হতে ৩৪৮০১.১৬৪ লক্ষ টাকা স্থানান্তর হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আরডিপিপি'তে পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনা সেবা ব্যয় খাতে অর্থসংস্থান এবং ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে অর্থ ছাড় হওয়ায় বিগত ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এখাতে কর্তনকৃত সর্বমোট ৭৯.৩১৯ লক্ষ টাকা ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে ব্যয় প্রদর্শিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে বিল ইনভয়েস এর বিপরীতে ৩২১১১০৭ কোড খাতে বিল পরিশোধে বিগত অর্থবছরে ডিপিপির অতিরিক্ত অর্থ (৭৯৩৯.০০+৪৫৪০.৪৬) লক্ষ টাকা বাপেক্স এর নিজস্ব অর্থায়নের উৎস হতে সংস্থান করা হয়েছিল, যা আরডিপিপি প্রাক্কলন, এডিপিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দের অনুমোদন ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিএফ হতে অর্থ ছাড় করতঃ বাপেক্স বরাবরে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

"২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-১৫ এবং ২২" শীর্ষক প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এবং বাপেক্সের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার জেলায় সম্ভাব্য তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা ও অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ৩০০০ লাইন কিলোমিটার ২ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে প্রকল্পের শতভাগ ভৌত কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

"৩ডি সাইসমিক সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার" শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র এবং মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া ও বড়লেখা উপজেলার পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচারের মোট ৫৮০ বর্গ কি. মি. এলাকায় ১১১.০৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ১ মার্চ ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সময়ে ৫৮০ বর্গ কি. মি. এলাকায় ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ কাজ চলমান আছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ৬,৯৯৯.৮৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

"২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০" শীর্ষক প্রকল্প:

ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ৩২২০ লাইন কি. মি. ২ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ ১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট ৩২২০ লাইন কি.মি. এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৮২.৭৭৫ লাইন কি.মি. সহ মোট ১৩৫৪.৬৭৫ লাইন কি.মি. সম্পন্ন হয়েছে। সংশোধিত এডিপির শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

"শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প:

শ্রীকাইল গ্যাসফিল্ডে Wellhead Compressor ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ ক্রয়পূর্বক সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে Internatioal Consultancy Service Provider SPG STEINER GmbH, Germany কর্তৃক দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করা হয়। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ১১ মার্চ ২০২৪ তারিখের আহ্বায়িত দরপত্রের সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro Gas Systems S.R.R, Romania কে (NOA) প্রদান করা হয়। দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro Gas Systems S.R.R, Romania কর্তৃক ২০ মার্চ ২০২৪ তারিখে NOA এর Acceptance প্রদান করা হয়। ০৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro Gas Systems S.R.R, Romania কর্তৃক Performance Security (PS) জমা প্রদান করা হয়। বাপেক্স ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro এধং Systems S.R.R, Romania এর মধ্যে সম্পাদনীয় খসড়া চুক্তি একজন আইনজীবী কর্তৃক ভেটিং করা হয়েছে। ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বাপেক্স ও S.C Euro Gas Systems S.R.R, Romania এর মধ্যে শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রে প্রতিটি দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ সংগ্রহ ও স্থাপন এর নিমিত্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। প্রকল্প এলাকায় পাইলিং এর নিমিত্ত Soil Test করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় নির্মাণ কাজের সুবিধার্থে ইটের সলিং সরানোর কাজ এবং মাড পিট ভরাটের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের অনুকুলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ১৪০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে এবং জুন ২০২৪ পর্যন্ত বর্তমান অর্থবছরে সর্বমোট ১৪০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১০০% ব্যয় হয়েছে।

“বিজয়-১০, ১১, ১২ ও আইডেকো (IDECO) রিগ মেরামত এবং আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন (Upgradation) ও রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ১৯,৯৫২.০০ লক্ষ টাকা যা বাপেক্সের নিজস্ব অর্থায়নে ব্যয়িত হবে এবং বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। ২টি ফর্ক লিফট, ২টি করেন, ১টি আয়রন রাফনেক, ১টি চোক ম্যানিফোল্ড ও ওয়াটার বাথ টেস্ট হিটার সরবরাহ করা হয়েছে। বিজয়-১০, ১১, ১২ রিগসমূহের ড্রাইভ সিস্টেম স্পেয়ার্স প্রতিস্থাপন এর মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে। বিজয়-১১ রিগের রিগ জেনারেটর সরবরাহ করা হয়েছে। Canrig Facilities এ বিজয়-১০ ও বিজয়-১২ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং এর এর কাজ শেষ হয়েছে। যা বর্তমানে রিগ ২টিতে চলমান আছে। আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে ক্রয়কৃত মালামাল এবং সলিড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট ও জেনারেটর কসবা কূপ এলাকায় পৌঁছেছে। রিগটির টেস্টিং এর কাজ ২৭ জুন ২০২৪ তারিখ শেষ হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় হয়েছে ১৯৮৭০.১৬ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৫৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল উত্তর-১এ) ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ এবং বেগমগঞ্জ-৪ (পশ্চিম)) খনন” শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পের আওতাধীন শ্রীকাইল নর্থ-১ এ অনুসন্ধান কূপ এলাকায় ৮.২৫৬ একর জমি হুকুমদখল শেষে ১১টি প্যাকেজের পূর্ত ও নির্মাণ সম্পন্ন করে ৩৫৮৪ মিটার গভীরতায় খনন সম্পন্ন করে Logging, Casing, Cementing, VSP & DST (Drill Steem Test) কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সুন্দলপুর # ৩ কূপ এলাকা ৬.১৪২৫ একর জমি হুকুমদখল শেষে ১১টি প্যাকেজের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ করে রিগ মোবিলাইজেশন শেষে গত ০৪-১১-২০২৩ তারিখ হতে কূপের খনন কার্যক্রম শুরু করে সুন্দলপুর-৩ কূপের ৩১২৩ মিটার খনন শেষে নতুন ২টি স্তরসহ মোট ৩টি স্তরে গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। নতুন ২টি স্তরের ১ম স্তরে ডিএসটিতে (৩০৪১-৩০৪৬ মিটার ও ৩০৫৭-৩০৬৩ মিটার গউ) ৫.১ এমএমএসসিএফ এবং ২য় স্তরে ((১৪৪৮-১৪৫১ মিটার MD) গভীরতায় Product Testing সম্পন্ন করে ৮ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদনের জন্য কূপের ওয়েল কমপ্লিশন করে কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে। বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট) কূপের বিপরীতে ৫.৪৭৫৫ একর ভূমি হুকুম দখল শেষে কূপ এলাকায় ১১টি প্যাকেজের যাবতীয় পূর্ত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট) কূপ এলাকায় মালামাল স্থানান্তর, ইরেকশন-কমিশনিং শেষে গত ২৯-০৪-২০২৪ তারিখ হতে খনন কাজ শুরু করে ২২২৭ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপে নতুন ১টি গ্যাস জোনসহ ১৯২৩-১৯৪৫ মিটার ১৮৫৬-১৯৭২ মিটার গভীরতায় ০২টি জোনে গ্যাসের উপস্থিতি/আলামত পাওয়া গেছে। বর্তমানে ৮½" হোল সেকশনে খনন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বিপরীতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মালামাল/যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের বিপরীতে তৃতীয় পক্ষীয় সেবার সর্বমোট ০৫টি বৈদেশিক সেবা প্যাকেজের চুক্তি স্বাক্ষর শেষে শ্রীকাইল নর্থ # ১এ কূপ ও সুন্দলপুর-৩ কূপে সেবাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপে প্রয়োজনের সময় উল্লিখিত সেবাসমূহ গ্রহণ চলমান। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় হয়েছে ২০৯২৪.০২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭৩.৬৩%।

বাপেক্সের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পমূহ (২০২৩-২০২৪):

ক্র.	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ জানুয়ারি ২০২১ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩	৯০২২২.০০ (৭২১৪৮.০০)
২	বিজয়-১০, ১১, ১২ ও আইডেকো রিগ মেরামত এবং আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন ও রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প	১ জুলাই ২০২১ ৩০ জুন ২০২৪	১৯৮৮২.০০ (১৫৯২২.০০)
৩	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (৩০০০ লা.কি.মি)	১ জুলাই ২০২১ ৩০ জুন ২০২৪	১৬৪০৯.০০ (১২৯৫৭.০০)
৪	শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ জুলাই ২০২১ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	২২৩৯৮.০০ (১৬৪৫৮.০০)
৫	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) ও ২টি উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩, বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েষ্ট) কূপ খনন প্রকল্প	১ মার্চ ২০২২ ৩০ জুন, ২০২৪	২৮৪১৯.০০ (১৮৫০০.০০)
৬	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েষ্ট (৫৮০বর্গ.কি.মি.)	১ মার্চ ২০২২ ৩০ জুন, ২০২৫	৯৪৫৫.০০ (৪৩৩১.০০)
৭	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৬বি সাউথ এন্ড ১০	১ জুলাই ২০২২ ৩০ জুন ২০২৫	১৫১৯৫.০০ (৮৪৯৬.০০)

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	
১	২	৩	
২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৪০.৬৮	৩৩৯.১৩৮৪	৯৯.৫৫%
বিজয়-১০, ১১, ১২ ও আইডেকো রিগ মেরামত এবং আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন ও রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প	১৫০.১৩	১৫০.০২১৩	৯৯.৯৩%
২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (৩০০০ লা.কি.মি)	২৫.৭২	২৫.৭১৬৭	৯৯.৯৯%
শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১.৪০	১.৪০	১০০%
১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) ও ২টি উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩, বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপ খনন প্রকল্প	৬৫.৩০	৬৪.৯১৬৬	৯৯.৯৯%
৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট (৫৮০বর্গ.কি.মি.)	৩০.০০	২৯.৯৯৮৯	৯৯.৯৯৬৩%
২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৬বি সাউথ এন্ড ১০	২০.০০	২০.০০	১০০%
মোট ৭টি প্রকল্প	৬৩৩.২৩	৬৩১.১৯	৯৯.৬৮%

মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম:

পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন এইচআরএম উপবিভাগ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এ উপবিভাগের কাজের পরিধিও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি বাপেক্স বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুযায়ী কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান অর্জন, মেধা বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৬০ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার-এর মাধ্যমে মোট ২৬১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৫ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ বাবদ রাজস্ব বাজেট হতে প্রায় ৮৫.০০ (পঁচাশি) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

বাপেক্সের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

➢ সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারসমূহ সংগ্রহকরণ, সময়োপযোগী আপগ্রেডেশন কাজ চলমান রয়েছে এবং সেজন্য দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

➢ সাইসমিক উপাত্ত বিশ্লেষণ, পেট্রোলিয়াম সিস্টেম মডেলিং সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার, ফরমেশন ইভালুয়েশন, থিন বেড আইডেন্টিফিকেশন, রিস্ক অ্যানালাইসিস এন্ড প্রস্পেক্ট কিং সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার, কম্পিউটারাইজড মাডলগিং ইউনিট, আরলি কিক ডিটেকশন ইক্যুইপমেন্ট, ওয়েল প্ল্যানিং এবং ডিজাইন সফটওয়্যার, ডেভিয়েটেড ওয়েল, হরিজন্টাল ওয়েল, HTHP ওয়েল ড্রিলিং সংশ্লিষ্ট টেকনোলোজি এবং অত্যাধুনিক লগিং ইক্যুইপমেন্ট, শেল গ্যাস এবং টাইট গ্যাস উত্তোলনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিসমূহ সংগ্রহকরণ ও সময়োপযোগী আপগ্রেডেশন এবং তৎজন্য দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

➢ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অনুসন্ধান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান, মূল্যায়ন, উন্নয়ন কূপসমূহ খনন এবং বিদ্যমান কূপ সমূহের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম এর লক্ষ্যে সর্বোত্তম সংখ্যক ড্রিলিং রিগ সংগ্রহকরণ ও সময়োপযোগী আপগ্রেডেশন এবং সেজন্য দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ।

- আধুনিক ওয়েল সিমেন্টেশন ইউনিট, ডিএসটি ইক্যুইপমেন্ট সমূহ সংগ্রহকরণ ও সময়োপযোগী আপগ্রেডেশন এবং সেজন্য দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র সমূহ থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম, যেমন রিজার্ভার ম্যানেজমেন্ট ও রিজার্ভার সিমুলেশন, রিজার্ভার পেট্রোফিজিক্স নিরূপণ, নতুন ওয়েল পজিশনিং, ওয়েল ইন্টারফারেন্স ও লিকুইড লোডিং সনাক্তকরণ, ডায়নামিক রিজার্ভ ইস্টিমেশন, ওয়েল ট্রিটমেন্ট কার্যক্রমসমূহে ব্যবহৃত সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়ারসমূহ সংগ্রহকরণ, সময়োপযোগী আপগ্রেডেশন এবং সেজন্য দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- গ্যাস ফিল্ডে ব্যবহৃত প্রসেস প্ল্যান্টে বিদ্যমান অপারেশন সফটওয়্যার ও হার্ডওয়ারসমূহ (পিএলসি, ডিসিওএস ও ফ্লো মেজারমেন্ট) সংগ্রহকরণ, সময়োপযোগী আপগ্রেডেশন এবং সেজন্য দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- আধুনিক ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়ারসমূহ সংগ্রহকরণ, সময়োপযোগী আপগ্রেডেশন এবং উল্লিখিত কার্যক্রমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- ডিজিটাল স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, বাপেক্সের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে বিদ্যমান ও সংগৃহীত সফটওয়্যার ও যন্ত্রপাতিসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে যথাযথ রক্ষণাক্ষণে ব্যবহৃত সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়ারসমূহ সংগ্রহকরণ, সময়োপযোগী আপগ্রেডেশন এবং উল্লিখিত কার্যক্রমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

(ক) কোম্পানির পরিচিতি

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন পেট্রোবাংলার সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানি। এ কোম্পানি ১৯৫৬ সালের ৩০ মে করাচিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি (পিএসওসি)-এর উত্তরসূরি ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠান। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৭৪ জারির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে দেশের ৫টি গ্যাস ফিল্ড যথা: তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর ও কৈলাসটিলাসহ পিএসওসি-এর সমস্ত শেয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর উক্ত শেল অয়েল কোম্পানি 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড' হিসেবে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত ৫টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড এ কোম্পানির পরিচালনাধীনে আসে। কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন মোতাবেক বিজিএফসিএল কর্তৃক তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে নিজস্ব রিগ ও জনবল দ্বারা কয়েকটি কূপ খনন করে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে কামতা ব্যতীত ৫টি ফিল্ড যথা: তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা হতে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(খ) কার্যাবলি

বিজিএফসিএল দৈনিক প্রায় ৫৯০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে যা দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ২০% এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্যাস উৎপাদনের প্রায় ৭২%। তাছাড়া, গ্যাসের উপজাত হিসেবে উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারিভাবে নির্মিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে কর্তৃপক্ষীয় বরাদ্দ অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পেট্রোবাংলার কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিজিএফসিএল বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে নতুন কূপ খনন, কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, কম্প্রেসর স্থাপন, প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে।

২। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য :

ক) বিজিএফসিএল এর গ্যাস ফিল্ডসমূহের সার্বিক অবস্থা:

বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে কামতা ব্যতীত ৫টি ফিল্ড উৎপাদনে রয়েছে। উৎপাদিত গ্যাস প্রক্রিয়াজাত করার জন্য গ্লাইকল, সিলিকাজেল, এলটিএস ও এলটিএক্স ডিহাইড্রেশন টাইপের মোট ২৯টি গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট রয়েছে। উৎপাদিত গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে টিজিটিডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জেজিটিডিএসএল, পিজিসিএল ও এসজিসিএল গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহে সরবরাহ করা হয়।

নিম্নের সারণিতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উৎপাদনশীল ৫টি ফিল্ডের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত করা হলো:

ক) বিজিএফসিএল এর আওতাধীন ফিল্ডসমূহের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক তথ্য:

ফিল্ড	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনশীল কূপ সংখ্যা	গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)		কনডেনসেট উৎপাদন		
			দৈনিক গড়	মোট	(লিটার)	(ব্যারেল)	মন্তব্য
তিতাস	২৭	২৩	৩৮৪	১৪০,৪৫১.৪২৭	২০,৯৭৯,৪১৪	১৩১,৯৫৭	উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারিভাবে নির্মিত ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট সুপার পেট্রোকেমিক্যাল লিঃ এ সরবরাহ করা হচ্ছে।
হবিগঞ্জ	১১	০৭	১২০	৪৩,৯৯৯.৮০২	৩৫৩,৩৭০	২,২২৩	
বাখরাবাদ	১০	০৬	৩১	১১,৪৩২.৪০৪	২,১৩৮,৭০৭	১৩,৪৫২	
নরসিংদী	০২	০২	২৫	৮,৯৯৬.৪০৫	১,৭৮৭,৩৩১	১১,২৪২	
মেঘনা	০১	০১	৪	১,২৮৫.১৭৯	৩০৭,৪৮৭	১,৯৩৪	
কামতা	০১	অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে কামতা ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।			ত্রি-মাত্রিক জরিপ তথ্যাদির উপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের review ফলাফলের ভিত্তিতে নতুন ১টি কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।		
মোট:	৫২	৩৯	৫৬৩	২০৬,১৬৫.২১৭	২৫,৫৬৬,৩০৯	১৬০,৮০৮	

খ) গ্যাসের মজুদ:

বিজিএফসিএল কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BGP Inc. China National Petroleum Corporation-এর ২০২১ সালে তিতাস, বাখরাবাদ ও কামতা ফিল্ডের হিসাব এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিটের নিয়োজিত Gustavson Associates, USA এর ২০১০ সালে হবিগঞ্জ, নরসিংদী এবং মেঘনা গ্যাস ফিল্ডের হিসাব অনুযায়ী উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১১,৭৮৬.৪৪ বিলিয়ন ঘনফুট যার মধ্যে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৯,৪৫৩.৫৩ বিলিয়ন ঘনফুট। নিম্নের সারণীতে কোম্পানির ৬টি ফিল্ডের গ্যাস উত্তোলন ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

ফিল্ড	মোট মজুদ (বিলিয়ন ঘনফুট)	৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত উত্তোলন (বিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট মজুদ (বিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট মজুদ (%)
তিতাস	৭,৩৪২.১০০	৫,৪৭০.৩৩৫	১,৮৭১.৭৬৫	২৫.৪৯
হবিগঞ্জ	২,৭৮৭.০০০	২,৭৪৩.০৯১	৪৩.৯০৯	১.৫৮
বাখরাবাদ	১,১৪৫.৩০০	৮৮৫.০৭৪	২৬০.২২৬	২২.৭২
নরসিংদী	৩৪৫.০০০	২৫২.২১৪	৯২.৭৮৬	২৬.৮৯
মেঘনা	১০১.০০০	৮১.৭১৫	১৯.২৮৫	১৯.০৯
কামতা	৬৬.০৪০	২১.১০১	৪৪.৯৩৯	৬৮.০৫
মোট	১১,৭৮৬.৪৪০	৯,৪৫৩.৫৩০	২,৩৩২.৯১০	১৯.৭৯

গ) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির অর্জন/সাফল্য:

➢ সমাপ্ত ১টি প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার কর্তৃক ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন, কমিশনিং ও টেস্টিং সফলভাবে সম্পন্ন শেষে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ হতে যৌথ অপারেশন শুরু হয়ে ০৩-০৪-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত চলমান ছিল। যৌথ অপারেশনের পর ০৪-০৪-২০২৪ তারিখ হতে কোম্পানির নিজস্ব জনবল দ্বারা কম্প্রেসরের অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম চলমান আছে।

➢ বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের আওতায় ১টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পন্ন শেষে ২৫-০৫-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়।

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ক) আয়, ব্যয় ও মুনাফা সম্পর্কিত তথ্য :

কোম্পানির ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আয়-ব্যয় ও মুনাফার তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ: **কোটি টাকায়**

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২৩-২০২৪	২০২২-২০২৩	তারতম্য (কম)/বেশি
১.	নিট বিক্রয় আয়	৭৪১.৫৬	৪৯৮.৩৯	২৪৩.১৭
২.	পরিচালন ব্যয়	৫২৯.১৮	৪৭৭.৫৩	৫১.৬৫
৩	অন্যান্য পরিচালন আয়	১.০২	০.৪৯	০.৫৩
৪.	মোট পরিচালন আয় (১-২+৩)	২১৩.৪০	২১.৩৫	১৯২.০৫
৫.	আর্থিক ব্যয়	১২৯.১৫	১৭৭.৫৪	(৪৮.৩৯)
৬.	নিট পরিচালন আয়/(ক্ষতি) (৪-৫)	৮৪.২৫	(১৫৬.১৯)	২৪০.৪০
৭.	অপরিচালন আয় (বিনিয়োগ আয়)	১৭৮.৫০	৫৫.১৮	১২৩.৩২
৮.	সুবিধাভোগী অংশীদারিত্ব তহবিল ও কর পূর্ববর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) (৬+৭)	২৬২.৭৫	(১০১.০১)	৩৬৩.৭৬
৯	সুবিধাভোগী অংশীদারিত্ব তহবিলে স্থানান্তর	১৩.১৪	-	১৩.১৪
১০.	করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি) (৮-৯)	২৪৯.৬১	(১০১.০১)	৩৫০.৬২

উপর্যুক্ত চিত্র হতে দেখা যায়, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির করপূর্ব লাভ ২৪৯.৬১ কোটি টাকা, যার বিপরীতে গত অর্থবছরে করপূর্ব ক্ষতি ছিল ১০১.০১ কোটি টাকা।

খ) সরকারি কোষাগারে জমা :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর	
		২০২৩-২০২৪ (প্রভিশনাল)	২০২২-২০২৩
১।	মূসক	৯২৬.২৭*	৫৫৯.২৩
২।	আয়কর	৮৩.৬৪	৮৭.২৮
৩।	লভ্যাংশ	১০.০০	৩২.৫০
৪।	ডিএসএল	২৩১.৭২	২৫৬.৩১
		১২৫১.৬৩	৯৩৫.৩২

* পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে ৬.০৬ কোটির মূসক অন্তর্ভুক্ত আছে।

গ) ঋণের পরিমাণ :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর	
		৩০ জুন ২০২৪	৩০ জুন ২০২৩
১।	বৈদেশিক ঋণ	১৬০১.১৫	১৫৪৭.৬৯
২।	দেশীয় ঋণ	১০১৪.৯৪	১১৯৮.০০
		২৬১৬.০৯	২৭৪৫.৬৯

ঘ) আর্থিক সূচকসমূহ :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর	
		২০২৩-২০২৪ (প্রভিশনাল)	২০২২-২০২৩
১।	ঋণ-মূলধন অনুপাত (৬০:৪০)	৩৮:৬২	৪২:৫৮
২।	ঋণ-সেবা কভারেজ অনুপাত (১.২)	১.১০ বার	০.৪৯ বার
৩।	নিট গড় স্থায়ী সম্পদের উপর মুনাফার হার	৯.৫৩%	(০.৮৫%)
৪।	চলতি অনুপাত (২:১)	৩.০৭:১	২.৪৯:১

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

জুন, ২০২৪ এ বিজিএফসিএল এর আওতায় সমাপ্ত ১টি প্রকল্পের মধ্যে "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার কর্তৃক ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন, কমিশনিং ও টেস্টিং সফলভাবে সম্পন্ন শেষে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ হতে যৌথ অপারেশন শুরু হয়ে ০৩-০৪-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত চলমান ছিল। যৌথ অপারেশনের পর ০৪-০৪-২০২৪ তারিখ হতে কোম্পানির নিজস্ব জনবল দ্বারা কম্প্রেসরের অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পেট্রোবাংলার মাধ্যমে ৩১-০৭-২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিজিএফসিএল এর আওতায় চলমান 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ এবং মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১টি কূপ (তিতাস-১৪) এর ওয়ার্কওভার কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পন্ন শেষে ২৫-০৫-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প :

বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গৃহীত/বাস্তবায়িত কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA এর সাথে ১২-১০-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। EPC ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত কম্প্রেসরের ডিজাইন ও ড্রয়িং ইতোমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে। মে, ২০২৪ তারিখে মালামালসহ জনবল সাইটে মোবিলাইজেশনপূর্বক ইতোমধ্যে লোকেশন-জি সাইটে পূর্তকাজ শুরু হয়েছে। অতি শীঘ্রই কম্প্রেসর মালামাল শিপমেন্ট হবে।

(খ) 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ এবং মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাপেক্স এর মাধ্যমে ১টি কূপ (তিতাস-১৪) এর ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পরবর্তীতে হবিগঞ্জ ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ চলমান রয়েছে।

৬। মানবসম্পদ উন্নয়ন:

কোম্পানি দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যথা: এটুআই, বিপিআই, বিআইএম, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, বুয়েট, বিটাক, সিপিটিইউ, বিটিটিআই, বিএসডিএ, টিআইসিআই, আইইবি ইত্যাদি কর্তৃক আয়োজিত কারিগরি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এছাড়া, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় সর্বমোট ১৪৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী স্থানীয় প্রশিক্ষণে (ইন-হাউজসহ) অংশগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত একই অর্থবছরে প্রকল্প চুক্তির আওতায় ১৪জন কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রে ও ০৩জন কর্মকর্তা চীনসহ মোট ১৭জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভিজিটে অংশগ্রহণ করেন। কোম্পানির সর্বশেষ অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০২১ এ সর্বমোট ১৬১৫ জন লোকবলের সংস্থান আছে। তন্মধ্যে, ৭৭৩ জন কর্মকর্তার বিপরীতে ৩০১ জন এবং ৮৪২ জন কর্মচারীর বিপরীতে ৪৯৪ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৭৯৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০২১ এর আলোকে সহকারী ব্যবস্থাপক/সমমান মোট ১০৭টি শূন্য পদে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭। ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা কার্যক্রম :

উন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণে বিজিএফসিএল) বিভিন্ন সেবাকে অগ্রাধিকারপূর্বক চালু করার লক্ষ্যে বিজিএফসিএল নিম্নোক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে:

ক্রম.	উদ্যোগের নাম
০১.	হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ
০২.	তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন
০৩.	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন
০৪.	তিতাস, হবিগঞ্জ ও নরসিংদী গ্যাস ফিল্ড সংলগ্ন অবমুক্ত এলাকায় ২-ডি ও ৩-ডি সাইসমিক জরিপ
০৫.	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে ৫টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন
০৬.	তিতাস ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ১২টি কূপের ওয়ার্কওভার
০৭.	হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ৪টি অনুসন্ধান কূপ খনন
৮.	গ্যাস উৎপাদন প্রান্তে সরবরাহকৃত গ্যাসের সঠিক পরিমাপ নিরূপণে অফটেক/ইনটেক/অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে মিটারিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন।
৯.	গ্যাস ফিল্ডে ব্যবহৃত প্রসেস প্ল্যান্টে অটোমেশনের আওতায় আনা, SCADA সিস্টেমের মাধ্যমে রিমোট মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
১০.	সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত সফটওয়ার এবং হার্ডওয়ারসমূহ আপগ্রেডেশনকরণ।
১১.	ডিজিটাল স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যথাযথ ব্যবহারকরণ।
১২.	চালুকৃত ডিজিটাল একাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সময়োপযোগী আপগ্রেডেশন করা।
১৩.	ডি-নথির মাধ্যমে পেপারলেস অফিসে রূপান্তরকরণ।
১৪.	উৎপাদন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরিকরণ।
১৫.	চালুকৃত ওয়ার্ক-অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেডেশন।

চ্যালেঞ্জ :

- দীর্ঘদিন যাবত গ্যাস উত্তোলনের ফলে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ডের গ্যাসের রিজার্ভয়ার প্রেসার কমে যাওয়ায় কূপসমূহের ওয়েলহেড প্রেসার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, জাতীয় গ্রিডের প্রেসারের সাথে সমন্বয় রেখে কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত তিতাস, বাখরাবাদ ও নরসিংদী ফিল্ডে কম্প্রেসর স্থাপন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন লোকেশনে কম্প্রেসর স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। আলোচ্য কম্প্রেসরসমূহ স্থাপন, পরিচালন ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ;
- রিজার্ভয়ারে গ্যাসের চাপ হ্রাস পাওয়ায় স্বল্প চাপের গ্যাস প্রসেস করার জন্য প্রসেস প্ল্যান্টসমূহের পরিচালনায় প্রসেস প্যারামিটারসমূহ সঠিকভাবে বজায় রাখা;
- গ্যাসের সাথে পানি উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত পানি পরিবেশবান্ধবভাবে নিষ্কাশন; এবং
- দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নতুন কূপ খনন, ওয়ার্কওভার, কম্প্রেসর স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোম্পানির দৈনন্দিন অপারেশনাল কার্যক্রম ও ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যয়বহুল গ্যাস কম্প্রেসরসমূহ স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়নির্বাহ; অন্যান্য প্রকল্পসমূহের ব্যয় সংকুলান এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় সংকুলানসহ ডিএসএল পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা কোম্পানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড:

কোম্পানির পরিচিতি:

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ যুগ ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৫৫ সালে হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস আবিষ্কার এবং ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিকভিত্তিতে দেশে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্বকালে পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (পিপিএল) নামে সিলেট ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে এবং ৮ই মে ১৯৮২ সালে পিপিএল/বিপিএল-এর সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) নামে কোম্পানি নিবন্ধিত হয়।

কোম্পানির কার্যাবলি:

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও গ্যাস সহজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে পেট্রোল, ডিজেল, কেরাসিন, অকটেন ও এলপিজি উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এসজিএফএল এর প্রধান কাজ। বর্তমানে কোম্পানির অধীন সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানিবাজার এ ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১৪টি উৎপাদনরত কূপ হতে দৈনিক গড়ে ১৩২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জালালাবাদ, বাখরাবাদ এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রিভিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর অধিভুক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে।

কোম্পানির রশিদপুরে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ও ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (রিফাইনারি) এবং দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে শেভরণ বাংলাদেশ লিমিটেড এর বিবিয়ানা ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস সহজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে বিএসটিআই মানসম্পন্ন পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও এলপিজি উৎপাদন করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর নিয়ন্ত্রণাধীন পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী বাজারজাত করা হয়। এছাড়া কোম্পানির কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডে স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো এক্সপান্ডার প্ল্যান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত এনজিএল কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্টে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এনজিএল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এলপিজি, সুপার লাইট কনডেনসেট এবং ডিজেল উৎপাদন করা হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

উৎপাদন পরিসংখ্যান:

প্রাকৃতিক গ্যাস:

২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ১০৭৩.৭৭০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস উৎপাদিত হয়।

পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি:

কনডেনসেট/এনজিএল:

২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ৩৮৬৭২.৫১৭ কিলোলিটার কনডেনসেট এবং ১৩৭০.০০০ কিলোলিটার এনজিএল উৎপাদিত হয়।

পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল ও কেরোসিন:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানি কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করে ১৪৩৫৪৩.৯৬৫ কিলোলিটার পেট্রোল (RON ৮৯), ৭১০৪৩.৯৮৮ কিলোলিটার অকটেন, ৮৯৩৮.৫১৯ কিলোলিটার ডিজেল ও ১৪২২৮.৭৬৩ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করে।

এলপিজি:

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানির কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট ও ৩০০০বিপিডি সিআরইউ প্ল্যান্ট হতে ৪৯৯.৭০৬ কিলোলিটার এলপিজি উৎপাদিত হয়েছে।

সুপার লাইট কনডেনসেট:

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানির কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট হতে ৭০৮.৪৮৩ কিলোলিটার সুপার লাইট কনডেনসেট উৎপাদিত হয়েছে।

সাফল্যঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১১-২০১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ , ২০১৪-১৫ , ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড স্বীকৃতি লাভ করে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) ও কৈলাশটিলা-৮নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন কাজ সম্পন্ন হয়। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ শেষে কূপ দুটি হতে দৈনিক ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা যাবে। উক্ত অর্থবছরে কৈলাশটিলা-২নং এবং রশিদপুর-২নং কূপ ওয়ার্কওভার শেষে দৈনিক ১৪.৫ মিলিয়ন ঘনফুট এবং রশিদপুর-৯নং কূপের গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নিমার্ণ শেষে দৈনিক ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীঃ

বিক্রয়লব্ধ আয়ঃ

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও এনজিএল বিক্রয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলোঃ

পণ্য	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত (লক্ষ টাকা) (প্রভিশনাল)
গ্যাস	৩৪৮৯৩.২২
কনডেনসেট	৯৮৬৯.৫৪
পেট্রোল	১২৫১৯১.০২
অকটেন	৬৭৫৪৮.৪৩
ডিজেল	৭৩৯০.১৯
কেরোসিন	১১৫৩০.২৪
এলপিজি	৭৩.২৬
এনজিএল	১৭.৭৪
কনডেনসেট বিক্রির উপর প্রিমিয়াম	১৮২.৬০
মোট আয়	২৫৬৬৯৬.২৪

সরকারি কোষাগারে পরিশোধঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে খাতওয়ারী পরিশোধের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

খাত	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত (লক্ষ টাকা) (প্রভিশনাল)
সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	৪৮৩৬৯.১৫
আয়কর	২০৪৪৪.৮৮
লভ্যাংশ	৭০০০.০০
ডিএসএল	২০২৫.৯২
মোট	৭৭৮৩৯.৯৫

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্থায়নের উৎস/পরিমান (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প	ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক ও রিজার্ভয়ার মডেলিং এর মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা; এবং বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ১৯১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা।	কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৫৬০১.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।	বিয়ানীবাজার স্ট্রাকচারে ১৯১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপ সমাপ্ত হয়েছে। আলোচ্য ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে।
২	রশিদপুর-৯নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	রশিদপুর-৯নং কূপ হতে প্রাপ্ত গ্যাস রশিদপুর প্রসেস প্ল্যান্টে প্রক্রিয়াকরনের লক্ষ্যে উক্ত কূপের সাথে রশিদপুর-৬নং কূপের গ্যাদারিং পাইপলাইনের সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নিমার্ণ; নতুন পাইপলাইন নির্মাণ করত: ১ম ৫ বছর দৈনিক কমবেশি ৭ মিলিয়ন ঘনফুট এবং পরবর্তী ৩ বছর দৈনিক কমবেশী ৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৭৩৭.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।	গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পাদন করে ২৬-০১-২০২৪ তারিখ হতে রশিদপুর-৯নং কূপ হতে ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

কৈলাশটিলা-৮নং কূপখনন (অনুসন্ধান কূপ) প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪০৬২.০০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১৭২৫৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের আওতায় টার্গেট ডেপ্থ ৩৫০০ মিটার পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। ডিএসটি ও প্রোডাকশন টেস্টিং-এর মাধ্যমে দৈনিক ২১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১.৩ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ৫৭২০.৫৩ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.০৩%।

এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ২৩০৩১.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২৮১৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ২৬-০৮-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত অংশে (এসজিএফএল অংশ) প্রায় ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় (৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত) সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরীপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপখননের লোকেশন চিহ্নিত করা হবে। প্রকল্পের বাতচিয়া, ডুপিটিলা, সিলেট সাউথ, জকিগঞ্জ ও হারারগঞ্জ এলাকায় ডাটা এ্যাকুইজিশন ও প্রসেসিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ১৪১৮৯.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৮০.৮১%।

সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প, ১ম সংশোধিত:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৩৭৮০৯.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৫১৭১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আরডিপিপি ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে সিলেট-১০নং কূপটির খনন কাজ শুরু করে ২৫৭৬ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন করে। ডিএসটি ও প্রোডাকশন টেস্টিং-এর মাধ্যমে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন পরীক্ষা করা হয়েছে। সিলেট-১০নং কূপ হতে হরিপুর প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪ ইঞ্চি উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া আরডিপিপি অনুযায়ী এ প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০এক্স নং কূপটি খননের কাজ চলমান রয়েছে। সিলেট-১০এক্স কূপটি খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশি ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ২১১০৬.৫৮ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৪১.৪১%।

হরিপুর ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৯৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১২৩১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-১০-২০২২ হতে ৩০-০৯-২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ৩১-০৮-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের Civil Construction কাজের মধ্যে Building Construction কাজ প্রায় ৯৮% এবং Equipment Foundation কাজ প্রায় ৯৯% সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হরিপুর ফিল্ডের কূপসমূহ হতে উত্তোলিত গ্যাস প্রসেস করে তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা যাবে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ৭৫৩০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৭৭.৬৩%।

কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৮৭৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ২৯-০১-২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে কৈলাশটিলা-২নং থেকে ২৩-১১-২০২৩ তারিখ হতে দৈনিক ৬.৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং রশিদপুর-২নং কূপ থেকে ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে সিলেট-৭নং কূপে ওয়ার্কওভার কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৭৭.০৭%।

সিলেট-১১নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং (অনুসন্ধান কূপ) খনন:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪১৬৮৩.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৫৯৯৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০২৪ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ১৮-০৪-২০২৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের খনন ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের কূপ দুইটি খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশি ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা যাবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন:

কোম্পানির জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ সমূহ ছিল মূলত ইনহাউজ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত। প্রশিক্ষণ খাতে টার্গেটের শতভাগ অর্জিত হয়েছে। সরকারি বিধি নিষেধ থাকায় এ বছর কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়নি।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির ৩৩ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৪৮ জন কর্মকর্তা, ৭ টি ইনহাউজ কর্মসূচির আওতায় ২৪৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১১ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সম্মেলন কর্মসূচির আওতায় ৬৩ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৪৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বিদেশ প্রশিক্ষণ:

সরকারি বিধি নিষেধ থাকার প্রেক্ষাপটে ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরে বিদেশ প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল। তবে চলমান প্রকল্পের আওতায় বিদেশ পরিদর্শনে ৫টি গ্রুপে কোম্পানির ৩৩জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির কর্ম-পরিবেশ সন্তোষজনক ছিল। উদ্ভূত সমস্যাসমূহ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিস্পন্ন হয়েছে।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা:

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

(ক) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(খ) সিলেট-১২নং কূপ (তেল কূপ) খনন;

(গ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(ঘ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ এবং বিয়ানিবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার এবং

(ঙ) ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার দোয়ারাবাজার, লামিগাঁও, লালাবাজার, গোয়াইনঘাট, কৈলাশটিলা নর্থ, কৈলাশটিলা সাউথ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ স্ট্রাকচার।

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৬-২০৩০)

(ক) বিয়ানীবাজার-৩নং কূপ (মূল্যায়ন কাম অনুসন্ধান কূপ), বিয়ানীবাজার-৪নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ), বিয়ানীবাজার-৬নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন, দোয়ারাবাজার-১নং কূপ (মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন) এবং দোয়ারাবাজার-৩নং কূপ (অনুসন্ধান) খনন;

(খ) কৈলাশটিলা-১০নং কূপ, রশিদপুর-১৪নং কূপ ও ডুপিটিলা-২নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(গ) কৈলাশটিলা-৭নং কূপ, কৈলাশটিলা-৪নং কূপ ও সিলেট-৯নং কূপ ওয়ার্কওভার।

(ঘ) বিয়ানীবাজার-৫নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) এবং দোয়ারাবাজার-২নং কূপ (এ্যাপাইজাল-কাম-উন্নয়ন কূপ) খনন;

(ঙ) বাতচিয়া-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ), আটগ্রাম-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ), হারারগঞ্জ-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) এবং সিলেট সাউথ-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(চ) বাতচিয়া-২নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ), আটগ্রাম-২নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ), হারারগঞ্জ-২নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) এবং কুড়িগাঁও-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০৩১-২০৩৩)

(ক) ডুপিটিলা ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন;

(খ) দোয়ারাবাজার-৪ ও ৫ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(গ) সিলেট সাউথ-২ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(ঘ) দোয়ারাবাজার/ছাতক ফিল্ডে দৈনিক ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন;

(ঙ) রশিদপুর ১৫ ও ১৬ নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(চ) রশিদপুর-১১নং কূপ (উন্নয়ন) খনন;

(ছ) বাতচিয়া ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন;

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০৩৪-২০৪১)

(ক) ডুপিটিলা-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(খ) কৈলাশটিলা-৫ ও ৬নং কূপ ওয়ার্কওভার

(গ) ডুপিটিলা-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঘ) বাতচিয়া-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঙ) আটগ্রাম ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন;

(চ) হারারগঞ্জ ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন;

(ছ) বাতচিয়া-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(জ) হারারগজ-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঝ) আটগ্রাম-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঞ) সিলেট সাউথ-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ট) হারারগজ-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(ঠ) আটগ্রাম-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(ড) সিলেট সাউথ-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(ঢ) বাতচিয়া-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(ণ) রশিদপুর-১৬ ও ১৭নং কূপ (উন্নয়ন) খনন;

(ত) রশিদপুর-১১ ও ১৩নং কূপ ওয়ার্কওভার।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

১. কোম্পানির পরিচিতি:

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪" ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়।

সূচনালগ্ন থেকে কোম্পানির ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মাঝে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ লক্ষ্যে বিতরণ পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির অন্যতম প্রধান কাজ। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ- এ ১২টি জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

জনবল :

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০০৬ (পরবর্তীতে আংশিক সংশোধিত) অনুযায়ী মোট জনবল কার্যকর রয়েছে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো (২০০৬) এর বিপরীতে ১,২৪৩ জন কর্মকর্তার বিপরীতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত কর্মরত কর্মকর্তা ৮৯০ জন ও ২,৪৯৩জন কর্মচারীর বিপরীতে কর্মরত কর্মচারী ১০৫২ জন এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শূন্য পদের বিপরীতে ১৯৪জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

গ্যাস নেটওয়ার্ক Digitalization (জুন ২০২৪ পর্যন্ত):

JICA এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় :

- মতিঝিল ও পল্টন এলাকায় ৬৮ কি.মি. এবং লালমাটিয়া এলাকায় ৬৯ কি.মি. বিতরণ ও সার্ভিস লাইনের GIS Mapping সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ১৩০ টি স্টেশনের Standard Process Flow Diagram হালনাগাদ করা হয়েছে;
- তিতাস গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের সার্বিক Schematic Diagram হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ৭৩৮ কি.মি. সঞ্চালন পাইপ লাইন, ৩২৪ কি.মি. মুখ্য বিতরণ লাইন ও ১৯৮৬ কি.মি. বিতরণ লাইনের Digitize Map সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ৬০০০ শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক গ্রাহকদের RMS Location জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

অবৈধ গ্যাস বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রমঃ

কোম্পানির সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ভিজিল্যান্স ডিভিশন ও সংশ্লিষ্ট টীম কর্তৃক শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বাণিজ্যিক ও আবাসিক শ্রেণির গ্রাহক আঙ্গিনা নিয়মিত মনিটরিং ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণ, অবৈধ গ্যাস পাইপলাইন উচ্ছেদ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও অবৈধ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোম্পানি কর্তৃক গঠিত কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স- এর মনিটরিং এবং জেলা ও উপজেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে মোবাইল কোর্ট ও অন্যান্য অভিযান পরিচালনা করে জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়ার কারণে ৩১,০০৩টি, অবৈধ সংযোগের কারণে ২,১৭,৬৭৯টিসহ মোট ২,৪৮,৬৮২টি (বার্ণার ভিত্তিক) আবাসিক সংযোগ এবং অবৈধভাবে সংযোগকৃত ১১০টি শিল্প, ১৮৬টি বাণিজ্যিক, ৫৪টি ক্যাপটিভ এবং ৪টি সিএনজি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। আলোচ্য অভিযানসমূহে ৪১৮.৯৪ কি.মি. অবৈধ লাইন অপসারণ করা হয়।

সাফল্য

টিজিটিডিপিএলসি এর "প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid এধং Meter for TGTDPLC) (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রকল্পের পূর্ববর্তী ৩টি পর্যায়ে স্থাপিত মোট ৪,২০,০০০ মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

বিতরণ নেটওয়ার্কের ভূমির উপরিভাগের গ্রাহক রাইজার/আরএমএস এর লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের লক্ষ্যে UNFCC এর নিবন্ধিত CDM প্রকল্পের আওতায় প্রাকৃতিক গ্যাস তথা Green House Gas নিঃসরণ হ্রাসের উদ্দেশ্যে NE Climate A/S, Denmark এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় সর্বমোট ৫,৬৫,৯৫২ টি রাইজার/আরএমএস সার্ভে/পরীক্ষণ করে ৩৫,২৫২টি গ্রাহকের Riser/RMS লিকেজ মেরামত করা হয়েছে। এতে প্রায় ২০.৮৬ MMSCFD গ্যাস সাশ্রয় হয়েছে এবং কার্বন ট্রেডিং এর মাধ্যমে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ৫১,৮২৮ ইউরো ও ৫,২২৩,৭১০ ইউএসডি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

বিতরণ নেটওয়ার্কের ভূমির উপরিভাগের গ্রাহক রাইজার/আরএমএস এর লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের লক্ষ্যে CDM প্রকল্পের অনুরূপ NE Climate A/S, Denmark এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় Verified Emission Reduction (VER) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১,৪৩,৩৯৪টি রাইজার/আরএমএস সার্ভে/পরীক্ষণ করে ১৭,০৭২ গ্রাহকের রাইজার/আরএমএস এর লিকেজ মেরামত করা হয়েছে।

কোম্পানির চলমান Web Based Integrated System টি Bangladesh Computer Council (BCC)-এর মাধ্যমে e-gov. Cloud এ Migration হয়েছে এবং বর্তমানে e-gov. Cloud- এ চলমান আছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই, ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত কোম্পানির করপূর্ব ক্ষতির পরিমাণ ১২৪.৬৭ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরে উক্ত সময়ে করপূর্ব মুনাফা ছিল ২২.৩৫ কোটি টাকা।

Asset Revaluation:

কোম্পানির Assets Revaluation কাজের জন্য মনোনীত Consulting Firm ACNABIN Chartered Accountants and ZA capital Advisory কর্তৃক প্রণীত Assets Revaluation Report পরিচালকমণ্ডলীর ৮৫৫তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ৩০-০৬-২০২৩ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ছিল ৯৫৮.৩৫৭ কোটি টাকা, যা Revaluation এর ফলে ৩,৯০৪.২৪৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৮৬২.৬০৫ কোটি টাকায় উপনীত হয়েছে। Revaluation এর ফলে উক্ত ৩,৯০৪.২৪৮ কোটি টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল:

গ্যাসের অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানিসমূহের মজুদ/ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১লা আগস্ট, ২০০৯ তারিখে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) গঠন করা হয়। এ খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই, ২০২৩ হতে মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় ৫৪৮.১৮ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে উক্ত সময়ে ছিল ৫৩০.৮১ কোটি টাকা।

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল:

এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৫ থেকে কার্যকর করে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" গঠন করা হয়। এ তহবিলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই, ২০২৩ হতে মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় ৫৫৯.৮৯ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে উক্ত সময়ে ছিল ৫৪১.৬৩ কোটি টাকা।

বিইআরসি গবেষণা তহবিল:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক জুন, ২০২২ থেকে কার্যকর করে "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" গঠন করা হয়। এ তহবিলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই, ২০২৩ হতে মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় ৩৪.৬০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে উক্ত সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৩২.৯২ কোটি টাকা।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:

"প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for (TGTDPLC) (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্প ২০২৩-২৪ :

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানি টিজিটিডিপিএলসি-এর অধীন জাপান সরকারের ৩৫তম ওডিএ লোন প্যাকেজভুক্ত Natural Gas Efficiency Project (BD-P78)-এর আওতায় জাইকা, জিওবি ও টিজিটিডিপিএলসি-এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত "প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDPLC) (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রকল্পের পূর্ববর্তী ৩টি পর্যায়ে স্থাপিত মোট ৪,২০,০০০টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি (ICT) ভিত্তিক কার্যক্রম:

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC)-এর Cloud Server-G TGTDPLC -এর Data Center-এর Server স্থানান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে TGTDPLC প্রান্তে উপযুক্ত Network Infrastructure, R&D Sever, স্থাপন এবং TGTDPLC ও BCC-এর মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ ডাটা সংযোগ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

কোম্পানির দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কুড়িল কার্যালয়ের হার্ডফাইলসমূহ স্ক্যানিং ও আর্কাইভিং-এর মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বিভিন্ন অনলাইন ব্যাংক এবং Mobile Financial Service (বিকাশ/নগদ/রকেট, ইত্যাদি) এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা মাত্র Acknowledgement SMS প্রদান করা হয়ে থাকে;

গ্রাহকগণ কোম্পানির Web Portal এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল, বকেয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি, বিলের কপি/প্রত্যয়নপত্র/বিল বইয়ের পাতা/স্লিপ প্রিন্ট করতে পারেন;

গ্রাহকগণ কোম্পানির কল সেন্টার (১৬৪৯৬) থেকে সার্বক্ষণিক (২৪/৭) বিল, বকেয়া ও অন্যান্য তথ্যাদি জানতে পারেন;

নিয়মিতভাবে বিল ও বকেয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি SMS এর মাধ্যমে গ্রাহকগণকে অবগত করা হয়ে থাকে।

গ্যাস নেটওয়ার্ক Digitalization:

JICA এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় মতিঝিল ও পল্টন এলাকায় ৬৮ কি.মি. এবং লালমাটিয়া এলাকায় ৬৯ কি.মি. বিতরণ ও সার্ভিস লাইনের GIS Mapping সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৭০টি স্টেশনের Standard Process Flow Diagram হালনাগাদ করা হয়েছে;

"Digitalization of Gas Distribution Network in Particular Area within Dhaka City under TGTDPLC" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় IIFC কর্তৃক গুলশান, বনানী ও মহাখালী এলাকায় বিদ্যমান পাইপলাইনের GIS Mapping সম্পন্ন হয়েছে;

ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহ:

বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ (বেজা) শিল্পের বৈচিত্রায়ন এবং কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশের সম্ভাবনাময় এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছে। তন্মধ্যে তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় ০৪টি সরকারি ও ১৫টি বেসরকারি ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

কোম্পানি কর্তৃক আবশ্যকীয় অবকাঠামোসহ উচ্চতর ব্যাস ও প্রযোজ্য দৈর্ঘ্যের পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্নপূর্বক

(i) মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নায়ায়ণগঞ্জ;

(ii) মেঘনা বেসরকারি ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নায়ায়ণগঞ্জ;

(iii) আকিজ ইকোনমিক জোন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ;

(iv) সিটি ইকোনমিক জোন, রূপগঞ্জ, নায়ায়ণগঞ্জ;

(v) জামালপুর সরকারি ইকোনমিক জোন, হলিদাহাটা, জামালপুর; এবং

(vi) হোসেনদি ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ এ ইতোমধ্যে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে।

ইভিসি মিটার স্থাপন কার্যক্রম :

গ্রাহকের প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে গ্যাস বিল প্রণয়নের সুবিধার্থে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৩৪৫৭টি ইভিসি মিটার গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপন করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহ:

- চাহিদাকৃত গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে (i) ত্রিশালস্থ (ময়মনসিংহ) হামিদ ইকোনমিক জোন এর জন্য ত্রিশাল টিবিএস হতে ১৬" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১০ কি.মি. পাইপলাইন; এবং (ii) জাপানিজ ইকোনমিক জোন (আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ) এর জন্য ২০" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি × ৪ কি.মি. ও ১৪" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজিদ্ধ ৪ কি.মি.পাইপলাইন; (iii) আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ এর জন্য ১২" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৮ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, কোনাবাড়িস্থ (গাজীপুর) এলাকায় বে ইকোনমিক জোন এর গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ কাজ মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।
- কুটুম্বপুর হতে মেঘনাঘাট পর্যন্ত ৪২" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি (১২০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন) গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মিত হলে কুমিল্লা ইকোনমিক জোন (চাহিদা: ১০০ এমএমসিএফডি), সোনাচর, মেঘনা, কুমিল্লা এ গ্যাস সরবরাহের জন্য বর্ণিত ৪২" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি লাইনের নির্মিতব্য নতুন অফটেক হতে সঞ্চালন লাইন ও বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- আমান ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ; ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন, হাজারীবাগ, পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ; বসুন্ধরা স্পেশাল ইকোনমিক জোন, কোন্ডা, বাতুরাইল, কেরানীগঞ্জ; আরিশা ইকোনমিক জোন, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা; সোনারগাঁও

ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নায়ায়ণগঞ্জ; এ. কে. খান ইকোনমিক জোন, কাজীর চর, পলাশ নরসিংদী; গজারিয়া ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ এবং ঢাকা সরকারি ইকোনমিক জোন, দোহার, ঢাকা এ গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের ব্যয় প্রাক্কলন সংশ্লিষ্ট ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদান পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে।

বিতরণ নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন/পুনর্বাসন কার্যক্রম:

- ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ ঢাকা মহানগরী ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিতরণ নেটওয়ার্কের SCADA mn GIS Mapping সম্পন্ন করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Clean Development Mechanism (CDM):

- বিতরণ নেটওয়ার্কেও ভূমির উপরিভাগের গ্রাহক রাইজার/আরএমএস এর লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের লক্ষ্যে UNFCC এর নিবন্ধিত CDM প্রকল্পের আওতায় প্রাকৃতিক গ্যাস তথা Green House Gas নিঃসরণ হ্রাসের উদ্দেশ্যে NE Climate A/S, Denmark এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় সর্বমোট ৫,৬৫,৯৫২ টি রাইজার/আরএমএস সার্ভে/পরীক্ষণ করে ৩৫,২৫২ টি গ্রাহকের Riser/RMS লিকেজ মেরামত করা হয়েছে। এতে প্রায় ২০.৮৬ MMSCFD গ্যাস সাশ্রয় হয়েছে এবং কার্বন ট্রেডিং এর মাধ্যমে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ৫১,৮২৮ ইউরো ও ৫,২২৩,৭১০ ইউএসডি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। CDM প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০২৭ পর্যন্ত এবং বর্তমানে ৭ম মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Verified Emission Reduction (VER):

- বিতরণ নেটওয়ার্কের ভূমির উপরিভাগের গ্রাহক রাইজার/আরএমএস এর লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের লক্ষ্যে CDM প্রকল্পের অনুরূপ NE Climate A/S, Denmark এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় Verified Emission Reduction (VER) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১,৪৩,৩৯৪টি রাইজার/আরএমএস সার্ভে/পরীক্ষণ করে ১৭,০৭২টি গ্রাহকের রাইজার/আরএমএস এর লিকেজ মেরামত করা হয়েছে। VER প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০৩২ পর্যন্ত এবং বর্তমানে ৩য় মনিটরিং কার্যক্রম শেষ হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ অনস্বীকার্য। কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

(ক) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

নং	বিষয়	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
১	কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিষয়ভিত্তিক সমন্বিত (সাধারণ, হিসাব ও কারিগরি) প্রশিক্ষণ	৫৮ টি	৩৭৫ জন
২	ডি-নথি (০১টি ব্যাচ), রিমোর্ট মিটারিং এর ভূমিকা, প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা, অডিট ম্যানেজমেন্ট ও কোম্পানির ক্রয় প্রক্রিয়া, GIS Mapping এর ভূমিকা, Public Procurement Management, Web Based Pension Software, Annual Confidential Report, সমন্বিত, EVC Meter Installation and Operation বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	১৩ টি	৬১৪ জন
৩	ইন্টার্নশিপ	১৬ টি	১৬ জন
	মোট:	৮৭টি	১০০৫ জন

(খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	দেশের নাম	ক্যাডারভিত্তিক ও সমন্বিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	মন্তব্য
১.	তুরস্ক	১টি	০৪ জন	সকল অর্থ EPC ঠিকাদার Forain, Milano-Italy কর্তৃক বহন করা হয়েছে। কোম্পানি কর্তৃক কোন ব্যয় নির্বাহ করেনি।
২.	যুক্তরাষ্ট্র	১টি	০৮ জন	সকল অর্থ General Electric, USA কর্তৃক বহন করা হয়েছে। কোম্পানি কর্তৃক কোন ব্যয় নির্বাহ করেনি।
৩.	যুক্তরাষ্ট্র	১ টি	০৮ জন	সকল অর্থ (SMIIPCL) কর্তৃক বহন করা হয়েছে। কোম্পানি কর্তৃক কোন ব্যয় নির্বাহ করেনি।
মোট =		**৩টি**	**২০ জন**	

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা কার্যক্রম :

(১) হার্ড ফাইলসমূহ স্ক্যানিং ও আর্কাইভিং-এর মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন :

তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদি (Immediate Short Term) : কোম্পানির দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে কুড়িল দপ্তরের হার্ডফাইলসমূহ স্ক্যানিং ও আর্কাইভিং-এর মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

স্বল্পমেয়াদি (Short Term) (জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪) :

অন্যান্য সকল জোন অফিসের সকল শ্রেণির গ্রাহকের হার্ডফাইলসমূহ স্ক্যানিং ও আর্কাইভিং-এর মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

(২) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর Cloud Server-এ TGTDPLC-এর Data Center-এর Server স্থানান্তর, TGTDPLC-এ Network Infrastructure, R&D Server স্থাপন এবং TGTDPLC ও BCC-এর মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ ডাটা সংযোগ স্থাপন :

তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদি (Immediate Short Term): বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC)-এর Cloud Server-এ TGTDPLC–Gi Data Center-Gi Server স্থান্নন্তরের প্রেক্ষিতে TGTDPLC প্রান্তে উপযুক্ত Network Infrastructure, R&D Sever, স্থাপন এবং TGTDPLC ও BCC-এর মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ ডাটা সংযোগ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে ।

(৩) স্বল্পমেয়াদি (Short Term) (জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪) : তিতাসের ওয়েব পোর্টাল ও বিডা- এর OSS (One Stop Service) প্ল্যাটফর্ম হতে নতুন শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার সংযোগের আবেদনসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ :

Replacement and Improvement of the Existing এবং Network System in Dhaka and Narayanganj City Corporation Area, incorporating GIS Mapping and SCADA System ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্পচাপ পরিস্থিতি নিরসন, গ্যাস লিকেজজনিত অপচয় রোধ, গ্যাস লিকেজজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা এবং টিজিটিডিপিএলসি এর গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে New Development Bank (NDB), জিওবি ও টিজিটিডিপিএলসি এর অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় তিতাস অধিভুক্ত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গ্যাস স্টেশনের আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম- পর্যন্ত ২৭৮১.৪৬ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের জন্য গ্যাস সরবরাহ সক্ষমতা ২৭৫ এমএমসিএফডি থেকে ১০০৮ এমএমসিএফডি পর্যন্তবৃদ্ধিকরত: স্বল্পচাপ পরিস্থিতি উন্নয়ন করা; গ্যাস লিকেজ রোধ করে প্রতি বছর ০.৫০ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড-সমতুল্য (tCO_2-e) পর্যন্ত কার্বন নির্গমন নিরসন এবং প্রতি মাসে গ্যাস লিকেজজনিত দুর্ঘটনা ৬৬টিতে নামিয়ে আনা এবং

প্রকল্পের আওতায় ৫৫০০ কিলোমিটার গ্যাস পাইপলাইনের জিআইএস নকশা প্রণয়ন এবং ১৮টি গ্যাস স্টেশনে স্ক্যাডা সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে টিজিটিডিপিএলসি এর গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের আধুনিকীকরণ করা হবে। প্রকল্পটি অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ০৭-০৭-২০২৪ খ্রি. তারিখে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

Natural Gas Network Capacity and Supply Efficiency Improvement Project of Titas Gas :

বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির গত ১৭-১০-২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে টিজিটিডিপিএলসি কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন তিনটি গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্পকে একত্রিত করে প্রস্তাবিত "Natural Gas Network Capacity and Supply Efficiency Improvement Project of Titas Gas" শীর্ষক প্রকল্প শিরোনামে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রণীত পিডিপিপি গত ০৪-০৪ ২০২৩ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে, NDB- কে কোম্পানি ও প্রকল্প সংশিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য/ উপাত্ত প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত তিনটি কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।

ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিপিএলসি এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জয়দেবপুর - ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর মোড় হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৪- লেন বিশিষ্ট রাস্তা জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ লাইনসমূহ মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাইপ লাইন সংক্রান্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে এ কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ১৬"- ২০" ব্যাসের ১৯৪ কি.মি. বিতরণ পাইপ লাইন ও ২০"-২৪" ব্যাসের ৩ কি.মি. হেডার নির্মাণ, ইপিসি ভিত্তিতে এইচডিডি পদ্ধতিতে ০২টি নদীর ০৭টি স্থানে অতিক্রমণ, বিদ্যমান গ্রাহকদের পুনঃসংযোগের জন্য ৩/৪"-৮" ব্যাসের প্রায় ১৮ কি.মি. পাইপ লাইন নির্মাণ, ০১টি সিজিএস নির্মাণ ও ০৩ টি গ্যাস স্টেশন মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৬৫০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

SASEC সড়ক সংযোগ প্রকল্পে ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিপিএলসি এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক SASEC সংযোগ সড়ক প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুরের ভোগড়া বাইপাস হতে নাওজুরী, কোনাবাড়ী, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল বাইপাস হয়ে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত বিদ্যমান সড়কটিকে মাঝখানে ডিভাইডারসহ উভয় পার্শ্বে সম্প্রসারণ করে ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ লাইনসমূহ মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাইপ লাইন সংক্রান্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে এ কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ১৬" ও ২০" ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২২০.০২২ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন এবং ৩/৪" -৮" ব্যাসের ৭কি.মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৩৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি- এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন:

তিতাস গ্যাস অধিভুক্ত টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, আরিচা, সাটুরিয়া, ধামরাই, সাভার ও তৎসংলগ্ন শিল্প বর্ধিষ্ণু এলাকায় সমস্যা দূরীকরণ, এবং শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে এ কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় এলেঙ্গাস্থ জিটিসিএল কম্প্রেসর স্টেশন হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২৪" ব্যাস ১০০০ পিএসআইজি x ৬২.০৫২ কি.মি. সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০" ব্যাস x ৩০০ পিএসআইজি x ২২.৭৫২ কি.মি. বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ, ইপিসি ভিত্তিতে এইচডিডি পদ্ধতিতে ১৮টি স্থানে নদী অতিক্রমণ এবং এলেঙ্গাতে ০১টি IMS, মানিকগঞ্জে ০১টি CGS ও ধামরাইতে ০১টি TBS নির্মাণ করত বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের জন্য ক্যাপাসিটি উন্নয়ন, মিটারিং ব্যবস্থা ও লোড ব্যবস্থাপনা সুবিধাদি প্রবর্তন করা হবে।

Installation of 11 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDPLC:

কোম্পানির মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবহার জনিত অপচয় রোধ, সিস্টেম লস হ্রাস, অগ্রিম বিল আদায় ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে জাইকার অর্থায়নে সদ্য সমাপ্ত প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পটির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংক (World Bank) তিতাস গ্যাসের ননমিটার আবাসিক গ্রাহকদের আঙিনায় স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য লোন সহায়তা প্রদানের জন্য আগ্রহী হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ সরকার, ও তিতাস গ্যাস এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "Gas Sector Efficiency Improvement & Carbon Abatement Project" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কোম্পানির মেট্রো ঢাকা বিপণন ডিভিশন (উত্তর), আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন (গাজীপুর) ও আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন (ময়মনসিংহ) এলাকার আবাসিক শ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকদের আঙিনায় মোট ১১ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি গত ৩১/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৫ম সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৪২.৭১ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল হচ্ছে জানুয়ারি, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৮ সাল পর্যন্ত।

Gas Sector Efficiency Improvement and Carbon abatement [Installation of Smart Prepaid Gas Meter for TGTDPLC] প্রকল্প :

কোম্পানির মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবহারজনিত অপচয় রোধ, সিস্টেম লস হ্রাস, অগ্রিম বিল আদায় ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পটির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় World Bank এর অর্থায়নে তিতাস অধিভুক্ত আবিডি (ময়মনসিংহ), আবিডি (গাজীপুর) ও মেট্রো ঢাকা (উত্তর) এলাকার মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ১১ লক্ষ গ্রাহক নির্বাচন করে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদকাল হচ্ছে জানুয়ারি, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৮ সাল পযন্ত।

Smart Metering Energy Efficiency Improvement [Installation of Prepaid Gas Meter for TGTPLC] প্রকল্প:

কোম্পানির মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবহার জনিত অপচয় রোধ, সিস্টেম লস হ্রাস, অগ্রিম বিল আদায় ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পটির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় Asian Development Bank-এর অর্থায়নে তিতাস অধিভুক্ত আবিডি (নারায়ণগঞ্জ) ও মেট্রো ঢাকা (দক্ষিণ) এলাকার মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৬.৫ লক্ষ গ্রাহক নির্বাচন করে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদকাল হচ্ছে জানুয়ারি, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৭ সাল পর্যন্ত।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিমিত্ত উক্ত এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের ত্রিবিধ দায়িত্ব নিয়ে ১৯৮০ সালের ৭ই জুন "বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড (বিজিএসএল)" নামে একটি মডেল কোম্পানী হিসেবে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (বিজিডিসিএল) এর যাত্রা শুর হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীসমূহের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ১৯৮৯ সালে কোম্পানীর উৎপাদন কার্যক্রম বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। অপরদিকে, সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে ২০০৪ সালে বাখরাবাদ-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন ও বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম সঞ্চালন পাইপলাইন গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ফলে কোম্পানির কার্যক্রম শুধু বিতরণ ও বিপণনে সীমাবদ্ধ হয়। পুনরায় ১৭ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে প্রকাশিত সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল) এবং বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড (বিজিএসএল)-কে পুনর্বিন্যাস করে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) এবং বৃহত্তর নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও টিজিটিডিসিএল-এর নিয়ন্ত্রণাধীন সমগ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নিয়ে "বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (মূল কোম্পানী) নামে দুটি কোম্পানি গঠন করা হয়। সুদীর্ঘ ৪৪ বছরে বিজিডিসিএল অত্র অঞ্চলে স্থাপিত শিল্প কারখানা, সার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাণিজ্যিক ও আবাসিক খাতে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপণন ও বিতরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। করোনা মহামারী সময়কালেও জরুরি পরিষেবা হিসাবে বিজিডিসিএল এর সম্মানিত গ্রাহকদেরকে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ

দিয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৫০ জন ও কর্মচারীর সংখ্যা ৬৫৬ জনসহ মোট জনবলের সংখ্যা ১,১০৬ জন। এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত ২১৮ জন কর্মকর্তা, ১৭৮ জন কর্মচারী এবং কোম্পানির কাজের প্রয়োজনে স্থায়ী পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে ৩৪৯ জন কর্মচারীসহ মোট কর্মরত নিয়মিত জনবলের সংখ্যা মাত্র ৭৪৫ জন।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত বিজিডিসিএল-এর ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রাহক সংখ্যা ৪,৯১,৩৮২ টি, যার মধ্যে বিদ্যুৎ ১৩ টি, সার ১টি, শিল্প ১৬৬ টি, ক্যাপটিভ ৯৫ টি, হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট ১,১৮১ টি, ক্ষুদ্রও কুটির শিল্প ৫১৩ টি, সিএনজি ৮৭ টি ও আবাসিক ৪,৮৯,৩২৬ (বার্নার)টি রয়েছে এবং অত্র তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ক্রমপুঞ্জিভূত গ্যাস পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ৩৮৯৪.৭১৫ কিলোমিটার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস বিল বকেয়ার কারণে (জুন, ২৪ পর্যন্ত) বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১,৭০৬ জনগ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকদের নিকট হতে মে, ২০২৪ পর্যন্ত ২৫.১০ কোটি টাকার মধ্যে ২৪.৯৬ কোটি টাকা বকেয়া আদায় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুন, ২৪ পর্যন্ত) ৩২.০০ কি.মি. অবৈধ পাইপ লাইন উচ্ছেদ/অকার্যকর করা হয়েছে এবং ২,৮৪৫ টি অবৈধ সংযোগ (রেজিস্টার্ড ১১৬৭ টি এবং আন রেজিস্টার্ড ১৬৭৮ টি) বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। পেট্রোবাংলার নির্দেশনার আলোকে, বিজিডিসিএল কর্তৃকপ্রতিটি ট্রান্সমিশন ও বিতরণ লাইনের Geographic Information System (GIS) ভিত্তিক ম্যাপ প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে বিজিডিসিএল-এর আওতাধীনপ্রায় ২৫০ কি.মি. পাইপলাইনসমূহের GIS Based ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিজিডিসিএল-এর তত্ত্বাবধানে প্রায় বিজিডিসিএল-এর আওতাধীন প্রায় ৭৫ কি.মি. (৩০ কি.মি. সঞ্চালন এবং ৪৫ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন) পাইপলাইনসমূহের কোটিং ডিফেক্ট এবং ছিদ্র জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি বিজিডিসিএল-এর আওতাধীন ০৯টি জোনের মধ্যে ১ম ধাপে ০৫ টি জোনের ১১২৬ কি.মি. পাইপলাইন ও ৮১,৪৪০ টি রাইজারের ছিদ্র জরিপ ও ছিদ্র মেরামতের কাজের জন্য বিজিডিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে ই-জিপিতে উক্ত কাজের দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

আর্থিক কর্মকাণ্ড:

২০২৩-২৪ (মে, ২০২৪ পর্যন্ত) অর্থবছরে বিজিডিসিএল ৯৬.১৭ বিসিএফ গ্যাস ক্রয় করেছে এবং গ্রাহকদের কাছে ৮৬.৬৪ বিসিএফ গ্যাস বিক্রি করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানি ডিএসএল, আয়কর ও লভ্যাংশ ইত্যাদি বাবদ মোট ৭২.৯৮ কোটি টাকা (জুন, ২০২৪ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমাপ্রদান করেছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হলো:

ক) কুমিল্লা-নোয়াখালী ৪ লেন মহাসড়ক নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থেকে বেগমগঞ্জ পর্যন্ত ৪ বার ও ১০ বার চাপের গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর/প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

খ) আশুগঞ্জ-নদীবন্দর, সরাইল বিশ্বরোড হতে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত ০৪(চার) লেন রাস্তার উন্নীতকরণপ্রকল্প এলাকার মধ্যে বিজিডিসিএল এর স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর/প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হলো:

ক) ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৪) এর "বেগমগঞ্জ হতে সোনাপুর পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষকপ্রকল্পের আওতাধীন বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা হতে সোনাপুর পর্যন্ত সড়কের উভয় পার্শ্ব হতে গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর/ প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

মানবসম্পদ উন্নয়ন:

দক্ষ জনশক্তি একটি প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। অব্যাহতভাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মী প্রেরণাকে কোম্পানি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ২১৬ জন কর্মকর্তাকে বার্ড, বিপিআই, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, বুয়েট, এটুআই ও অত্র কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসহ মোট ৪৭ (সাতচল্লিশ) টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

- ৩১টি চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও GPay, Rocket, Ekpay, Telecash, Nagad সফটওয়্যার, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মিটার ও নন-মিটার গ্রাহকদের নিকট হতে অনলাইনে গ্যাস বিল গ্রহণ/আদায় কার্যক্রম শুরু করেছে। উল্লেখ্য, অনলাইনে গ্যাস বিল প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে ২,১৫,৩৮২ (প্রায় ৯০% এর উর্ধ্বে) গ্রাহকের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের নিকট হতে অনলাইনের মাধ্যমে প্রায় ১,৯৬২.৬৯ কোটি টাকার গ্যাস বিল আদায় করা হয়েছে।
- কোম্পানির রাজস্ব, বিপণন এবং প্রকৌশল পরিষেবা কার্যক্রমকে একীভূত করার জন্য আইআইসিটি, বুয়েট দ্বারা তৈরি "বিজিডিসিএল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার, "বিজিডিসিএল কন্ট্রাক্টর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" সফটওয়্যার, "বিজিডিসিএল স্টোর এন্ড ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" সফটওয়্যার, "বিজিডিসিএল কাস্টমার সার্ভিস ট্র্যাকিং সিস্টেম" সফটওয়্যার, "সিএনজি রিমোর্ট মনিটরিং সিস্টেম" সফটওয়্যার এবং "সিপি মনিটরিং সিস্টেম" সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। সর্বশেষ কোম্পানিতে কাজের গতিশীলতা ও ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে "Mobile Apps for Meter Reading" সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে।
- ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কোম্পানিটি ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের (জুন,২০২৪ পর্যন্ত) ই-টেন্ডারযোগ্য ১৬ টি দরপত্রের মধ্যে সবকটি দরপত্র ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- এটুআই প্রকল্পের আওতায় অত্র কোম্পানিতে সর্বস্তরে জুন ২০১৮ মাস হতে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করা রয়েছে। এতে করে কোম্পানির দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক অফিসসমূহে দাপ্তরিক কাজের প্রায় শতভাগ ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। সম্প্রতি বিজিডিসিএল ই-নথি হতে ডি-নথি/ডিজিটাল নথিতে মাইগ্রেশন সম্পন্ন করেছে।
- বিজিডিসিএল-এর আওতাধীনপ্রায় ৪,৮৮,০০০ টি আবাসিক গ্রাহকদের আঙ্গিনায় শতভাগ প্রিপেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পের পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটিতে অর্থায়নের বিষয়ে AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) আগ্রহ প্রকাশ করে। AIIB'র চাহিদা ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মোতাবেক বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল এবং জেটিডিসিএল-এর আবাসিক গ্রাহকদের আঙ্গিনা প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের জন্য সমন্বিত Environmental and Social Study (E&S) রিপোর্ট প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- পেট্রোবাংলার আওতাধীন "Consultancy services for Implementing the Automation of Gas Transmission and Distribution Pipelines Networks under different companies of Petrobangla" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্প্রতি শেষ হয়েছে। প্রকল্পটির চূড়ান্ত রিপোর্টে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিজিডিসিএলসহ পেট্রোবাংলার আওতাধীন অন্যান্য বিতরণ কোম্পানির জন্য বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করেছে। এসব সুপারিশের ভিত্তিতে বিজিডিসিএল পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে "স্ক্যাডা সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এবং নেটওয়ার্ক অপ্টিমাইজেশন" প্রকল্প।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ১১ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে জারীকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহকের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড-কে পুনর্বিন্যাস করে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদনুযায়ী কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিতকরণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) নামে কোম্পানি অত্মপ্রকাশ করে।

কার্যাবলি

"কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" এর অধিভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা। গ্যাস সরবরাহ করা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও কেজিডিসিএল অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে এবং অসুস্থতা জনিত রোগীর সুচিকিৎসায় মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে এবং অসুস্থতা জনিত রোগীর সুচিকিৎসায় মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে কেজিডিসিএল গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

গ্রাহক সংযোগ

সরকারি নির্দেশনার আলোকে গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক খাতে নতুন/ বর্ধিত গ্যাস সংযোগ বন্ধ রয়েছে। শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির ১২টি (শিল্প -০৮ এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার-০৩টি, ও মিটারভিত্তিক আবাসিক ০১টি) নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের স্থায়ী বিচ্ছিন্নকৃত সংখ্যা ২৩৭টি (আবাসিক-১৮৫, শিল্প-০৮, বাণিজ্যিক-৪৪। ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত গ্রাহক সংযোগের বিবরণ নিচের ছকে প্রদর্শন করা হলো :

৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক সংযোগ বিবরণী

গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ সংখ্যা
বিদ্যুৎ	০৫
সার	০৪
শিল্প	১১৬১
ক্যাপটিভ পাওয়ার	২০৯
বাণিজ্যিক	২৭৯৫
চা-বাগান	০২
সিএনজি	৭০
গৃহস্থালি	৫৯৬৯৭৬
মোট	৬০১২২২

গ্যাস ক্রয়:

কোম্পানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩,০০৮.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২,৮৭০.৮৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ থেকে ৯.৫৬ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ২,৮৬১.৩৩ মিলিয়ন ঘনমিটার এলএনজি ক্রয় করা হয়েছে। সরকারি ও এলএনজি থেকে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত যথাক্রমে ০.৩৩: ৯৯.৬৭।

গ্যাস বিক্রয়:

কোম্পানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২,৯১৭.৭৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২,৭৭৭.১৮ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করেছে। গ্যাস বিক্রয়ের মাধ্যমে ৭,০৭৪.৮৯ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬,৭১৭.৫৬ কোটি টাকা আয় করেছে। উক্ত অর্থবছরে ২,৮৭০.৮৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয়ের বিপরীতে ২,৭৭৭.১৮ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয়ের ফলে ৩.২৬% সিস্টেম লস হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের পরিসংখ্যান নিচের সারণিতে প্রদর্শন করা হলো:

২০২৩-২৪ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণ

গ্রাহক শ্রেণী	২০২৩-২০২৪				২০২২-২০২৩		প্রবৃদ্ধি	
	বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বিক্রয়		গ্রাহক শ্রেণীভিত্তিক গ্যাস ব্যবহারের শতাংশ হার (%)	প্রকৃত বিক্রয়		কোটি টাকা	শতকরা হার
	এমএমসিএম	এমএমসিএম	মূল্য (কোটি টাকা)		এমএমসিএম	মূল্য (কোটি টাকা)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮(৪-৭)	৯
বিদ্যুৎ	৭০০.৩৪	৫৬৬.৫০	৮৫০.০৪	২০.৪০	৫২২.৪৭	৪৮৩.২৮	৩৬৬.৭৬	৭৫.৮৯
সার	৫২৫.৭৪	৫৫৮.৪১	১৪৩৭.৬৪	২০.১১	৫৯৫.৮৩	১৩৬০.২২	৭৭.৪২	৫.৬৯
শিল্প (বৃহৎ)	৪৭৫.৮১	৪৮১.১৪	১৪১৯.৬৪	১৭.৩২	৪৯৮.৭১	৯৪২.৮৯	৪৭৬.৭৫	৫০.৫৬
শিল্প (মাঝারি)	-	-	-	-	-	-	-	-
শিল্প (ক্ষুদ্র ও কুটির)	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৬১৬.৪১	৫৭৩.৯৭	১৬১৮.৭০	২০.৬৭	৫৭২.০৮	১২০০.৩১	৪১৮.৩৯	৩৪.৮৬
বাণিজ্যিক: হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	৩০.৭৩	২৯.৬৪	৯২.১০	১.০৭	৩১.১২	৮৮.৬৪	৩.৪৬	৩.৯০
চা-বাগান	০.৯৫	০.৫৯	০.৭৩	০.০১	০.৫৭	০.৬৮	০.০৫	৭.৩৫
সি.এন.জি. ফিড গ্যাস	১৫১.৫৬	১৫৩.৪৮	৫৪৫.২২	৫.৫৩	১৪৮.৬১	৫২০.১৫	২৫.০৭	৪.৮২
গৃহস্থালি	৪১৬.২২	৪১৩.৪৫	৭৫৩.৪৯	১৪.৮৯	৪১৫.৬৩	৭৪৭.১০	৬.৩৯	০.৮৬
মোট =	২,৯১৭.৭৬	২,৭৭৭.১৮	৬,৭১৭.৫৬	১০০	২,৭৮৫.০২	৫,৩৪৩.২৭	১৩৭৪.২৯	২৫.৭২

কোম্পানির ভিজিল্যান্স কার্যক্রম

অবৈধ গ্যাস সংযোগ, অবৈধ পাইপ লাইন নির্মাণ, অননুমোদিত সরঞ্জামে গ্যাস ব্যবহার, গ্যাস কারচুপি রোধকল্পে ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টের ২টি পরিদর্শন টিম কর্তৃক প্রতিনিয়ত ভিজিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের আওতায় ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ক্যাটাগরিভিত্তিক সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তথ্যাদি নিম্নে ছকে দেয়া হলো :

গ্রাহক শ্রেণি	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সংযোগ বিচ্ছিন্নের সংখ্যা		
	বকেয়া অন্যান্য	অবৈধ কার্যক্রম	মোট
শিল্প/ক্যাপটিভ	--	০১	০১টি
সিএনজি/ক্যাপটিভ	--	--	--
বাণিজ্যিক	--	--	--
আবাসিক	০৪	৭৫	৭৯টি রাইজার
মোট =	**০৪টি**	**৭৬টি**	**৮০টি**

আর্থিক কর্মকান্ড সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

কোম্পানির ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো :

বিবরণ		কোটি টাকা (সাময়িক)
আয়	গ্যাস বিক্রয় খাতে আয় (অন্যান্য অপারেশনাল আয়সহ)	৬,৭১৭.৫৬
	অন্যান্য খাতে আয়	৮৪.৭৫
	(ক) মোট আয়	**৬,৮০২.৩১**
ব্যয়	গ্যাস ক্রয় সংশ্লিষ্ট ব্যয়	৬,২২৪.৮০
	পরিচালনা ও অন্যান্য ব্যয়	১৬৬.৯৯
	(খ) মোট ব্যয়	**৬,৩৯১.৭৯**
(গ) BPPF পূর্ব মোট মুনাফা (ক-খ)		**৪১০.৫২**
(ঘ) BPPF		**২০.৫৩**
করপূর্ব মুনাফা (গ-ঘ)		**৩৮৯.৯৯**

কোম্পানির ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে ৬,৭১৭.৫৬ কোটি টাকার গ্যাস বিক্রয় করে ৩৮৯.৯৯ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অর্জিত মুনাফা হতে লভ্যাংশ বাবদ ৯০.০০ কোটি টাকা এবং আয়কর বাবদ ১৪৭.৭৯ কোটি টাকা সহ সর্বমোট ২৩৭.৭৯ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সরবরাহকারীর বিল হতে উৎসে কর্তনকৃত আয়কর (TDS) বাবদ ২৩০.৫৫ কোটি টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ৩.০৩ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডঃ

কোম্পানির ইআরপি সফট্ওয়্যার ও অনলাইন বিলিং সফট্ওয়্যারে নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- Complain Management System প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সিস্টেমে অনলাইন পোর্টাল হতে কেজিডিসিএল এর গ্রাহকগণ অভিযোগ করতে পারবেন এবং একইসাথে পোর্টাল হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের অনলাইন রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর এ এসএমএস প্রাপ্তির মাধ্যমে গ্রাহক তার অভিযোগ যাচাই বাছাই সংক্রান্ত তথ্য দেখতে পারবেন। মডিউলটির আপগ্রেডেশনের কাজ চলমান রয়েছে।
- মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের ম্যানুয়েল বিল পোস্টিং কার্যক্রম ERP software এ আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
- গ্রাহক পোর্টালে গ্রাহকের বিল আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি দেখার ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।
- কেজিডিসিএল এর সাথে নতুন ০৪টি অনলাইন ব্যাংক/এমএফএস (EkPay, HSBC, mCASH, IBBL) এর অনলাইন বিলিং কালেকশন এর নিমিত্ত অনলাইন সার্ভার এ অচও ইন্টিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখিত ব্যাংকগুলো বর্তমানে অনলাইন কালেকশন কার্যক্রম শুরু করেছে।
- বর্তমানে মিটার ক্যালিব্রেশন সংক্রান্ত কাজের রিপোর্ট ম্যানুয়ালি প্রস্তুত করা হচ্ছে। ERP software এ মিটার ক্যালিব্রেশন মডিউল প্রস্তুত করত রিপোর্ট জেনারেট এর ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।
- বর্তমানে MIS সংক্রান্ত কার্যক্রম ম্যানুয়ালি সম্পাদন করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমকে ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ERP software এ MIS Module এর ডেভেলপমেন্ট এর কাজ চলমান রয়েছে।
- গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম, মিটার রিডিং এন্ট্রি কার্যক্রম, গ্রাহকের তালিকা ও তথ্য দেখা ইত্যাদি কার্যাদি মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য মোবাইল অ্যাপস এর ডেভেলপমেন্ট এর কাজ চলমান রয়েছে।

অপারেশনাল কার্যক্রমঃ

- গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণঃ এ শাখা কর্তৃক গ্যাস সংক্রান্ত গ্রাহকের অভিযোগ দ্রুততম সময়ে এবং কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নিম্নে উল্লেখিত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছেঃ

গ্রাহকের মোট অভিযোগের সংখ্যা	মোট অভিযোগ নিষ্পন্নের সংখ্যা	মন্তব্য
১৩০৮ টি	১৩০৮ টি	-

- গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা : বিভিন্ন ব্যাস ও চাপের গ্যাস লাইন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নে উল্লিখিত প্রকল্প ও কোটেশন পদ্ধতি (RFQ) গ্রহণ করা হয়ঃ
- চট্টগ্রাম বিতরণ উত্তর এলাকার আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প গ্রাহকগণের রাইজার/সার্ভিস লাইন জরুরি মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ/স্থাপন/প্রতিস্থাপন/পুনঃস্থাপন কাজ (পর্ব-০৩)।
- কেজিডিসিএল এর বিতরণ-উত্তর গ্যাস নেটওয়ার্কের মাটির নিচে/বিটুমিন কার্পেটিং/সিসি ঢালাইয়ের নিচে চলে যাওয়া ভাল্বপিটসমূহ মেরামত ও উচ্চতা বৃদ্ধিকরণ (পর্ব-০৪) এর কাজ।
- চট্টগ্রাম বিতরণ এলাকার গ্যাস পাইপলাইন/সার্ভিস লাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ/অপসারণ (অবৈধ লাইন যদি থাকে)/প্রতিস্থাপন/পুনঃস্থাপনকাজ (পর্ব-০৯)।
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের এলাইনমেন্টের মধ্যে লালখান বাজার Downward Ramp অংশে কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বারসম্পন্ন বিতরণ লাইন পাইপ ডাইভারশন।

- চট্টগ্রাম বিতরণ-উত্তর নেটওয়ার্কের আওতাধীন ক) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পাঠানিয়া গোদায়নালা নির্মাণ ও রাস্তা উঁচু করার কারণে ২" ব্যাসের লিকেজকৃত বিতরণ লাইন প্রায় ১০ থেকে ১৪ ফুট মাটির গভীরে চলে যাওয়ায় পাইপ পুনঃস্থাপন খ) রাজাখালী ২" ব্যাসের ক্ষতিগ্রস্থ বিতরণ পাইপ পুনঃস্থাপন গ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক হামিদচর নালা নির্মাণ করার সময় ২" ব্যাসের লিকেজকৃত বিতরণ লাইন পাইপ পুনঃস্থাপন ঘ) নাথপাড়া ২" ব্যাসের লিকেজকৃত বিতরণ লাইন পুনঃস্থাপন এবং প্রতিস্থাপন কাজ।
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ-আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দামপাড়া নার্সারী হতে ব্লুসোমগার্ডেন এবং দামপাড়া নার্সারি হতে বাওয়া স্কুল পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে Upward Ramp এর কলামের ফাউন্ডেশন এর মধ্যে স্থিত কেজিডিসিএল এর ভূগর্ভস্থ ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার বিশিষ্ট গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর কাজ।
- গ্যাস পাইপ লাইন নেটওয়ার্কের সেইফটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থিত বিভিন্ন ব্যাসের ও চাপের গ্যাস পাইপ লাইন এবং বিভিন্ন স্থাপনায় ছিদ্র বাহির/চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্যাস ডিটেক্টর ক্রয়।
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'চট্টগ্রাম শহরে লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ' শীষক প্রকল্পের এ্যালাইনমেন্টের মধ্যে টাইগারপাস এলাকায় কেজিডিসিএল এর ভূগর্ভস্থ বিদ্যমান ৮" ব্যাসের ১০ বারচাপের ০২টি ভাল্ব সংস্কার কাজ।
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের এলাইনমেন্টের মধ্যে লালখান বাজার Downward Ramp অংশে কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১০ বার সম্পন্ন বিতরণ পাইপ লাইন ডাইভারশন।
- জন সচেতনতার বৃদ্ধি: সুরক্ষা ও ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য কয়েক মাস পর পর গ্যাস দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রিন্ট মিডিয়ার প্রচার ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- গ্যাসের অপচয় ও পরিবেশ দূষণরোধ: এ কোম্পানির নিজস্ব জনবল দ্বারা নিয়মিত রাইজার/গ্যাসস্থাপনা/গ্যাস পাইপ লাইনে চাক্ষুস/পোর্টেবল গ্যাস ডিটেক্টর এর মাধ্যমে নিয়মিত ছিদ্র জরিপ করা হয়েছে। জরিপে কোন লিকেজ পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা মেরামত করা হয়েছে। পাশাপাশি 'Clean Development Mechanism' (CDM) প্রকল্পের অধীনে ইতোঃপূর্বে মেরামতকৃত ৮,২৩৯ টি আবাসিক/বাণিজ্যিক গ্রাহকের রাইজার ৮ম ও ৯ম পর্যায়ে মনিটরিংকালে লিকেজ পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক লিকেজ মেরামত করে গ্যাস অপচয় ও পরিবেশ দূষণরোধ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান: অপারেশন শাখা কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রপ্তানিমুখী ০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। যার ফলে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও আরোও নতুন ০২টি প্রতিষ্ঠানকে গ্যাস সংযোগ প্রদান করায় কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- অবৈধ, পরিত্যাক্ত ও খেলাপী গ্রাহকের রাইজার কর্তন: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অবৈধ, পরিত্যাক্ত ও খেলাপী গ্রাহকের প্রায় ১৬০ টি রাইজার কর্তন করা হয়। যার ফলে কোম্পানির গ্যাসের অপচয় রোধ হওয়ায় সিস্টেম লস হ্রাস পেয়েছে।
- কেজিডিসিএল এর বিতরণ-দক্ষিণ গ্যাস নেওয়ার্কের মাটির নিচে/বিটুমিন কার্পেটিং/সিসি ঢালাইয়ের নিচে চলে যাওয়া ২৫ টি ভাল্‌ভপিট মেরামত ও উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়।
- দক্ষিণ কাট্টলি, প্রাণ হরিদাশ রোড, জেলে পাড়া, চট্টগ্রাম এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক নালা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অ্যালাইনমেন্ট হতে কেজিডিসিএলের বিদ্যমান ৪ বার চাপ বিশিষ্ট ৩ ইঞ্চি ১০০মিটার ও ২ ইঞ্চি ব্যাসের ৭০ মিটার বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ডাইভারশন করা হয়।
- চট্টগ্রাম ওয়াসার "Project for Establishment of Sewerage system in Chattogram Metropolitan (Phase-1)" প্রকল্পের (চৌচালা মোড়, চৌচালা কেজিডিসিএল ডিআরএস এর সামনের রোডে, হালিশহর, চট্টগ্রাম এলাকায়) অ্যালাইনমেন্টে বিদ্যমান ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৬ মিটার ১০ বার বিতরণ লাইন ও ৩ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৬ মিটার ৪ বার বিতরণ গ্যাস পাইপলাইনের গতি পথ পরিবর্তন/ডাইভারশন করা হয়।
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের বন্দর এলাকায় Fokir hat Downward Ramp এর অ্যালাইনমেন্টে বিদ্যমান কেজিডিসিএল এর ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১০ বার চাপ বিশিষ্ট ৬৪ মিটার বিতরণ গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর/ডাইভারশন করা হয়।

- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের CEPZ Downward Ramp, (বিমান বন্দর রোড, সিইপিজেড গেইট এর পাশে, দক্ষিণ হালি শহর) অ্যালাইনমেন্টের মধ্যে বিদ্যমান কেজিডিসিএল এর ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপ বিশিষ্ট ৩০৫ মিটার বিতরণ গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর/ডাইভারশন করা হয়।
- মেসার্স বে-ফিসিং কর্পোরেশন লি. এয়ারপোর্ট রোড বাই-লেইন, পুর্ব পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম এর নতুন বরাদ্দ প্রাপ্ত প্লটের অ্যালাইনমেন্টে বিদ্যমান ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপ বিশিষ্ট ৯৬ মিটার গ্যাস পাইপলাইনের গতি পথ পরিবর্তন/ডাইভারশন করা হয়।
- চট্টগ্রাম ওয়াসার "Project for Establishment of Sewerage system in Chattogram Metropolitan (Phase-1)" প্রকল্পের (জে-ব্লক, হালিশহর, চট্টগ্রাম এলাকায়) অ্যালাইনমেন্ট হতে বিদ্যমান ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপ বিশিষ্ট ২৪ মিটার গ্যাস পাইপলাইনের গতি পথ পরিবর্তন/ডাইভারশন করা হয়।
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্টের মধ্যে দেওয়ানহাট হতে টাইগারপাস এলাকায় কেজিডিসিএল এর ভূগর্ভস্থ বিদ্যমান ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপসম্পন্ন ৩০ মিটার বিতরণ গ্যাস পাইপ লাইন ডাইভারশন করা হয়।
- চট্রগ্রাম বিতরণ-দক্ষিণ এলাকার গ্যাস পাইপলাইন/সার্ভিস লাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ/অপসারণ (অবৈধ লাইন যদি থাকে)/ প্রতিস্থাপন/পুনঃস্থাপন কাজ সম্পাদন করা হয়।
- চট্টগ্রাম ওয়াসার "Project for Establishment of Sewerage system in Chattogram Metropolitan (Phase-1)" প্রকল্পের (গাউসিয়া মোড়, রোড নং ০১, ব্লকঃ এ, হালিশহর, চট্টগ্রাম এলাকায়) অ্যালাইনমেন্ট হতে বিদ্যমান ৩ ইঞ্চি ব্যাসের ২৫ মিটার বিতরণ গ্যাস পাইপলাইনের গতি পথ পরিবর্তন/ডাইভারশন করা হয়।
- চট্টগ্রাম ইপিজেডস্থ ফ্যাক্টরী-বে এলাকায় নির্মানাধীন কারখানা ভবন নির্মানের সাইটে শনাক্তকৃত ২ ইঞ্চি ব্যাসের ৩১০ মিটার বিতরণ গ্যাস পাইপলাইনের গতি পথ পরিবর্তন/ ডাইভারশন করা হয়।
- চট্টগ্রাম ওয়াসার "Project for Establishment of Sewerage system in Chattogram Metropolitan (Phase-1)" প্রকল্পের (পোর্ট কানেকটিং রোড, কে ব্লক ১০ নং রোডের মুখে, হালিশহর, চট্টগ্রাম এলাকায়) অ্যালাইনমেন্ট হতে বিদ্যমান ২ ইঞ্চি ব্যাসের ২৪ মিটার ৪ বার বিতরণ গ্যাস পাইপলাইনের গতি পথ পরিবর্তন/ডাইভারশন করা হয়।

ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

গ্যাস অতি মাত্রায় দাহ্য পদার্থ যা এম এস পাইপলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। পাইপলাইনের ক্ষয়জনিত কারণে গ্যাস লিকেজ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটলে জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসহ জননিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। তাই জানমালের নিরাপত্তাসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত পাইপের ক্ষয়রোধকল্পে ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম একটি অপরিহার্য কারিগরি ব্যবস্থা। এ প্রেক্ষিতে কেজিডিসিএল এর উচ্চ চাপ বিশিষ্ট রিং-মেইন পাইপলাইন, রাউজান তাপ বিদ্যুৎ পাইপলাইন, কেপিএম স্পার লাইন, সেমুতাং পাইপলাইন, বড়তাকিয়া হতে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল ও এর অভ্যন্তরে এইচপি ডিআরএস পর্যন্ত পাইপলাইন, আনোয়ারা সিজিএস হতে শিকলবাহা পাওয়ার স্টেশন পর্যন্ত পাইপলাইন, আনোয়ারা সিজিএস হতে সিইউএফএল/কাফকো পর্যন্ত পাইপলাইনসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিতরণ পাইপলাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখা এবং নিরাপদ গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের স্বার্থে ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিস্টেমের সুষ্ঠু পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান। কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক এর বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত টিইজি/টিআরযুক্ত সিপি স্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে সিপি সিস্টেম সচল রাখা হচ্ছে। এছাড়া কেজিডিসিএল-এর গ্যাস মূখ্য-বিতরণ ও বিতরণ পাইপলাইনের PSP (Pipe to Soil Potential) রিডিং পর্যালোচনা পূর্বক ICCP (Impressed Current Cathodic Protection) সিস্টেম ও ম্যাগনেশিয়াম এ্যানোড স্থাপন করা হয়। অপরদিকে সিপি স্টেশনসমূহের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ টিইজি দুর্বল গ্রাউন্ড বেড চিহ্নিত করে নতুন করে ০৫ টি ICCP সিস্টেম (Transformer Rectifier যুক্ত গ্রাউন্ড বেড) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি স্থাপিত পাইপলাইন ও পুরাতন পাইপলাইনের যে সকল স্থানে পিএসপি রিডিং প্রোটেকটিভ লেভেল (-0.85 Volt) এর কম সে সকল পাইপলাইনে নতুনভাবে ইমপ্রেসড কারেন্ট ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম (TR যুক্ত গ্রাউন্ডবেড) ও ম্যাগনেশিয়াম এ্যানোড স্থাপনের কার্যক্রমও অব্যাহত আছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

আবাসিক সংযোগে প্রি-পিইড মিটার স্থাপনঃ

"কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল ফেব্রুয়ারি, ২০২১ হতে জুন ২০২৫। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাসের অপচয় রোধ হবে এবং আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে। প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Toyokeiki Co. Ltd. এর সাথে ১৯/০৯/২০২৩ তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ৩২২০০টি মিটার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

ফৌজদারহাট-সীতাকুণ্ড-মীরসরাই এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন শীর্ষক প্রকল্পঃ

চট্টগ্রামস্থ ফৌজদারহাট, সীতাকুন্ড, মিরসরাই ও বারৈয়ারহাট এলাকায় বিদ্যমান গ্রাহকদের বর্ধিত গ্যাস চাহিদা পূরণ ও নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ এবং বর্ণিত এলাকার বিদ্যমান গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা ৫০ এমএমএসসিএফডি হতে ৪০০ এমএমএসসিএফডি-তে উন্নীতকরণের নিমিত্ত "ফৌজদারহাট-সীতাকুণ্ড-মিরসরাই এলাকার গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পে আরডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার সকল পণ্য ও সেবার ক্রয়কার্য সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও ৫৭ কিলোমিটার পাইপলাইনের ০৩টি লটের বিপরীতে ৫৫.৯০ কিলোমিটার Stringing, ৫৫.৭০ কিলোমিটার Welding, ৫৪.০০ কিলোমিটার Lowering & Backfilling, ২০"- ০৩টি Line Valve ও ০৮" -০২টি Offtake Valve স্থাপন এবং বেজা-মিরসরাই রোডে অবস্থিত জিটিসিএল এর টিবিসি এর সাথে হুকআপের জন্য নির্মিত ১.৬ কিলোমিটার পাইপলাইনের Hydro testing Pigging কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

যে কোন প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত দক্ষ মানব সম্পদ। দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়নের কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে বিভিন্ন পর্যায়ের ৯৫৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- কোম্পানির অধিভুক্ত এলাকাসমূহের গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কের বিতরণ লাইন, রাইজার, ভালভ, সিপি পয়েন্ট ইত্যাদি জিআইএস বেসড ডিজিটাল ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- Store Management System- কে ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ERP software এ আওতাভুক্ত করা হবে।
- Store Management System এর সাথে সম্পৃক্ত Cost and Store Module ERP software এ আওতাভুক্ত করা হবে।
- অফলাইন সিস্টেম হতে অনলাইন সিস্টেমে মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের ডাটা মাইগ্রেশন কার্যক্রম আওতাভুক্ত করা হবে।
- গ্রাহক পোর্টাল হতে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ডুপ্লিকেট কার্ড ইস্যু, মোবাইল নম্বর পরিবর্তন, পুনঃসংযোগ আবেদন ইত্যাদি কার্যক্রম আওতাভুক্ত করা হবে।
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেমের সাথে কেজিডিসিএল এর মডিউল ভিত্তিক অনলাইন সফটওয়্যার এর ইন্টিগ্রেশন সম্পন্নকরণ।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস- এর মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক এবং কেজিডিসিএল এর মডিউল ভিত্তিক অনলাইন সফটওয়্যার এর ইন্টিগ্রেশন সম্পন্নকরন।
- স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে ডি-নথি, দাপ্তরিক ই-মেইল, জুম, হোয়াটস অ্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করে কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে Managed WiFi AP (Access Point) সল্যুশন স্থাপন।
- কেজিডিসিএল এর নিজস্ব ডাটাসেন্টারের High Availability নিশ্চিতকরণ এবং Failure Time হ্রাসকরণসহ সাইবার নিরাপত্তা জোরদারকরণ।
- গ্যাস পাইপ লাইনের সুরক্ষার জন্য কোম্পানির সিপি সিস্টেমকে অনলাইন মনিটরিং এর আওতায় আনা এবং পাইপ লাইনের কোটিং ডিফেক্ট সনাক্তকরণের পদ্ধতি আধুনিকীকরণ।

- আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন/প্রয়োগ করার মাধ্যমে গ্যাস পাইপ লাইনের লিকেজ চিহ্নিত করা।
- বৈদেশিক সাহায্য ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে কেজিডিসিএল এর অধিভুক্ত এলাকার ৪,৩৫,০০০টি আবাসিক সংযোগে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন।
- কেজিডিসিএল এর ফৌজদারহাট, চট্টগ্রামস্থ অফিস কমপ্লেক্সে ১টি ৮৯,৬৭৪ বর্গফুট আয়তনের ১০তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ৬তলা অফিস কাম ল্যাব ভবন এবং ১৬,৬৮৪ বর্গফুট আয়তনের ১টি দ্বিতল স্টোর ভবন নির্মাণ।
- চট্টগ্রামস্থ ফৌজদারহাট হতে চাঁদগাঁও জিরোপয়েন্ট পর্যন্ত রিংমেইন এর সমান্তরালে ২৪" ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি চাপের ১২ কি. মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ।
- চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় কেজিডিসিএল অফিসার্স কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে বিদ্যমান এ ও বি-টাইপ ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে ০১টি ১০(দশ)তলা ভবন নির্মাণ।
- বেজার অভ্যন্তরে বেপজার জন্য ১৫০ পিএসআইজি চাপের ১২", ১০", ৬" ও ৪" ব্যাসের ৫০.১৯৬ কিলোমিটার পাইপলাইন এবং ০১টি ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ডিআরএস স্থাপনও প্রয়োজনীয় পূর্ত অবকাঠামো নির্মাণ।
- মিরসরাই ইকোনোমিক জোনে ৩৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্ট ২৪ইঞ্চি ব্যাসের ৬কিলোমিটার ও ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৬ কিলোমিটার পাইপলাইন, ১৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্ট ১০ইঞ্চি ব্যাসের ১৩ কিলোমিটার, ১৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্ট ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৭ কিলোমিটার পাইপলাইন, ৪টি ভাল্ভ স্টেশন ও প্রতিটি ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার ২ টিডিআরএস এবং আনুষঙ্গিক পূর্ত কার্যাদিসহ ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসেবে গ্যাস নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- মহেশখালী থানার অন্তর্গত মাতারবাড়ীতে সিপিজিসিবিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট আরএলএনজি বেইজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহের জন্য ৩৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্ট ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ০.৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ এবং প্রকল্পের অভ্যন্তরে ২০০ এমএমএসসিএফডি আরএমএস স্থাপন কাজ।
- বেজার আওতাধীন মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩, এসপিএল পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড এ গ্যাস সরবরাহের জন্য ৩৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্ট ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ০.৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ এবং প্রকল্পের অভ্যন্তরে ১৫০ এমএমএসসিএফডি আরএমএস স্থাপন কাজ।
- জিটিসিএল কর্তৃক নির্মিত ৩৬" ব্যাসের লাইনের বড়তাকিয়া এলাকাস্থ অফটেক হতে চট্টগ্রাম মিরসরাই শিল্পনগরস্থ অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণপূর্বক ৩০" ব্যাসের ১১ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ, ৫০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার সিজিএস স্থাপন, সিজিএস-এর আউটলেট হতে ২৪" ব্যাসের ২০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ এবং ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার ৪টি ডিআরএস স্থাপন।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে "হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প" বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প" এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজার শরীফে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে সিলেট শহরে গ্রাহকসেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর আরো কয়েকটি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় (রেজিঃ নং-১৭০৩০/৪৩৪) রেজিস্ট্রার্ড কোম্পানি হিসাবে ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড নামে পেট্রোবাংলার অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানি হিসাবে গঠিত হয় যার বর্তমান অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা ও কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১৩২,৭৪,৭১,৮০০ টাকা।

কোম্পানির কার্যাবলি:

কোম্পানির আওতাভুক্ত সিলেট বিভাগে অবস্থিত সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলাধীন বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা কোম্পানির মূল কাজ। সে লক্ষ্যে দেশীয় প্রতিষ্ঠান সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও আইওসিভুক্ত প্রতিষ্ঠান জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড, বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড ও মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

ক) গ্রাহক সংযোগঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ০৭টি। আলোচ্য অর্থ বছরে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০৫টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ০৯টি শিল্পসহ মোট ১৪টি গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১০০% বেশি। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিভূত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ সংখ্যা সর্বমোট ২,২১,১৫৬টি।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিভূত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

খাত	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকৃত সংযোগ	৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
সারকারখানা	-	-	১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	-	-	১৯
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)	৩	৫	১৩৬
সি এন জি	-	-	৫৯
শিল্প	৪	৯	১৩৯
চা-বাগান	-	-	১০০
বাণিজ্যিক (হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	-	-	১,২১৭
গৃহস্থালী	-	-	২,১৯,৪৮৫
মোট	৭	১৪	২,২১,১৫৬

খ) গ্যাস ক্রয়ঃ

কোম্পানি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের গ্যাস ক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪১২৪.০০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৩৯৪৪.৮২৮ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করেছে। এ অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড- এর নিকট থেকে গ্যাস ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৫৪.৬৬১ ও ৪৮২.৯৯০ এমএমসিএম অর্থাৎ জাতীয় গ্যাস ক্ষেত্র হতে মোট ৮৩৭.৬৫১ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। পেট্রোবাংলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি (আইওসি) এর জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড, বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড ও মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ড থেকে যথাক্রমে ৯৭৪.১৯৩. ২০০১.৩৯১ ও ১৩১.৫৮৯ এমএমসিএম অর্থাৎ মোট ২৮৭৬.৭৬০ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সরকারি মালিকানাধীন গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ এবং আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহের নিকট হতে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত ২১ : ৭৯, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

পরিমাণ: এমএমসিএম

সরকারি/আইওসি	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ক্রয়
সরকারি	বিজিএফসিএল	৩৫৭.০০০	৩৫৪.৬৬১
	এসজিএফএল	৫৬০.০০০	৪৮২.৯৯০
	মোট	৯১৭.০০০	৮৩৭.৬৫১
সরকারি	জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড	১০০৫.৪৮২	৯৭৪.১৯৩
	বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড	২০৬৫.৭১০	২০০১.৩৯১
	মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ড	১৩৫.৮০৮	১৩১.৫৮৯
	মোট	৩২০৭.০০০	৩১০৭.১৭৩
	সর্বমোট	৪১২৪.০০০	৩৯৪৪.৮২৪

গ) গ্যাস বিক্রয়ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ৪০৬২.০১০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ৩৯৪৪.৮২৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করে ৩৯১৭.৮২৮ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬৯৮৭.৩৫ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আয় ৬৯৬৮.৭৫ কোটি টাকা, যার খাতওয়ারী বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

পরিমাণ: এমএমসিএম ও মূল্য: কোটি টাকা

গ্রাহক শ্রেণি	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকৃত বিক্রয়	
	আয়তন	মূল্য	আয়তন	মূল্য
সার কারখানা	৩৪২.৬৫০	৫৪৮.২৫	২৬৩.৮৮১	৪২২.২২
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	২৮৪৯.৬০০	৩৯৮৯.৪৪	২৬৯৫.৪৭৬	৩৮৯৩.১৯
ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	২৫৯.১৫০	৭৭৭.৪৩	২৯৪.৯০৮	৮৫৬.৫২
সি এন জি	১২৮.৩৪০	৪৪৯.২২	১৩৯.৬৪৫	৪৮৮.৭৬
শিল্প	২৯৮.৯৩০	৮৯৬.৭৮	৩২১.৯৮১	৯৪৪.৯৪
চা বাগান	২৮.৩২০	৩৩.৮০	৩২.৬৭৭	৩৮.৯৮
বাণিজ্যিক (হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	১০.৭২০	৩২.৭০	১৫.৫৮০	৪৭.৫২
গৃহস্থালি	১৪৪.৩০০	২৫৯.৭৩	১৫৩.৬৮০	২৭৬.৬২
মোট	**৪০৬২.০১০**	**৬৯৮৭.৩৫**	**৩৯১৭.৮২৮**	**৬৯৬৮.৭৫**

ঘ) সাফল্যঃ

কোম্পানিতে কোন অবৈধ সংযোগ নাই এবং গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নীতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২% কারিগরী সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলেও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর শেষে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সিস্টেম লস ০.৬৮ % এ সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে। কোম্পানির সার্বিক সিস্টেম লস তথা হিসাব বহির্ভূত গ্যাসের ক্ষয়ক্ষতি রোধে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তাছাড়া, ডি-নথির মাধ্যমে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে, ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, জিআরএস সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তি হচ্ছে, ডিজিটাল হাজিরা কার্যক্রম নিশ্চিত করা হয়েছে, অনলাইনে গ্যাস বিল আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে, গৃহস্থালি গ্রাহক প্রান্তে ৫০০০০ স্মার্ট প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে, স্থাপিত পাইপলাইন ও স্থাপনার নকশা/অবস্থান ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং নিরাপত্তা কার্যক্রম মনিটরিং-এর জন্য বিভিন্ন স্থাপনায় CCTV স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, গ্যাসের সঠিক সিস্টেম লস হিসাব, গ্যাস ব্যবহারে সচেতনতা ও আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে ইভিসি মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লি. (জেজিটিডিএসএল)- এর অধিভূক্ত এলাকায় এ পর্যন্ত ১০১ টি ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে নীতিমালা অনুযায়ী ইভিসি মিটার স্থাপন অব্যাহত রয়েছে, যা বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

ক) আয় ও ব্যয়:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রভিশনাল হিসাব মোতাবেক কোম্পানি গ্যাস বিপণন বাবদ ৬৯৬৮.৭৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আয় বাবদ ৩১২.৭০ কোটি টাকাসহ মোট ৭২৮১.৪৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে। অপরদিকে, গ্যাস ক্রয় বাবদ ১৪৯৮.৩৪ কোটি টাকা, বিভিন্ন মার্জিন ও অপারেটিং খরচ বাবদ ৫৪৩৯.৪৮ কোটি টাকাসহ ৬৯৩৭.৮২ কোটি টাকা পরিচালন বাবদ ব্যয় করে কোম্পানি মোট ৩৪৩.৬৩ কোটি টাকা কর-পূর্ব ও ২৪৯.১৩ কোটি টাকা করোত্তর নিট মুনাফা অর্জন করেছে।

খ) সরকারী কোষাগারে অর্থ জমাদানঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানি ডিএসএল বাবদ ৪.৬৬ কোটি, লভ্যাংশ বাবদ ৫০.০০ কোটি, আয়কর বাবদ ৯৪.৫০ কোটি ও আমদানি শুল্ক বাবদ ১.১৮ কোটি টাকাসহ মোট ১৫০.৩৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

(৪) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অত্র কোম্পানিতে বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম "জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০,০০০ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন"।

(৫) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

"জেজিটিডিএসএল এর কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প:

কোম্পানির যাবতীয় মালামাল যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিতরণের মাধ্যমে দ্রুত গ্রাহক সেবা প্রদান এবং অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধকল্পে সিলেট শহর সংলগ্ন দক্ষিণ সুরমা এলাকায় কোম্পানির কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ৫.৫০ একর অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, পাইপ ইয়ার্ডসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে জেজিটিডিএসএল এর সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে "জেজিটিডিএসএল এর কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় ২৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ০১ মার্চ ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৫।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগপূর্বক প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান, বিভিন্ন স্থাপনার ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ব্রিকস এ্যান্ড ব্রিজ লিঃ, ঢাকা-এর সাথে গত ১১ জুন ২০২৪ তারিখে পৃথক দুইটি (পূর্ত-৩ ও পূর্ত-৪) কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৪৭০.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৯.৩০%। বাস্তব অগ্রগতি ২৫.০০%। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আলোকে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জন্য প্রণীত স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ৭১টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ/র্কমশালা এবং কোম্পানিতে অনুষ্ঠিত ১৩টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসহ মোট ৮৪টি প্রশিক্ষণে ৯৪২ জন কর্মকর্তা ও ১২৬ জন কর্মচারিসহ সর্বমোট ১০৬৮ জন স্থানীয়/ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, কাজের স্বার্থে একই কর্মকর্তা একাধিক কর্মশালা ও ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬ মে, ২০২২ তারিখের পরিপত্র নম্বর ০৭.০০.০০০০.১২৬. ৩১.০০১.১৯-৭৬ অনুযায়ী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সকল বৈদেশিক ভ্রমণ/ওয়ার্কশপ/ সেমিনার স্থগিত করায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়নি।

(৭) ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ক) গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের আবাসিক শ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকদের আঙ্গিনায় প্রি-পেইড মিটার স্থাপনঃ

i) অগ্রগতি : জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড কর্তৃক আবাসিক শ্রেনির ৫০,০০০ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

ii) সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা : অবশিষ্ট ১,৫০০০০ আবাসিক শ্রেনির গ্রাহক আঙ্গিনায় প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং PDPP অনুমোদন হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য পেট্রোবাংলা বরাবর পত্র প্রদান করা হয়েছে।

খ) গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের স্থাপনা ও পাইপলাইনসমূহ SCADA এবং GIS এ অন্তর্ভুক্তকরণ:

i) অগ্রগতি : এই কোম্পানির ৫৭০.৮৭৫ কি.মি. সঞ্চালন পাইপলাইনের মধ্যে ৩৮৮ কি.মি. পাইপলাইনের GIS Based ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

ii) সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা : পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে অন্যান্য পাইপলাইনসমূহ জিআইএস এর অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

গ) পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস বিতরণ কোম্পানির সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার Automation সম্পন্নকরণ:

i) অগ্রগতি : পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Consultancy Services or Implementing the Automation of Gas Transmission & Distribution Pipeline Networks under different Companies of Petrobangla (3rd Revised) শীর্ষক প্রকল্প পেট্রোবাংলা কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে।

ঘ) Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পের মাধ্যমে গ্যাস লিকেজ চিহ্নিতকরণ এবং লিকেজ মেরামত কার্যক্রম জোরদারকরণ:

i) অগ্রগতি: জালালাবাদ গ্যাস এর আওতাধীন এলাকায় Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পের মাধ্যমে গ্যাস লিকেজ চিহ্নিতকরণ এবং লিকেজ মেরামত কার্যক্রম ২০১৯ সালে শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০৮৬২ টি রাইজার লিকেজ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ০৬ মাস পরপর মেরামতকৃত লিকেজগুলো মনিটরিং করা হচ্ছে।

ii) সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা: উক্ত প্রকল্পের কাজ ২০২৯ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে গ্যাস লিকেজ তথা CO_2 নিঃসরন বন্ধ করে জলবায়ু উষ্ণতা হ্রাসকরণ এবং মূল্যবান গ্যাস সম্পদ সাশ্রয়।

ঙ) তথ্যের নিরাপত্তায় Cyber Security কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

i) অগ্রগতি : JGTDSL এ Pre Paid এবং Post Paid Billing System চালু আছে। পোস্ট পেইড বিলিং এর সফ্টওয়্যার ও ডাটা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এ সুরক্ষিত আছে। তথ্যের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে তারা তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে। এছাড়াও প্রিপেইড বিলিং এর জন্য জেজিটিডিএসএল এর প্রধান কার্যালয়ে ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণে ওয়েব এপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল এবং কোর ফায়ারওয়াল ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও সকল ট্রানজেকশন সিকিউরড ভিপিএন টানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)-তে সুরক্ষিত ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল এর ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে কোম্পানির ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে এবং যাবতীয় সিকিউরিটি এটুআই নিশ্চিত করে। এছাড়াও এসএসএল সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করা হয়েছে।

ii) সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা: সিকিউরড স্ট্রাকচারড নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হচ্ছে যাতে বেসিক ফায়ারওয়াল নিশ্চিত করা হবে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র ফায়ারওয়াল ক্রয়পূর্বক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চ) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এবং বিভিন্ন ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড-এর মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা এবং গ্যাস বিলের হালনাগাদ তথ্য ও প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ ব্যবস্থা চালুকরণ:

i) অগ্রগতি : মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এবং বিভিন্ন ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন; পোস্টপেইড : বিকাশ, রকেট, নগদ এবং একপে এর মাধ্যমে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে; প্রিপেইড : ইউপে, নগদ, রকেট এবং বিকাশ এর মাধ্যমে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও ভিসা এবং মাস্টারকার্ড ব্যবহার এর মাধ্যমে প্রিপেইড এবং পোস্টপেইড উভয় প্রকার বিল পরিশোধ করা যায়।

বিলের হালনাগাদ তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু আছে। নিম্নোক্ত লিংকে এই সেবা পাওয়া যায়:
https://gasbill.jalalabadgas.org.bd/gas_bill_check.php

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলি:

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাসভিত্তিক শিল্প-কারখানা বিকাশের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ২৯ নভেম্বরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পিজিসিএল), বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর একটি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০০০ সালের ২৪ এপ্রিল হতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানিটি ইতোমধ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ, বাঘাবাড়ী, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া, শাহজাদপুর, বেড়া, সাঁথিয়া, উল্লাপাড়া, রাজশাহীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় গ্যাস পৌঁছে দিয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করে পিজিসিএল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা পালন করছে। "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ

শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২২/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভা এবং "পিজিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার, স্কাডা এবং জিআইএস স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ৩১/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে, যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্যাস বিপণন ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বৃদ্ধির পাশাপাশি সার্বিক বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করেছে। অনুমোদিত শিল্প গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সংযোগ ও সরবরাহ প্রদান করা হলে কোম্পানির আর্থিক কলেবর অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে, অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে এবং দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কোম্পানি কর্তৃক নিম্নরূপ কার্যাবলী সম্পাদন/গ্রাহকসেবা প্রদান করা হচ্ছে:

- গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত সেবা;
- জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ সেবা;
- গ্যাস বিল সংক্রান্ত সেবা;
- গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সেবা;
- ভিজিল্যান্স কার্যক্রম;
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- গ্যাস ব্যবহারে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম;
- গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এনার্জি ইফিসিয়েন্ট গ্যাস সরঞ্জামাদির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
- সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ড।

কোম্পানির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৩১১ জন কর্মকর্তা এবং ৬৬ জন কর্মচারীসহ মোট ৩৭৭ জন স্থায়ী জনবলের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানিতে ১৭৯ জন কর্মকর্তা এবং ২৭ জন কর্মচারী অর্থাৎ মোট ২০৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে। তন্মধ্যে ২২ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলাসহ অন্যান্য কোম্পানিতে প্রেষণে কর্মরত আছে। এছাড়া, জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আউটসোর্সিং ভিত্তিতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৯৮ জন জনবল কোম্পানিতে বর্তমানে নিয়োজিত রয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ:

উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পিজিসিএল এর আওতাভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ৮.৮৪২ কি.মি. গ্যাস নতুন পাইপলাইন স্থাপন করা হয়। এছাড়া, বিদ্যমান নেটওয়ার্কভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১১.২৬৪ কি.মি. গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনঃস্থাপন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

গ্রাহক গ্যাস সংযোগ:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ০১টি শিল্প, ০১টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ও ০৪টি সরকারি মিটারযুক্ত গৃহস্থালীসহ সর্বমোট ০৬টি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানির শুরু হতে অদ্যবধি কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত সর্বমোট সংযোগ সংখ্যা ১,২৯,৪১২ টি।

গ্যাস বিক্রয়:

বিগত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পিজিসিএল সর্বমোট ১১৯০.২৪৪ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রয় করেছে। গত অর্থবছরে মোট গ্যাস বিক্রয় করা হয়েছিল ১৩৪২.৯১৬ এমএমসিএম। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৫২.৬৭২ এমএমসিএম গ্যাস কম বিক্রয় করা হয়েছে, যা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের তূলনায় ১১.৩৭% কম (প্রায়)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানির ফলে গ্যাস প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয় বেশি হবে বলে আশা করা যায়।

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ:

অনাদায়ী গ্যাস বিল আদায়, বৈধ গ্রাহকের অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার ও গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট অন্যান্য অনিয়মের কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত ভিজিল্যান্স কমিটি গঠনের পাশাপাশি একটি ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের তথ্য প্রাপ্তির পর উক্ত ডিপার্টমেন্টের তাৎক্ষণিক অভিযানের ফলে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অবৈধ ও খেলাপী গ্রাহকদের মোট ৬৪১ টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ফলে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের জন্য প্রয়োজনে উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন:

দেশব্যাপী জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহক আঙিনায় ১৪টি এবং নিজস্ব স্থাপনায় ০৯টি সর্বমোট ২৩টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক আঙিনায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রাহক আঙিনায় ৮৮টি এবং নিজস্ব স্থাপনায় ২৬টি সর্বমোট ১১৪ টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

গ্যাস স্টেশনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম:

পিজিসিএল-এর আওতাধীন ০৩টি টিবিএস, ১১টি ডিআরএস ও ০৬টি সিএমএস-এর মাধ্যমে ০৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন সিরাজগঞ্জ, বাঘাবাড়ী, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া, শাহজাদপুর, বেড়া, সাঁথিয়া, উল্লাপাড়া, সয়দাবাদস্থ পাওয়ার হাব, ঈশ্বরদী ইপিজেড এবং রাজশাহী মহানগরের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বর্ণিত টিবিএস, ডিআরএস ও সিএমএসসমূহে স্থাপিত সকল সরঞ্জামাদি (ফিল্টার সেপারেটর, শ্লাম-শাট ভাল্ব, রেগুলেটর, রিলিফ ভাল্ব ও মিটার) পর্যায়ক্রমে রুটিনমাফিক পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। একই সাথে গ্রাহকগণের নিকট বিতরণযোগ্য গ্যাস গন্ধযুক্ত করার জন্য টিবিএস ও ডিআরএস-এ স্থাপিত অডোরাইজার ইউনিটসমূহের মাধ্যমে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কে অডোরেন্ট চার্জ চলমান রয়েছে।

সিপি সিস্টেম মনিটরিং ও উন্নয়ন:

পিজিসিএল গ্যাস নেটওয়ার্কে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাসের সর্বমোট ১,৬৮৬.০০ কিলোমিটার পাইপলাইন পর্যায়ক্রমে স্থাপন করা হয়। স্থাপিত পাইপলাইনের ক্ষয়রোধকল্পে বিভিন্ন সময়ে Impress Current Cathodic Protection (ICCP) পদ্ধতিতে সর্বমোট ৩৭ টি সিপি স্টেশন স্থাপন করা হয়, যার মধ্যে ৩৬ টি TR Set ও ০১ টি TEG Set। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে Installation & Elevation of CP Test Point Post with Testing Facilities and Repair of CP Room-শীর্ষক কাজের আওতায় ৬২টি Test Post Point নতুন করে স্থাপন ও ২০টি Test Post Point উঁচুকরণসহ ০৫ টি সিপি স্টেশন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। এছাড়া সকল সিপি স্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন ও স্থাপিত সিপি স্টেশন সমূহের Drain Point Post হতে PSP (Pipe to Soil Potential) Reading সংগ্রহ করে সিপি সিস্টেম মনিটরিং করা হয়।

৩। আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে Provisional Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income মোতাবেক পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক Late payment Penalty, Connection Charges, Demand Charge, Meter Rent, Penalty & Fine, Commissioning Fee, Service Charge ইত্যাদিসহ গ্যাস বিক্রয় খাতে মোট প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ২,২৮৩.২৭ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ১,৬৮১.৪১ কোটি টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে Provisional Total Cost of Sale-এর পরিমাণ ২,০৬২.৫৮ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ খাতে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ১,৫১২.৫৫ কোটি টাকা। Other Income, Interest Income, Financial Expense & Beneficiary Profit Participation Fund বিবেচনায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে Provisional Net Profit Before Tax এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬৯.৮৪ কোটি টাকা এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ১৩৩.৯২ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির নিট মুনাফার ৫% হারে ৮.৯৪ কোটি টাকা Provisional Beneficiary Profit Participation Fund খাতে প্রদেয় হবে। গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমান ছিল ৭.০৫ কোটি টাকা।

৪। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মকাণ্ডঃ

- পিজিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় বর্তমানে স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন (১৫০ পিএসআইজি পর্যন্ত) নেটওয়ার্ক এর পুনর্বাসন, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
- RDA-এর অর্থায়নে বুয়েট হতে খড়খড়ি বাইপাস পর্যন্ত ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের এবং ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৬০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।
- সাসেক-২ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৫ এর অর্থায়নে বগুড়া বনানী বাইপাস হতে তিনমাথা রেলগেট পর্যন্ত ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৬০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।
- সাসেক-২ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৩ এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ হাটিকুমরুল মোড় হতে জিটিসিএল ভাল্ব স্টেশন পর্যন্ত ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।
- বগুড়া সওজ-এর অর্থায়নে মোহাম্মাদ আলী হাসপাতাল হতে পাসপোর্ট অফিস পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ব্যাসের গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর/পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।
- ব্র্যাক ডেইরী এন্ড ফুড প্রজেক্ট, চড়িয়া কান্দিপাড়া, সলঙ্গা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ এ গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত গ্রাহক অর্থায়নে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে।
- পিজিসিএল এর অর্থায়নে রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকায় বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১০০.০০ কি.মি. পাইপলাইনের GIS Mapping, Coating Defect Assessment ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

উন্নয়ন প্রকল্পঃ

ক) “রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন (জিওবি ও পিজিসিএল-এর নিজস্ব অর্থায়ন, প্রকল্পের অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত); যার ভৌত অগ্রগতিঃ ৬৫.০০% ও আর্থিক অগ্রগতিঃ ৫২.০৬%।

খ) Installation of Smart Prepaid Gas Meters, SCADA & GIS at PGCL Franchise Area (জিওবি, প্রকল্প সাহায্য (বিশ্ব ব্যাংক) ও পিজিসিএল-এর নিজস্থ অর্থায়ন, অক্টোবর, ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত); যার ভৌত অগ্রগতিঃ ০.০০% ও আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০৩%।

অন্যান্য প্রকল্পঃ

- সাসেক-২ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৩ এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ হাটিকুমরুল মোড়ে ঢাকা-বগুড়া রোডে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনঃস্থাপনকরণ।
- সাসেক ২ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৫ এর অর্থায়নে বগুড়াস্থ’ বনানী বাইপাস হতে তিনমাথা রেলগেট পর্যন্ত ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৬০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনঃস্থাপনকরণ।
- পিজিসিএল এর আওতাধীন এলাকায় বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১৫০.০০ কি.মি. পাইপলাইনের GIS Mapping ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদনকরণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত সিরাজগঞ্জ শিল্প পার্ক-২ শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণকরণ।
- হাটিকুমরুল-বগুড়া রোডস্থ’ হাটিকুমরুল মোড় হতে সমবায় ফিলিং স্টেশন পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনকরণ।
- বগুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ভুক্ত এলাকায় ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের (১০+৮)=১৮ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- RDA- এর অর্থায়নে বুয়েট হতে খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী ৮ ইঞ্চি ও ৪ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে মাটিঢালী হতে বাঘোপাড়া পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনকরণ।

- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে বগুড়াস্থ' বনানী হতে তিনমাথা পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনকরণ।
- "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণকরণ।

৬। মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

একটি প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মস্পৃহা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কাজের গুণগত মান ও উদ্ভাবনী চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। তদনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জিত হয়েছে। বিগত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৮টি স্থানীয় প্রশিক্ষণে ৫৯৫ জন, ২৭টি বিভিন্ন ধরনের সেমিনার/কর্মশালা/ওয়ার্কশপে মোট ৫৪১ জন এবং ০৪টি শিখন সেশনে মোট ১১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ০১টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ০১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

৭। ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনাঃ

- বগুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ভুক্ত এলাকায় ২৫ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার নতুন ১টি ডিআরএস নির্মাণ।
- গ্যাস উৎপাদন, আমদানি, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রান্তে সরবরাহকৃত গ্যাসের সঠিক পরিমাপ নিরূপণে অফটেক/ইনটেক/অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে মিটারিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন।
- গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ-এর আবাসিক শ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকদের আঙিনায় স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপন।
- গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের স্থাপনা ও পাইপলাইনসমূহ SCADA এবং GIS এ অন্তর্ভূক্তকরণ।
- পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস বিতরণ কোম্পানির সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার Automation সম্পন্নকরণ।
- নলকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের ডরমেটরি ভবনের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলার উলম্বিক বর্ধিতকরণ।
- সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেসরকারী) এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।
- উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, নীলফামারীতে গ্যাস সরবরাহের জন্য অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ও ডিআরএসসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ। (১০০% উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষের নিজস্থ অর্থায়নে, জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে জুলাই ২০২৭ পর্যন্ত)।
- সৈয়দপুর বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ। (১০০% সৈয়দপুর বিসিক শিল্পনগরী কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে, জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে জুলাই ২০২৭ পর্যন্ত)।
- রংপুর বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ। (১০০% রংপুর বিসিক শিল্পনগরী কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে, জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে জুলাই ২০২৭ পর্যন্ত)।
- বিসিক লেদার এন্ড মাল্টিসেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারী), পবা, রাজশাহী এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% জিওবি অনুদানে জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে জুলাই ২০২৭ পর্যন্ত)।
- বিসিক কর্তৃক পস্তাবিত বগুড়া শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণকরণ। (বগুড়া শিল্প পার্ক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০২৪- ডিসেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত)।
- বগুড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল-১ (সরকারি), শাহজাহানপুর, বগুড়া এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৭ হতে জুন ২০২৯ পর্যন্ত)।
- সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও চৌহালী উপজেলায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত)।
- নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি) এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০২৫ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত)।
- নাটোর শহর গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প। (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত)।

- রাজশাহী অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি), পবা, রাজশাহী এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% রাজশাহী অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে জুলাই, ২০২৮ পর্যন্ত)।
- সাপাহার অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি), সাপাহার, নওগাঁ এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ (১০০% সাপাহার অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩২ পর্যন্ত)।
- দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি), দিনাজপুর সদর এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০৪১ থেকে জুন, ২০৪২ পর্যন্ত)।
- পঞ্চগড় অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি), দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% পঞ্চগড় অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০৪৭ থেকে জুন, ২০৪৮ পর্যন্ত)।
- কুড়িগ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি), কুড়িগ্রাম সদর এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% কুড়িগ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০৪৭ থেকে জুন, ২০৪৮ পর্যন্ত)।
- বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৩ হতে জুন ২০৩৫ পর্যন্ত)।
- গাইবান্ধা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৫ হতে জুন ২০৩৮ পর্যন্ত)।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৪ হতে জুন ২০৩৬ পর্যন্ত)।
- কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৪৬ হতে জুন ২০৪৮ পর্যন্ত)।
- দিনাজপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৯ হতে জুন ২০৪১ পর্যন্ত)।
- ঠাকুরগাঁ, পঞ্চগড় শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৪৩ হতে জুন ২০৪৬ পর্যন্ত)।
- সিরাজগঞ্জ রিজিওনাল অফিস-এর জন্য অফিস বিল্ডিং নির্মাণ।
- ১০০% জিওবি অনুদানে সিরাজগঞ্জ জেলার নলকায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর ১৪তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
- বিসিআইসি কর্তৃক প্রস্তাবিত উত্তরবঙ্গে ইউরিয়া সার-কারখানায় গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইন নির্মাণকরণ।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেডঃ

১। কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলিঃ

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল) গত ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে Registrar of Joint Stock Companies and Firms-এ নামে নিবন্ধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারি মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন (Authorized Capital) নির্ধারণ করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০০ (একশত) কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসেবে মোট শেয়ার সংখ্যা ১,০০,০০০০০ (এক কোটি)। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পাঁচজন পরিচালক এবং সচিবসহ মোট ৭ (সাত) জন শেয়ারহোল্ডারের ০৭ (সাত)টি এবং বাকি ৯৯,৯৯,৯৯৩ (নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত তিরানব্বই) টি শেয়ার পেট্রোবাংলার রিপ্রেজেনটেটিভ চেয়ারম্যান-এর নামে বরাদ্দ আছে। কোম্পানির Memorandum and Articles of Association-এ Subscriber হিসেবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছেন। Memorandum and Articles of Association-এর ১০৭ ধারা অনুযায়ী এসজিসিএল-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক ০৯ (নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে।

দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে খুলনা তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। বর্তমানে খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা এ কোম্পানির অধিভুক্ত এলাকা। অধিভুক্ত এলাকায় বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সংযোগ পরবর্তী সেবা প্রদানের দায়িত্ব এ কোম্পানির।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

এসজিসিএল কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ভোলাস্থ গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ, শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক ও ক্যাপটিভ খাতে এবং জাতীয় গ্যাস গ্রীড হতে কুষ্টিয়া বিসিকে অবস্থিত দুইটি শিল্প গ্রাহক, একটি ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক ও ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। অত্র কোম্পানির কুষ্টিয়া ও ভোলাস্থ আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়সমূহে মিটারবিহীন আবাসিক শ্রেণিতে ২৩৪৫ টি চুলা ও মিটারযুক্ত আবাসিক শ্রেণিতে ৩১টি গ্রাহক, ০২টি বাণিজ্যিক শ্রেণির প্রতিষ্ঠান, ০৩টি ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির প্রতিষ্ঠান ও ০৮টি শিল্প শ্রেণির প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই'২০২৩ হতে জুন'২০২৪ পর্যন্ত মোট ৫০.৭৬৩৯৮৩ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভোলা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ভোলা ৩৪.৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সর্বমোট ৮৫০.১৯৮১৮৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে, যা দেশের উন্নয়নে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী ভোলা ও ভেড়ামারা বিতরণ এলাকায় মোট ৯০০.৯৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় বাবদ কোম্পানি ১৩৭৮৮৮.৪৫ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য অপারেশনাল আয় খাতে ১০৬৮৭.৭৭ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১৪৮৫৭৬.২২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করেছে। বিগত অর্থ-বছরে এ আয়ের পরিমাণ ছিল ৯০৬০৫.৯২ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য ১২৬৪১৭.৫৭ লক্ষ এবং অবচয়সহ বিতরণ ব্যয় ২৮৯৬.২২ লক্ষ টাকাসহ মোট রাজস্ব ব্যয় ১২৯৩১৩.৭৯ লক্ষ টাকা। অন্যান্য নন অপারেটিং আয়, ব্যাংক মুনাফা খাতে আয়, ঋণের সুদ খাতে ব্যয়, শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল খাতে প্রভিশন ইত্যাদি বিবেচনায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী কর পূর্ব ও কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ১৮৩৬০.৫৪ লক্ষ ও ১৩৭৭১.৭৪ লক্ষ টাকা। বিগত অর্থ-বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৫৬৩.৯০ লক্ষ ও ৬৯৩৪.০৬ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থ-বছরে কোম্পানির মোট রাজস্ব আয় ৬৩.৯৮% বৃদ্ধি পেয়েছে ও পরিচালন ব্যয়সহ মোট ব্যয় ৬০.০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কর পূর্ব ও কর পরবর্তী নীট মুনাফা বিগত অর্থ-বছরের তুলনায় যথাক্রমে ৯১.৯৮% ও ৯৮.৬১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী কোম্পানির অবণ্টিত মুনাফা ১২২৫১.৩২ লক্ষ টাকা রেভিনিউ রিজার্ভ খাতে স্থানান্তর, ৩৭০.২৪ লক্ষ টাকা পেট্রোবাংলার স্থানীয় ঋণ পরিশোধ, মোট চলতি দায় ৬৩৭১৬.৪৪ লক্ষ টাকা এবং অবচয় তহবিল খাতে ২৭০.৪২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কোম্পানির মূলধন, ঋণ ও দায় বিগত বছরের তুলনায় ৭৬৫২০.৭১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৫২.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক ৯৭.১১ লক্ষ টাকার স্থায়ী সম্পদ ক্রয়, Work-in-progress ৪৫৪৯.৬৮ লক্ষ টাকা হ্রাস, স্থায়ী আমানত ১০৮৭২.৬০ লক্ষ টাকা হ্রাস এবং মোট চলতি সম্পদ ৮৭৫৬৮.৭৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির কারণে মোট সম্পদ বিগত বছরের তুলনায় ৭৬৫২০.৭১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৫২.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী অবচয়সহ মোট বিতরণ ব্যয় খাতে বাজেট বরাদ্দ ৩৩৩২.৪৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৮৯৬.২২ লক্ষ টাকা যা বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ৪৩৬.২৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১৩.০৯% কম। মূলধনী ব্যয় খাতে বাজেট বরাদ্দ ৬৯৬.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৯৭.১১ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরে কোম্পানির লভ্যাংশ বাবদ ১২.৫০ কোটি টাকা, আয়কর বাবদ ৩০২৮.৮৫ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৩০৪১.৩৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

বকেয়া গ্যাস বিল বাবদ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর গ্যাস বিক্রয় বাবদ মোট বকেয়া এর পরিমান ১২৯৩.৭৫ কোটি টাকা যা প্রায় ৮.৩৩ মাসের গ্যাস বিক্রয় এর সমতূল্য। বিদ্যুৎ শ্রেণির গ্রাহকের নিকট বকেয়ার পরিমান ১২৯১.২৮ কোটি টাকা যা মোট বকেয়ার ৯৯.৮১%। বিদ্যুৎ শ্রেণির গ্রাহকগণ গ্যাস বিলের অর্থ নিয়মিতভাবে পরিশোধ না করায় বর্তমানে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ চরম তারল্য সংকটে রয়েছে। ৩০ শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত শিল্প শ্রেণির গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিল বাবদ বকেয়া ২.১০ কোটি টাকা এবং বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকের নিকট বকেয়ার পরিমান ০.০১ কোটি টাকা। এছাড়াও আবাসিক শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট বকেয়ার পরিমান ০.৩৬ কোটি টাকা। ৩০ শে জুন ২০২৪ তারিখে ক্যাপটিভ শ্রেণির গ্রাহকের নিকট এবং শিল্প শ্রেণির আওতাভুক্ত ভোলার নন-পাইপ গ্যাস গ্রহণকারী গ্রাহক এর নিকট গ্যাস বিল বাবদ কোনো বকেয়া নেই।

বকেয়া গ্যাস বিল বাবদ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের মোট আদায়ের পরিমান ৬১২.৪৯ কোটি টাকার মধ্যে বিদ্যুৎ শ্রেণির গ্রাহকগণ এর নিকট হতে আদায়ের পরিমান ৪৬৬.০৬ কোটি টাকা, শিল্প শ্রেণির গ্রাহকের নিকট হতে গ্যাস বিল বাবদ আদায়ের পরিমান ৮৮.০৩ কোটি টাকা, ক্যাপটিভ শ্রেণির গ্রাহকের নিকট হতে গ্যাস বিল বাবদ আদায়ের পরিমান ৪৮.৭৪ কোটি টাকা, বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকের নিকট হতে গ্যাস বিল বাবদ আদায়ের পরিমান ০.০৮ কোটি টাকা, আবাসিক শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট হতে গ্যাস বিল বাবদ আদায়ের পরিমান ৮.৫২ কোটি টাকা, ভোলার নন-পাইপ গ্যাস গ্রহণকারী গ্রাহক এর নিকট হতে গ্যাস বিল বাবদ আদায়ের পরিমান ১.০৬ কোটি টাকা।

এছাড়া ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক (সরকার কর্তৃক অসমাপ্ত রেখে সমাপ্তকৃত) প্রকল্পের DSL এর এডিবি'র ৬ষ্ঠ এবং ৭ম কিস্তির মূল (সাময়িক) অর্থ বাবদ (১২,৯০,৮৯০.৭৯*২)=২৫,৮১,৭৮১.৫৮ (পঁচিশ লক্ষ একাশি হাজার সাত শত একাশি দশমিক পাঁচ আট) মার্কিন ডলারের সমমানের অর্থ পরিশোধের তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত হার অনুযায়ী ২৯,৪৩,২৩,১০০.০০ (উনত্রিশ কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ তেইশ হাজার একশত) টাকা পরিশোধিত হয়েছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডঃ

ক) খুলনা জেলায় ডিআরএস স্থাপনের নিমিত্ত নির্ধারিত জমির ভূমি উন্নয়ন ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণঃ

খুলনা জেলায় গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে এসজিসিএল এর অধিকারভুক্ত খুলনা জেলায় বিদ্যমান একমাত্র পরিকল্পিত শিল্প এলাকা 'বিসিক শিল্পনগরী, শিরোমনি'তে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে খুলনা জেলার যোগীপোল নামক স্থানে ডিআরএস নির্মাণের জন্য এসজিসিএল-এর নির্ধারিত ১৬.৬৫ শতাংশ জমির ভূমি উন্নয়ন ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ) ভোলা এলাকা হতে প্রাথমিকভাবে ৫এমএমসিএফডি গ্যাস কম্প্রেসড করে পরিবহণপূর্বক তিতাস গ্যাসের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহঃ

'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনে সর্বশেষ সংশোধনসহ)' অনুসরণক্রমে ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি-এর নিজ উদ্যোগ ও ব্যয়ে এসজিসিএল এর কারিগরি বিনির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে ভোলা এলাকার উদ্বৃত্ত গ্যাস কম্প্রেসড করে প্রাথমিকভাবে ৫ এমএমসিএফডি এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরো ২০ এমএমসিএফডি গ্যাস কম্প্রেসডকরণ/পরিবহণ/সরবরাহের জন্য সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক তিতাস গ্যাসের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের লক্ষ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি-এর মধ্যে গত ২১ মে ২০২৩ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ভোলা হতে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস তিতাস গ্যাসের আওতাধীন গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ কার্যক্রম গত ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে তিতাস গ্যাসের আওতাধীন এলাকাস্থ বিভিন্ন গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে আলোচ্য পদ্ধতিতে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

গ) বিতরণ পাইপলাইনের Coating Defect ও Leak Detection কার্যক্রমঃ

ভোলা এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের ৩৮ কিলোমিটার বিতরণ পাইপলাইনের Coating Defect ও Leak Detection কার্যক্রম ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। বিতরণ পাইপলাইনে ৫৮টি Coating Defect পাওয়া গেছে এবং কোন Leak Detection পাওয়া যায়নি।

ঘ) এসজিসিএল-এর অধিকারভুক্ত ভোলা ও কুষ্টিয়া এলাকায় পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত Cathodic Protection system আপগ্রেডেশনঃ

এসজিসিএল এর অধিকারভুক্ত ভোলা এলাকায় ০২টি Transformer Rectifier (TR) সেট ও ১৬টি টেস্ট পোস্ট এবং কুষ্টিয়া এলাকায় ০১টি TR সেট ও ০২টি টেস্ট পোস্ট স্থাপনের মাধ্যমে Cathodic Protection system আপগ্রেডেশন করে ভোলা ও কুষ্টিয়া এলাকায় পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া, উক্ত TR সমূহকে অনলাইন মনিটরিং এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

ঙ) এসজিসিএল-এর অধিকারভুক্ত এলাকায় পাইপলাইন ও ভাল্‌ভ পিট মেরামতঃ

এসজিসিএল এর অধিকারভুক্ত এলাকায় স্থাপিত বিতরণ ও সার্ভিস পাইপলাইন এবং পাইপলাইনে অবস্থিত ভাল্‌ভপিটসমূহের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ / মেরামত কার্যক্রম ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।

চ) এসজিসিএল-এর অধিকারভুক্ত এলাকায় ০২টি গ্যাস স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ / মেরামতঃ

এসজিসিএল ও পেট্রোবাংলা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এপিএ আলোকে এসজিসিএল এর অধিকারভুক্ত ভোলা এলাকায় বিপিডিবি ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি আরএমএস ও কুষ্টিয়া এলাকায় ভেড়ামারা ৪১০ মে.ও. সিসিপিপি আরএমএস এর রক্ষণাবেক্ষণ / মেরামত কার্যক্রম ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক) রূপসা ৮০০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহঃ

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল)-এর অর্থায়নে রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য এনডব্লিউপিজিসিএল এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) এর যৌথ তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণের বিষয়ে গত ৩০/০৪/২০১৭ তারিখে উক্ত কোম্পানিদ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। সে অনুযায়ী এনডব্লিউপিজিসিএল-এর অর্থায়নে এবং এসজিসিএল-এর কারিগরী সহযোগিতায় জিটিসিএল-এর খুলনাস্থ আড়ংঘাটা সিজিএসি হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র আঙ্গিনা পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৯.২১২৭ কি.মি. এবং ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১.৮৫৫৩ কি.মি. অর্থাৎ মোট ১১.০৬৮ কিঃ মিঃ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে যা গত ০৩/০৯/২০২০ কমিশনিং করা হয়েছে। এছাড়াও বর্ণিত পাইপলাইনের মাধ্যমে নির্মিতব্য খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ সিসিপিপি-তে গ্যাস সরবরাহের জন্য একটি অফটেকের সংস্থান রাখা হয়েছে। রূপসা ৮০০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আরএমএস নির্মাণের জন্য গত ২৮/১১/২০১৯ তারিখে এনডব্লিউপিজিসিএল এবং সাংহাই ইলেকট্রিক, চায়না ও এ্যানসাল্ডো এনার্জিয়া, ইটালী জেভিসি এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ০৪/০৪/২০২৪ তারিখে নির্মিত আরএমএস এর হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে রেগুলেটিং ইউনিটের Pneumatic টেস্টিং এবং হুক আপ লাইনের হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। এসজিসিএল-এর কারিগরি সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে কন্ট্রোল বিল্ডিং এবং অন্যান্য পূর্ত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে আরএমএস নির্মাণ শেষ হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জন্য মোট ১৪০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজন হবে।

খ) ভোলার বোরহানউদ্দিনস্থ নূতন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিমিটেড -এর স্থায়ী আরএমএস ও পাইপলাইন নির্মাণপূর্বক ২২০ মেঃওঃ সিসিপিপি-তে গ্যাস সরবরাহঃ

নূতন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিঃ (এনবিবিএল) কর্তৃক ভোলাস্থ বোরহানউদ্দিনে স্থাপিত ২২০ মেঃওঃ গ্যাস (এইচএসডি) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্রাহক অর্থায়নে (Depository Work) ৪৮ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার একটি আরএমএস ও ১২ "DN x 7 x ১০০০ psig পাইপলাইন নির্মাণের নিমিত্ত গত ১৫/০১/২০২০ তারিখে এনবিবিএল এবং M/s. Tormene Americana SA-JVCA এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। M/S. Tormene Americana SA-JVCA এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ০৪/০৫/২০২০ তারিখে Letter of Credit (LC) ইস্যু করার ৩০০ (তিনশত) দিন অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত আরএমএস ও পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষিতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ১৯/০৫/২০২০ তারিখে Force Majeure ঘোষণা করে। পরবর্তীতে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৫০ দিন অর্থাৎ ২৮/০৭/২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। উল্লেখ্য যে, M/S. Tormene Americana SA-JVCA কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্থাবিত আরএমএস-এ স্থাপিতব্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির Detailed Engineering, Design, Drawing ইত্যাদি দলিলাদি বিস্তারিত পর্যবেক্ষণান্তে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। প্রজেক্টের কার্যসম্পাদনের সর্বশেষ তারিখ অর্থাৎ ২৮/০৭/২০২১ তারিখ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে ৫৭% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে কাজ সম্পন্ন করতে বিলম্ব হওয়ায় ঠিকাদার নতুন করে ২১০ (দুইশত দশ) দিন অর্থাৎ ২৩/০২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত কার্যসম্পাদনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করে যা এসজিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ তা অনুমোদন করে। কন্ট্রোল বিল্ডিং ও স্থায়ী আরএমএস এবং পাইপলাইন র্নিমাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৮/১১/২০২৩ তারিখে পাইপলাইন কমিশনিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে স্থায়ী আরএমএস এর কমিশনিং কাজ চলমান রয়ছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রজেক্টের সামগ্রিকভাবে প্রায় ৯৭% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

গ) ভোলা এলাকা হতে পরবর্তী পর্যায়ে ২০ এমএমসিএফডি গ্যাস কম্প্রেসড করে পরিবহণপূর্বক তিতাস গ্যাসের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহঃ

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি এর মধ্যে গত ২১ মে ২০২৩ তারিখ স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি-এর নিজ উদ্যোগ ও ব্যয়ে এসজিসিএল এর কারিগরি বিনির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে ভোলা এলাকার উদ্বৃত্ত গ্যাস কম্প্রেসড করে পরবর্তী পর্যায়ে আরো ২০ এমএমসিএফডি গ্যাস কম্প্রেসডকরণ/পরিবহন/সরবরাহের জন্য সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক তিতাস গ্যাসের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের লক্ষ্যে ইন্ট্রাকো কর্তৃক ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলাস্থ চর গাজীপুর ও ছোট মানিকা মৌজায় কম্প্রেসিং স্টেশন স্থাপনের জন্য ভূমি উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক পূর্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও এসজিসিএল এর কারিগরি বিনির্দেশ অনুযায়ী গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ইন্ট্রাকো কর্তৃক দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঘ) ভোলা জেলায় আবুল উলাইয়া টেক্সটাইলস মিলস লিমিটেড নামীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ:

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৩৬তম সভার সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে গত ১৩/০৪/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এসজিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৩৮তম সভায় ভোলা এলকায় প্রস্তাবিত আবুল উলাইয়া টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিতে গ্যাস সংযোগের প্রাথমিক সম্মতির নীতিগত অনুমোদন পাওয়া যায়। সে প্রেক্ষিতে আবুল উলাইয়া টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড-এ গ্যাস সরবরাহের জন্য এসজিসিএল-এর আওতাধীন ভেঞ্চার ডিআরএস মডিফিকেশন এবং তথা হতে গ্রাহক আঙ্গিনা পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ২.৬ কি. মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ১.৪ শ্রেণির ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান রয়েল ইউটিলাইজেশন সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিঃ-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। গত ২৭/০৭/২০২৩ তারিখে আবুল উলাইয়া টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড কর্তৃক এসজিসিএল-এর ডিমান্ড নোট অনুযায়ী চাহিদাকৃত টাঃ ৫,৯৩,৮২,৪৪২/- কোম্পানির অনুকূলে জমা প্রদান করেছে। পাইপলাইন নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।

ঙ) খুলনা বিসিক শিল্পনগরী'তে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহকল্পে খুলনা জেলায় গ্যাস বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ:

এসজিসিএল-এর ১৪২তম পর্ষদের গত ২৯/০৭/২০২৩ তারিখের সভায় খুলনা জেলার বিদ্যমান বিসিক শিল্প নগরীতে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে এসজিসিএল-এর অর্থায়নে গ্যাস উৎস অফটেক (জিটিসিএল-এর খুলনা সিজিএস) হতে প্রস্তাবিত বিসিক শিল্পনগরী পর্যন্ত আনুমানিক মুখ্য গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন, ০১টি ডিআরএস (৩০০-১৪০ পিএসআইজি), বিতরণ পাইপলাইন, সিপি সিস্টেম এবং আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে জিটিসিএল এর সিজিএস হতে বিসিক গেট পর্যন্ত ১০" ব্যাস X ৩০০ পিএসআইজি চাপ X ৬.৪ কি. মি. মুখ্য গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন, ০১টি ডিআরএস ও ১০" ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি চাপ X ১.৭ কি. মি. বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র গত ১২/০২/২০২৪ তারিখে ই-জিপিতে আহ্বান করা হয়। আহ্বানকৃত দরপত্র অনুযায়ী মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে গত ০৬/০৬/২০২৪ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৩/০৬/২০২৪ তারিখে ঠিকাদারকে সাইট হস্তান্তর করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক সাইটে মবিলাইজেশন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে পাইপলাইন স্থাপনের জন্য সড়ক ও জনপদ বিভাগ, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, এলজিইডি হতে অনুমতি গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চ) ভোলা বিসিক শিল্পনগরী এর অভ্যন্তরে গ্যাস বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ:

এসজিসিএল-এর আওতাধীন ভোলা জেলায় অবস্থিত বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত বিসিকের অর্থায়নে এসজিসিএল এর মাধ্যমে ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসেবে বিসিকের অভ্যন্তরে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে গত ১৪/০১/২০২৪ তারিখে এসজিসিএল ও বিসিকের এর মধ্যে এতদসংশ্লিষ্ট Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী ভোলা বিসিকের অভ্যন্তরে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের জন্য ই-জিপিতে আহ্বানকৃত দরপত্র অনুযায়ী মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান টেকনো গ্যাস সার্ভিসেস-এর সাথে গত ২৯/০৫/২০২৪ তারিখে আলোচ্য কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্ণিত ঠিকাদারকে গত ০৪/০৬/২০২৪ তারিখে সাইট হস্তান্তর করা হয়।

ছ) ভোলা ডিআরএস আপগ্রেডেশন:

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর আওতাধীন ভোলা এলাকায় গ্রাহক প্রান্তে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহকল্পে ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি-এর নিজ উদ্যোগ ও ব্যয়ে এবং এসজিসিএল-এর কারিগরি বিনির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে ভোলা ডিআরএস-এর গ্যাস প্রবাহ ক্ষমতা ১০ এমএমসিএফডি হতে ২০ এমএমসিএফডি-তে উন্নীতকরণের জন্য ইন্ট্রাকো কর্তৃক গত ১৯/০৭/২০২৩ তারিখে ডিআরএস আপগ্রেডেশন/মডিফিকেশন কাজের জন্য এ সালাম এন্ড এসোসিয়েটস নামীয় পেট্রোবাংলার তালিকাভুক্ত ১.৪ ক্যাটাগরির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। বর্ণিত ঠিকাদার কর্তৃক এসজিসিএল-এর ভোলা ডিআরএস আপগ্রেডেশন কাজ গত ২৮/১১/২০২৩ তারিখে আরম্ভ করা হয় এবং গত ০৯/০৬/২০২৪ তারিখে ভোলা ডিআরএস এর আপগ্রেডেশন সম্পন্নকৃত অংশের হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন:

কোম্পানির অনুমোদিত সংগঠনিক কাঠামোতে ২১৭টি কর্মকর্তা ও ২৮টি কর্মচারী পদসহ মোট ২৪৫টি স্থায়ী পদের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানিতে স্থায়ী পদে ৮০ জন কর্মকর্তা (তন্মধ্যে ১২জন প্রেষণে এসজিসিএল-এ কর্মরত ও ০২ জন এসজিসিএল হতে প্রেষণে পেট্রোবাংলায় কর্মরত) এবং ১৮ জন কর্মচারীসহ (তন্মধ্যে ০৩ জন প্রেষণে কর্মরত) মোট ৯৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছে। এছাড়া, কোম্পানিতে দৈনিক/অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৮ জন কর্মচারী ও আউটসোর্সিং ভিত্তিতে ১৪৮ জন সেবা প্রদানকারী নিয়োজিত আছে।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ:

স্থানীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে দেশের অভ্যন্তরে কোম্পানির কর্মকর্তাদের পেট্রোবাংলা, জ্বাখসবি, অর্থ বিভাগ, বিপিআই, বিআইএম, বিইআরসি, বিএসডিএ, আইসিএমএবিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির কর্মকর্তাদের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/শিখন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কোম্পানি হতে মোট ৪৯৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী বিদেশ ভ্রমণ স্থগিত থাকায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানি হতে কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের গ্যাস সেক্টরকে আরও আধুনিকভাবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও দাপ্তরিক কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এসজিসিএল নিম্নরূপ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে:

ক্রমিক নং	উদ্যোগের নাম	স্বল্পমেয়াদী (Short-term) জানু'২৪- ডিসে'২৪	মধ্যমেয়াদী (Mid-term) জানু'২৫-ডিসে'৩০	দীর্ঘমেয়াদী (Long-term) জানু'৩১- ডিসে'৪১
১।	এসজিসিএল-এর ইভিসি মিটার যুক্ত গ্রাহকের গ্যাস ভোগ পদ্ধতি অনলাইন মনিটরিং	✓		
২।	এসজিসিএল-এর সিপি (ক্যাথোডিক প্রোটেকশন) সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড অনলাইন মনিটরিং	✓		
৩।	এসজিসিএল-এর গ্রাহক পোর্টাল ডিজিটালাইজেশন		✓	
৪।	ইমপ্লয়ী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম		✓	
৫।	এসজিসিএল-এর গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক ডিজিটালাইজেশন			✓
৬।	সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি, ওয়েলফেয়ার-ইনভেস্টমেন্ট ডিজিটালাইজেশন।			✓

ক) ঝিনাইদহ জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ:

ঝিনাইদহ বিসিক এলাকায় মোট ৪৪টি চালু শিল্প ইউনিট রয়েছে যার মধ্যে এমুহূর্তে গ্যাস সংযোগে আগ্রহী ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক গ্যাস লোড ২.০ এমএমসিএফডি। ঝিনাইদহ বিসিক এলাকায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক সার্ভে করে ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদন পাওয়া গিয়েছে। এতদবিষয়ে কোম্পানির ৯২তম ও ৯৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিটিসিএল ও পেট্রোবাংলার মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে গত ২৮/০৫/২০১৯ তারিখে মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কোম্পানির অর্থায়নে ঝিনাইদহ বিসিকে গ্যাস সরবরাহের জন্য জিটিসিএল-এর টিবিএস এর পার্শ্ববর্তী এসজিসিএল এর নিজস্ব জায়গায় ১০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিআরএস ও ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ১০০০ মিটার হুক আপ লাইন এবং ডিআরএস হতে বিসিক পর্যন্ত ১০" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৫০০ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসজিসিএল-এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং গ্যাস প্রাপ্যতা সাপেক্ষে আনুমানিক আগামী ২০২৪-২০২৫ সাল নাগাদ ডিআরএস ও পাইপলাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে ঝিনাইদহ বিসিকে আনুমানিক ২ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) যশোর জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ:

যশোর বিসিক এলাকায় মোট ১১৮টি শিল্প ইউনিট রয়েছে যার মধ্যে এ মুহূর্তে গ্যাস সংযোগে আগ্রহী ০৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক গ্যাস লোড ৫.০ এমএমসিএফডি। এছাড়াও যশোর জেলাস্থ অভয়নগর উপজেলার ভবদহ এলাকায় প্রস্তাবিত যশোর ইপিজেড হতে ৩৫ এমএমসিএফডি গ্যাসের চাহিদার পত্র পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে উক্ত ইপিজেডের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা ২০২৫ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে মর্মে জানা যায়। এছাড়াও বেপজার চাহিদা অনুযায়ী গত ২৩/১০/২০২২ তারিখ প্রস্তাবিত যশোর রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় স্থাপিতব্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগের জন্য আনুমানিক ৩৫ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি টিবিএস, ০১টি ডিআরএস ও ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি চাপের ৯.৭ কি. মি. গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইনসহ ইপিজেডের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের একটি প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রাক্কলনে চাহিদাকৃত অর্থ এসজিসিএল-এর অনুকূলে জমা প্রদান করা হলে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসেবে যশোর ইপিজেড-এ গ্যাস সংযোগ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। আরও উল্লেখ্য যে, গত ০২/০৮/২০২২ তারিখে বিসিকের আওতায় যশোর জেলায় 'বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে পত্র মারফত জানানো হয়। সেপ্রেক্ষিতে কোম্পানি প্রান্তে ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসেবে বর্ণিত বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে গ্যাস সরবরাহের জন্য একটি ডিআরএস ও প্রস্তাবিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পর্যন্ত ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ১২ কি. মি. গ্যাস পাইপলাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো স্থাপনের প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে। এসজিসিএল এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আনুমানিক আগামী ২০২৫-২০২৬ সাল নাগাদ ডিআরএস ও পাইপলাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে যশোর বিসিকে আনুমানিক ৭ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি, যশোর জেলায় বর্ণিত পরিকল্পিত শিল্প এলাকাসমূহে আনুমানিক সর্বমোট গ্যাস চাহিদা ৪২ এমএমসিএফডি।

গ) গোপালগঞ্জ জেলায় বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ:

গোপালগঞ্জ জেলায় প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের গ্যাস লোডের চাহিদা প্রদানের বিষয়ে বেজা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে গত ২৩/০২/২০২২ তারিখে বেজা হতে কোটালিপাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের ৭৭৪০ ঘনমিটার/দিন গ্যাস লোড পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও বিউবো হতে গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ২০৩০-৩১ সাল নাগাদ প্রায় ২১ এমএমসিএফডি গ্যাস লোডের চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আরএলএনজি সরবরাহকল্পে Sponsor প্রতিষ্ঠান বা গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) কর্তৃক i) কুয়াকাটা-পায়রা-বরিশাল-গোপালগঞ্জ-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ ii) গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট-জাজিরা-মাওয়া-লাঙ্গলবন্দ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ এবং iii) টেকেরহাট হতে ফরিদপুর জেলা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের বিষয়টি পরিকল্পনাধীন রয়েছে। প্রস্তাবিত সঞ্চালন লাইনের রুট চূড়ান্ত হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে গোপালগঞ্জ জেলার ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর) সহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল-এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৭-২০২৯ সাল নাগাদ ডিআরএস ও পাইপলাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত গোপালগঞ্জ জেলায় বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে আনুমানিক মোট ৩২ এমএমসিএফডি গ্যাস চাহিদা রয়েছে।

ঘ) শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ:

দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে আরএলএনজি সরবরাহকল্পে Sponsor প্রতিষ্ঠান বা গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) কর্তৃক প্রস্তাবিত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের রুট চূড়ান্ত হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে শরীয়তপুর জেলার ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (জাজিরা ও গোসাইহাট) এবং মাদারীপুর জেলার ১টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (রাজৈর) সহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৮-২০৩০ সাল নাগাদ পাইপলাইন ও ডিআরএসসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত শরীয়তপুর জেলায় আনুমানিক ৩৫ এমএমসিএফডি এবং মাদারীপুর জেলায় আনুমানিক ৮ এমএমসিএফডি গ্যাস চাহিদা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বেজা কর্তৃক বর্ণিত অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহের ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান রয়েছে যা সমাপনান্তে গ্যাস লোডের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

ঙ) বাগেরহাট জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ:

গত ২৩/০২/২০২২ তারিখে বেজা হতে মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ১৫ এমএমসিএফডি গ্যাস লোডের চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও গত ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে বেপজা হতে মংলা ইপিজেড-এ ২০৪১ সাল নাগাদ প্রায় ২১ এমএমসিএফডি গ্যাস লোডের চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে Sponsor প্রতিষ্ঠান বা জিটিসিএল কর্তৃক প্রস্তাবিত গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনের রুট চূড়ান্ত হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে বাগেরহাট জেলার ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল

(মংলা, ইন্ডিয়ান এসইজেড, রামপাল, ফামকাম এবং সুন্দরবন ট্যুরিজম পার্ক) এবং ১টি বিদ্যমান ইপিজেড সহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৮-২০৩০ সাল নাগাদ ডিআরএস ও পাইপলাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং গ্যাস প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বর্ণিত এলাকাসমূহে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত বাগেরহাট জেলায় শিল্প খাতে আনুমানিক মোট ৬৫ এমএমসিএফডি গ্যাস চাহিদা রয়েছে।

চ) বরিশাল ও ফরিদপুর জেলায় বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ

গত ২৩/০২/২০২২ তারিখে বেজা হতে বরিশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল (আগৈলঝরা) এর জন্য ১৫ এমএমসিএফডি গ্যাস লোডের চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও বিউবো হতে বরিশাল ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি এর জন্য প্রায় ৪৫ এমএমসিএফডি এবং ফরিদপুর ১০০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রায় ২১ এমএমসিএফডি গ্যাস লোডের চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে আরএলএনজি সরবরাহকল্পে ঝড়ড়হংড়ৎ প্রতিষ্ঠান বা গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) কর্তৃক প্রস্তাবিত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের রুট চূড়ান্ত হলে হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে বরিশাল জেলার ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (আগৈলঝরা ও চর মেঘা) ও ফরিদপুর জেলার ১টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (ফরিদপুর সদর) সহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল-এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৯-২০৩১ সাল নাগাদ ডিআরএস ও পাইপলাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে বর্ণিত অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, বর্ণিত বরিশাল জেলায় আনুমানিক ৫৬ এমএমসিএফডি এবং ফরিদপুর জেলায় আনুমানিক ২৯ এমএমসিএফডি গ্যাস চাহিদা রয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেডঃ

১। কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী :

কোম্পানির পরিচিতিঃ

পরিবেশবান্ধব ও বিকল্প জ্বালানি হিসেবে যানবাহনে সিএনজি এর ব্যবহার শুরু ও সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণের অত্র কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়। কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড' (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। দেশে ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলএনজি আমদানি, এলএনজি টার্মিনাল উন্নয়ন এবং এলএনজি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রম আরপিজিসিএল-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

কোম্পানির নাম	:	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		
কোম্পানির ধরণ	:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি		
নিয়ন্ত্রণকারী করপোরেশন	:	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)		
প্রশাসনিক দপ্তর	:	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)		
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা	:	আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড প্লট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২ খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯।		
সাইট অফিস ও স্থাপনাসমূহ	:	ক) জোনাল ওয়ার্কশপ		
		খ) আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা		
		গ) চট্রগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়। ও		
		ঘ) কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়।		
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	:	কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামোতে নিম্নরূপ	:	
		ডিভিশন	:	৭ টি
		ডিপার্টমেন্ট	:	১৮টি
		শাখা	:	৩৫ টি

		সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিম্নরূপ	:	
		কর্মকর্তা (গ্রেড: ০১-১০)	:	১৯৮ জন
		কর্মচারী (গ্রেড: ১১-২০)	:	২৪৯ জন
		মোট	:	৪৪৭ জন
কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	:	স্থায়ী কর্মকর্তা	:	১৪২ (প্রেষণ/সংযুক্তিসহ)
		স্থায়ী কর্মচারি	:	৪৩ জন
		ভাড়ায় নিযুক্ত জনবল	:	১০৮ জন
		মোট	:	২৯৩ জন
পরিশোধিত মূলধন	:	টাকা ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ (জুন-২০২৪ পর্যন্ত)		
পরিচালকমণ্ডলীর সংখ্যা	:	০৯ জন।		

কোম্পানির কার্যাবলী:

যানবাহনে সিএনজি এর ব্যবহার ও সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণ, দেশীয় গ্যাস ফিল্ডস হতে প্রাপ্ত উপজাত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এলপিজি তৈরি, বেসরকারি রিফাইনারিসমূহে কনডেনসেট সরবরাহ ও এলএনজি আমদানির মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে আরএলএনজি/ প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহকরণ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

সিএনজি কার্যক্রম:

সিএনজি সেলস এন্ড সার্ভিসেস কার্যক্রম:

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়স্থ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও স্টেশনে একটি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন, একটি যানবাহন রূপান্তর ও মেরামত কারখানা এবং একটি সিএনজি সিলিন্ডার রিটেস্ট স্টেশন রয়েছে। এছাড়া, মহানগরীর যাত্রাবাড়ী থানার রায়েরবাগস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে একটি যানবাহন রূপান্তর ও মেরামত কারখানা এবং একটি সিএনজি সিলিন্ডার রিটেস্ট স্টেশন রয়েছে। এসকল স্থাপনায় সিএনজি সেলস এন্ড সার্ভিসেস কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হয়। ১৯৯৬ সাল হতে জুন-২০২৪ পর্যন্ত কোম্পানির প্রধান কার্যালয় আঙ্গিনায় স্থাপিত সিএনজি স্টেশন হতে যানবাহনে সিএনজি বিক্রয়ের পরিমাণ ৪১.১২ এমএমসিএম। ১৯৯৬ সাল হতে জুন-২০২৪ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ এবং রায়েরবাগস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে যানবাহন রূপান্তরের সংখ্যা ৮,৮১০টি এবং সিলিন্ডার রি-টেস্টকরণের সংখ্যা ১৫,৯৯৮টি।

উপর্যুক্ত স্থাপনা দুটিতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মকাণ্ডসমূহ নিম্নরূপ :

সিএনজি বিক্রয়	:	১.৬০৭ এমএমসিএম
যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর/মেরামত	:	৩৬ টি
সিএনজি সিলিন্ডার রিটেস্টকরণ	:	৯৪৯ টি

সিএনজি পারমিশন এন্ড মনিটরিং কার্যক্রম:

আরপিজিসিএল সারা দেশে সিএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রমের অনুমোদন ও এ সেক্টরের মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকে। সারা বাংলাদেশে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ০৫ টি গ্যাস বিপণন কোম্পানির আওতায় ৬০৬ টি অনুমোদিত (বর্তমানে চালু ৫২০ টি) সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও ৫৯ টি অনুমোদিত রূপান্তর কারখানা রয়েছে। এছাড়া, সারা দেশে বর্তমানে প্রায় ৫.০৯ লক্ষ সিএনজি যানবাহন রয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সিএনজি পরমিশন এন্ড মনিটরিং সংক্রান্তসমূহ নিম্নরূপ :

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন অনুমোদন	:	৩ টি
সরেজমিন পরিদর্শন (স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপ)	:	৫৫ টি
৫২০টি সিএনজি স্টেশন হতে সিএনজি বিক্রয়	:	১২৫৯.৪৪ এমএমসিএম

এলপিজি কার্যক্রম:

দেশীয় গ্যাস ফিল্ডস হতে প্রাপ্ত উপজাত এনজিএল ও কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত কোম্পানির কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট (ইউনিট-১ ও ২) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্তক্রমে ৩০ মে ২০২৪ তারিখ সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এলজিএফএল) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার অপারেশনাল কার্যক্রম:

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যথাঃ আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন কর্তৃক পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে আশুগঞ্জে প্রেরণ করা হয়। এ স্থাপনায় কনডেনসেট গ্রহণের জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ লিটার ধারণ ক্ষমতার ০২ টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক রয়েছে। গ্রহনকৃত কনডেনসেট বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানি যমুনা অয়েল কোম্পানি এবং অনুমোদিত বেসরকারি রিফাইনারিসমূহের (সুপার, পেট্রোম্যাক্স, এ্যাকোয়া, পারটেক্স পেট্রো ইত্যাদি) নিকট জাহাজ ও সড়কযোগে কনডেনসেট সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১৬.৪৭৪ কোটি লিটার কনডেনসেট আশুগঞ্জ স্থাপনা হতে জাহাজযোগে ৩টি বেসরকারী রিফাইনারীর নিকট সরবরাহ করা হয়েছে।

এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাসের সরবরাহ ঘাটতি হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশে বিদ্যমান ও ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদানুযায়ী পেট্রোবাংলার পক্ষে ২০১৮ সাল হতে আরপিজিসিএল কর্তৃক এলএনজি আমদানির কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপকূল হতে প্রায় ৫-৭ কিমি সাগর অভ্যন্তরে স্থাপিত ২ টি ভাসমান ও রিগ্যাসিফাইকরণ জাহাজ (এফএসআরইউ) টার্মিনাল এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ হতে আমদানিকৃত এলএনজি গ্রহণ ও রিগ্যাসিফাই করে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়। টার্মিনালসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	FSRU টার্মিনাল	স্থাপনকারী	ধারন ক্ষমতা (cm)	রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতা (mmcfd)	আরএলএনজি সরবরাহ শুরুর তারিখ
১.	MLNG	Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL)	১,৩৮,০০০	৬০০*	১৯-০৮-২০১৮
২.	Summit LNG	Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd (SLTCPL)	১,৩৮,০০০	৫০০	৩০-০৪-২০১৯

* জানুয়ারি ২৪ মাসে রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতা ৫০০ হতে ৬০০ এমএমসিএফডিতে বৃদ্ধি করা হয়।

পেট্রোবাংলা কর্তৃক সম্পাদিত এলএনজি ক্রয় চুক্তি:

সরবরাহকারী	চুক্তির ভিত্তি	চুক্তির নাম	চুক্তির তারিখ	চুক্তির মেয়াদ (বছর)	বাৎসরিক হার (million ton)	এলএনজি সরবরাহ শুরু
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd (3)	জি-টু-জি	SPA*	২৫-০৯-২০১৭	১৫	১.৮-২.৫	২০১৮ সাল
OQ Trading Ltd. (OQT)	জি-টু-জি	SPA*	০৬-০৫-২০১৮	১০	১.০-১.৫	২০১৯ সাল
স্পট মার্কেটের মাধ্যমে তালিকাভূক্ত ২৩টি প্রতিষ্ঠান	বিশেষ আইন	MSPA**	-	৫	-	২০২০ সাল
Qatar Energy Trading LLC	জি-টু-জি	SPA*	৩০-০৫-২০২৩	১৫	১.৫-১.৮	২০২৬ সাল
OQ Trading Ltd. (OQT)	জি-টু-জি	SPA*	১৯-০৬-২০২৩	১০	০.২৫-১.৫	২০২৬ সাল
Excelerate Gas Marketing Limited Partnership (EGMLP)	বিশেষ আইন	SPA*	০৮-১১-২০২৩	১৫	০.৮৫-১.০	২০২৬ সাল
Summit Oil & Shipping Co. Ltd (SOSCL)	বিশেষ আইন	SPA*	৩০-০৩-২০২৪	১৫	১.৫	২০২৬ সাল

* SPA: Sale and Purchase Agreement; ** MSPA: Master Sale and Purchase Agreement

এলএনজি আমদানি:

কক্সবাজারের মহেশখালীতে Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) ভিত্তিতে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এবং Summit LNG Terminal Co.(Pvt.) Ltd কর্তৃক ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে পেট্রোবাংলা এর সাথে যথাক্রমে ১৮ জুলাই ২০১৬ ও ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির প্রেক্ষিতে MLNG টার্মিনাল ও Summit LNG টার্মিনাল যথাক্রমে ১৯ আগস্ট ২০১৮ ও ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে RLNG সরবরাহ শুরু করে। শুরু হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ২৫.৪৩৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি আমদানি করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এলএনজি আমদানি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

সময়কাল	এলএনজি ক্রয় (কার্গো-সংখ্যা, এলএনজি-million ton)				
	বর্ণনা	সরবরাহকারী			মোট
		QatarEnergy	OQT	স্পট মার্কেট	
২০২৩-২৪	কার্গো সংখ্যা	৪০	১৭	২৬	৮৩
	এলএনজি	২.৪৬৬	১.০৪৪	১.৬২৭	৫.১৩৭

আরএলএনজি সরবরাহ:

আমদানিকৃত এলএনজি ভেপোরাইজারের মাধ্যমে রিগ্যাসিফাইকৃত গ্যাস সাব-সি পাইপলাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়। শুরু হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৩৪,৭০৭.৪১ এমএমএসসিএম আরএলএনজি সরবরাহ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত ছকে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জাতীয় গ্যাস গ্রীডে আরএলএনজি সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান করা হলো:

সময়কাল	সরবরাহকৃত আরএলএনজি (bcf)		
	FSRU টার্মিনাল		মোট
	MLNG	Summit LNG	
২০২৩-২৪	১৪২.৪৩০	১০৫.১৫৪	২৪৭.৫৮৪
	দৈনিক গড়: ৬৭৬.৪৬ mmcf		

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রভিশনাল তথ্য প্রদান করা হয়েছে):

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বিভিন্ন খাতের রাজস্ব কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

আর্থিক অবস্থা:

কোম্পানির প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পরবর্তী বেশ কয়েক বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থই ছিল কোম্পানির ব্যয় নির্বাহের প্রধান উৎস। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে কোম্পানি তার নিজস্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় হতে সকল ব্যয় নির্বাহ করছে। এ বছরে মোট খরচ বাদে উদ্বৃত আয় ৬,২৩০.৩৬ লক্ষ টাকা কোম্পানির নীট সম্পদে যোগ হবে।

মূলধন কাঠামো:

কোম্পানির প্রতিষ্ঠাকাল হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের পরিমান ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চিতির পরিমাণ ৬৫,৯০৭.০৯ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ-এর ২৩৫তম সভা এবং ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে ইক্যুইটি খাতে পুঞ্জিভূত অর্থ পরিশোধিত মূলধন খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নাই এবং কোম্পানির মোট স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ২৩,৪৯৬.৯৮ লক্ষ টাকা যা অবচয় উত্তর ৩,২০০.১২ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

বিক্রয় রাজস্ব:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির রাজস্ব আয় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের বাজেটে সিএনজি, কনডেনসেট হ্যান্ডলিং চার্জ, এলএনজি মার্জিন ও অন্যান্য খাত থেকে ভ্যাটসহ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮,৫২৯.৬০ লক্ষ টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমান ৯,১৯২.৪৬ লক্ষ টাকা।

বকেয়া আদায় কার্যক্রমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১৬১.০০ লক্ষ টাকা যা ২.৮০ মাসের গড় বিক্রয়ের সমান। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ২.২৬ মাসের গড় বিক্রয়ের সমান। কোম্পানির বকেয়া পাওনা আদায় কার্যক্রম এ বছরেও সন্তোষজনক। তবে, কোম্পানির তিনজন ডিলারের নিকট সিএনজি বিক্রয়লব্ধ ২৪৮.৯২ লক্ষ টাকা আদায়ে রুজুকৃত মামলা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে। উল্লেখ্য, এ তিনজন ডিলারকে আরপিজিসিএল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় ইতোমধ্যে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

এসজিএফএল ও পেট্রোবাংলার পাওনা পরিশোধঃ

আরপিজিসিএল ও এসজিএফএল এর মধ্যে বিরাজমান দেনা পাওনা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আরপিজিসিএল-এর পাওনা সমন্বয় ও বকেয়া পরিশোধ পরবর্তী এনজিএল খাতে এ অর্থবছর শেষে এসজিএফএল-এর ২৮০.০০ লক্ষ টাকা পাওনা আছে এবং কনডেনসেট সরবরাহ খাতে পেট্রোবাংলার ৫,৭৮৩.০৮ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে।

নীট মুনাফাঃ

আলোচ্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির নীট মুনাফার পরিমাণ ৬,২৩০.৩৬ লক্ষ টাকা। গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানির মুনাফা ছিল ২,৬৬০.৯৯ লক্ষ টাকা।

করপূর্ব মুনাফাঃ

প্রকৃত মুনাফা হতে ৫% Beneficiaries' Profit Participation Fund (BPPF) প্রভিশন শেষে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির করপূর্ব নীট মুনাফার পরিমাণ ৮,৬২৬.৪৬ লক্ষ টাকা। গত অর্থবছরে এ মুনাফা ছিল ৩,৯৫৩.৪২ লক্ষ টাকা।

Beneficiaries Profit Participation Fund (BPPF):

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ (খ) এর বিধান মোতাবেক কোম্পানির নীট মুনাফার ৫% হারে Beneficiaries' Profit Participation Fund (BPPF) নির্ধারণ করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে উক্ত তহবিলে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ৪৫৪.০২ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ২০৮.০৭ লক্ষ টাকা।

রেট অব রিটার্ন (নিয়োজিত মূলধনের উপর):

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিয়োজিত মূলধনের উপর রিটার্নের হার ৮.৪৪%। গত অর্থবছরে এ হার ছিল ৩.৯২%।

রেট অব রিটার্ন (স্থায়ী সম্পদের উপর) :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে স্থায়ী সম্পদের উপর রেট অব রিটার্নের হার ২৫২.১৩%। গত অর্থবছরে এ হার ছিল ১০২.৭৮%।

রেট অব রিটার্ন (মোট বিক্রয়ের উপর) :

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট বিক্রয়ের উপর অর্জিত ৪৬.১৪% রিটার্নের বিপরীতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অর্জিত হার ৬৪.৩১%।

সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাদান :

কোম্পানি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর, ডিভিডেন্ড, ডিএসএল ও আয়কর বাবদ মোট ২,৮৩১.৭৭ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩,১০৯.৯৩ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছিল।

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডঃ

৪.১। এলএনজি টার্মিনাল ড্রাই ডকিং ও টার্মিনাল রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

সম্পাদিত চুক্তি ও কারিগরী বাধ্যবাধকতার কারনে MLNG ও Summit LNG যথাক্রমে জানুয়ারী ২০২৪ মাসে ও মার্চ ২০২৪ মাসে সিংগাপুরস্থ ড্রাই ডকিং ইয়ার্ডে মেরামত করা হয়। ড্রাই ডকিং এর সময় চুক্তি মোতাবেক MLNG Terminal এর রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতা ৫০০ হতে ৬০০ এমএমসিএফডিতে উন্নীত করা হয়।

বাস্তবায়িত অন্যান্য কাজঃ

- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে "Repair of Connecting steel bridge, Security Shed, Ansar Camp, Workshop and Construction of Walkway, Renovation of Washroom and Painting Works at RPGCL Bhaban, Plot-27, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka-1229" কাজ।
- আরপিজিসিএল এর রায়েরবাগ ঢাকাতে "Supply & Installation of 2 Nos Profile box Signboard at Zonal Workshop, RPGCL, Donia, Rayerbag, Dhaka" কাজ।
- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে "Renovation and Painting Works at RPGCL, Khilkhet, Dhaka-1229" কাজ।

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প :

মাতারবাড়িতে BOOT ভিত্তিক ১০০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন Land Based LNG Terminal নির্মাণ : মাতারবাড়িতে BOOT ভিত্তিতে ১০০০ এমএমএসসিএফডি রি-গ্যাস ক্ষমতাসম্পন্ন "ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল" নির্মাণের লক্ষ্যে টার্মিনাল ডেভেলপার নির্বাচনের জন্য Shortlisted ৮টি প্রতিষ্ঠান বরাবর গত ১৫-০৩-২০২২ তারিখে Request for Proposal (RFP) ডকুমেন্টস্ প্রেরণ করা হয়েছে। Shortlisted প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা সর্বশেষ ২৭-০৩-২০২৫ তারিখ (৬ষ্ঠ বারে বর্ধিত) নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ টার্মিনাল অপারেশনে আসবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

আরপিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ:

সরকারের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত আরপিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে চলমান এবং ভবিষ্যত এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রমে আইনি পরামর্শ সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে "Procurement of an individual Legal Consultant for LNG terminal development, LNG import and other LNG activities" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।

* ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি-তে ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে; তন্মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৩৫৯.২৫ জনঘন্টা পরামর্শসেবা প্রদানের বিপরীতে পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত বিল, প্রযোজ্য ভ্যাট ও এআইটি বাবদ ১৬৭.২৮ লক্ষ টাকা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ হতে পরিশোধ করা হয়েছে।

* প্রকল্পের প্রারম্ভ (জুলাই ২০২১) হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৮.৬২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.১৬% (সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী)।

৫.৩। এলএনজি ক্রয় চুক্তি পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড:

সরবরাহকারী	চুক্তির ভিত্তি	চুক্তির নাম ও চুক্তি সম্পাদনের অগ্রগতি	চুক্তির মেয়াদ (বছর)	বাৎসরিক হার (million ton)	এল এনজি সরবরাহ শুরু
Pernitis Akal Sdn Bhd, Malaysia	বিশেষ আইন	SPA প্রক্রিয়াধীন (১০-০৬-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পিপিসি সভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। পিপিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী নেগোসিয়েশন পরবর্তী দর খসড়া LNG SPA তে সন্নিবেশ শেষে খসড়া LNG SPA উভয় পক্ষের মধ্যে অনুস্বাক্ষর হয়)।	১	১.০	-
Gunvor Singapore Pte Ltd. Singapore	বিশেষ আইন	SPA প্রক্রিয়াধীন (১৯-০৩-২০২৪ তারিখে পিপিসি'র সাথে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির Price Negotiation অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় LNG SPA এর মূল্য নির্ধারিত হয়। পিপিসি'র নির্দেশনার আলোকে উভয় পক্ষের মধ্যে LNG SPA টি অনুস্বাক্ষর হয়েছে। LNG SPA স্বাক্ষরের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিং গ্রহণ করা হয়েছে)।	২	০.৮৭৫	-
Brunei Energy Services and Trading Sdn Bhd, Brunei	জি-টু-জি	SPA প্রক্রিয়াধীন (০৬-০৬-২০২৪ তারিখ এ বিষয়ে পিপিসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পিপিসিকে সহায়তার লক্ষ্যে কারিগরি কমিটি গঠিত হয়েছে)।	-	-	-
Confidence Power Holdings Ltd. (CPHL)	বিশেষ আইন	SPA প্রক্রিয়াধীন (০৯-০৬-২০২৪ তারিখ এ বিষয়ে পিপিসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পিপিসিকে সহায়তার লক্ষ্যে কারিগরি কমিটি গঠিত হয়েছে)।	-	-	-

* SPA: Sale and Purchase Agreement; ** MSPA: Master Sale and Purchase Agreement

এলএনজি টার্মিনাল ডেভেলপমেন্ট/আরএলএনজি আমদানি পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডঃ

বর্ণনা	চুক্তি			মেয়াদ	আরএলএনজি সরবরাহ	
	ভিত্তি	নাম	তারিখ		হার (mmcfd)	শুরু
BOOT ভিত্তিতে মহেশখালীতে Summit LNG Terminal II Co. Ltd. কর্তৃক ৩য় FSRU স্থাপন	বিশেষ আইন	TUA* এবং IA**	৩০-০৩-২০২৪	১৫ বছর	৬০০	২০২৬ সাল
BOOT ভিত্তিতে পায়রায় Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক FSRU স্থাপন	বিশেষ আইন	Term Sheet	০৮-১১-২০২৩	১২ মাস	৫০০-১০০০	-
		TUA এবং IA	প্রক্রিয়াধীন	-		
BOOT ভিত্তিতে মহেশখালীতে Confidence Power Holdings Ltd. (CPHL) কর্তৃক FSRU স্থাপন	বিশেষ আইন	-	প্রক্রিয়াধীন	-	-	-
ক্রসবর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে H-Energy কর্তৃক ইন্ডিয়া হতে আরএলএনজি আমদানি	বিশেষ আইন	GSA***	প্রক্রিয়াধীন	-	১০০	-
ক্রসবর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে Dipon Infrastructure Services Ltd. (DISL) কর্তৃক ইন্ডিয়া হতে আরএলএনজি আমদানি	বিশেষ আইন	GSA	প্রক্রিয়াধীন	-	-	-
BOOT ভিত্তিতে মাতারবাড়িতে 'ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল' নির্মাণ	বিশেষ আইন	-	প্রক্রিয়াধীন	-	১০০০	-

* TUA : Terminal use Agreement, ** IA : Implementation Agreement, ***GSA: Gas Sale Agreement

বাস্তবায়িতব্য কাজঃ

৫.৫.১। Land (Partial) Protection Work at Ashuganj Condensate Handling Installation, RPGCL, Ashuganj, Brahmanbaria.

৫.৫.২। কোম্পানির জোনাল ওয়ার্কশপ দনিয়া, ঢাকা-এর "Reconstruction of Ground Floor Slab and Overhauling of Cylinder Retest System of Zonal Workshop, RPGCL, Donia, Dhaka".

৫.৫.৩। EOI for Consultancy services including Feasibility Study, Preparation of master plan, Design, Drawing, BOQ, Tender documents and Contract agreement documents including On-site Supervision of works during construction and Defect Liability Period for construction of 10,000 Sft each Floor Area of 14 Storied including 3 Basement a multi-storied office/commercial building of RPGCL, renovation & beautification of existing RPGCL Bhaban and other structures at plot-27, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka-1229 subject to limitations imposed by RAJUK and other 'NOC' issuing agencies as well.

৫.৫.৪। Construction of One and half storied Office Cum Dormitory & Rest House Building (6000 Sft Approximate) at Condensate Handling Installation, RPGCL, Ashuganj, Brahmanbaria Area.

৫.৫.৫। Construction of RCC Road (length 500 Feet, width 20 Feet), and surface drain at Ashuganj Condensate Handling Installation, RPGCL, Ashuganj, Brahmanbaria.

৫.৫.৬। Various Renovation works of Head Office, RPGCL, Khilkhet, Dhaka.

৬। মানব সম্পদ উন্নয়ন:

মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রথম সোপান উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ সাধন, জ্ঞান বৃদ্ধি, কর্মস্পৃহা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ও কাজের গুণগতমান উন্নয়ন। বিশেষত, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নতুন প্রযুক্তি, জ্ঞান, ধারণা ও আধুনিক কর্মপদ্ধতির সাথে পরিচিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ উদ্দেশ্যে সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা- কর্মচারীগণকে বিভিন্ন স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তদনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জিত হয়েছে। নিম্নে প্রশিক্ষণের তথ্য উল্লেখ করা হলো:

স্থানীয় প্রশিক্ষণ:

কোম্পানির মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দেশের স্বনাম খ্যাত সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও আরপিজিসিএল কর্তৃক আয়োজিত কারিগরি, তথ্য-প্রযুক্তি, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৬৮টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ, ৪টি শিখন সেশন ও ৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৮.৫ জনঘন্টা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মোট ০৯ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান:

কোম্পানির মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক কর্মপদ্ধতির সাথে বিদ্যমান পদ্ধতির সমন্বয়ের মাধ্যমে কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার স্বার্থে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় In-house training program ব্যবস্থা চালু আছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ০১(এক)টি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের আওতায় অন্য প্রতিষ্ঠানের মোট ২১জন প্রশিক্ষনার্থীর 'নিরাপদ ও মানসম্মত সিএনজি/বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার' বিষয়ে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ যাবৎ সর্বমোট ১,২৪৬ জনকে সিএনজি বিষয়ক এবং বিকল্প জ্বালানি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭। ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

৭.১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি:

কোম্পানির সকল বিভাগ ও স্থাপনাসমূহে কম্পিউটারসহ উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০০৪ সাল হতে কোম্পানির সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য সংবলিত একটি গতিশীল ওয়েবসাইট (www.rpgcl.org.bd) চালু করা হয়। ন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় কোম্পানির ওয়েবসাইট ন্যাশনাল পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোম্পানির আইসিটি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য নিম্নরূপ :

- ইন্টারনেট-এর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে LAN এবং WiFi সিস্টেম সময়ে সময়ে আপগ্রেড করা হয়েছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ স্থাপনাসমূহে ইন্টারনেট সেবার জন্য ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ১৩৬ এমবিপিএস-এ উন্নীত করা হয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবার জন্য বিটিসিএল এর পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১০০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ রাখা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতাধীন জাতীয় ডাটা সেন্টারের সঙ্গে কোম্পানির সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ই-মেইল সার্ভিস চালু রয়েছে। কোম্পানির ওয়েবসাইটের সকল সেবাবক্সসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরপিজিসিএল এর বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে ই-লাইব্রেরি সেবাবক্স সন্নিবেশ করা হয়।

৭.২। ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

৭.২.১। প্রধান কার্যালয় আঙ্গিনায় একটি দৃষ্টি নন্দন বহুতল ভবন নির্মাণ:

প্রধান কার্যালয় (প্লট-২৭, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯) ও পার্শ্বস্থ স্টেশন ও ওয়ার্কশপ এর স্থানে একটি দৃষ্টি নন্দন বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

৭.২.২। 'ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল' নির্মাণঃ

কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়িতে ১০০০ এমএমসিএফডি-গ্যাস রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতাসম্পন্ন 'ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল' নির্মাণ এবং চাহিদা অনুযায়ী ভবিষ্যতে উক্ত টার্মিনাল সম্প্রসারণ।

৭.২.৩। এলএনজি বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগঃ

এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ, এলএনজি আমদানির কাজে বাণিজ্যিক/আর্থিক/কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ সেবা গ্রহণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে।

৭.২.৪। "Production, Storage, Distribution and Dispensing of Green Hydrogen Fuel"

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড

জিটিসিএল-এর পরিচিতি ও কার্যাবলিঃ

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন Off-transmission point-এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব কোম্পানি অত্যন্ত সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যঃ

পরিচালন কার্যক্রম

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের নির্ধারিত ডেলিভারি পয়েন্ট দ্বারা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তিতাস, বাখরাবাদ, কর্ণফুলী, জালালাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবন গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের অধিভূক্ত এলাকা ও শেভরন বাংলাদেশ (মুচাই কম্প্রেসর স্টেশন)-কে যথাক্রমে ১,৩৫১.১৬, ২৪৪.৮৯, ২৮৬.১৩, ১৩৯.৫০, ১১৬.৭৩, ১৫.৫৮ ও ৪.৮৬ কোটি ঘনমিটার অর্থাৎ সর্বমোট ২,১৫৮.৮৬ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছর হতে ০.৯৪% কম। অপরদিকে উল্লিখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ কনডেনসেট পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ এর কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র হতে মোট ১,৮২৪.০৯ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছর হতে ১০.৮২% বেশি।

স্কাডা এন্ড টেলিকম ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক জিটিসিএল প্রধান কার্যালয়স্থ মাস্টার কন্ট্রোল সেন্টার (এমসিসি) এবং অক্সিলারি কন্ট্রোল সেন্টার (এসিসি), আশুগঞ্জ হতে স্কাডা সিস্টেমের সাহায্যে প্রতিনিয়ত সমগ্র দেশে জিটিসিএল-এর পাইপলাইনে সরবরাহকৃত ও গ্যাস মিটারিং স্টেশনের মাধ্যমে পরিমাপকৃত গ্যাসের তথ্য-উপাত্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রধান কার্যালয়স্থ, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা স্কাডা কন্ট্রোল সেন্টারের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র গ্যাসের লোড ব্যালান্সিং কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। স্কাডা সিস্টেমকে সচল রাখার জন্য স্কাডা এন্ড টেলিকম সিস্টেমের টেলিকম সিস্টেম, ইন্সট্রুমেন্টেশন সিস্টেম, ফ্লো-কম্পিউটার, নেটওয়ার্কিং সিস্টেম এবং সার্ভার ও ওয়ার্কস্টেশন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ কাজ স্কাডা এন্ড টেলিকম ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া স্কাডা টেলিকম সিস্টেমে প্রতিদিন গ্যাস উৎপাদন ও বিতরণের রিপোর্ট জেনারেট হয়। ফলে গ্যাস উৎপাদন ও বিতরণের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ সহজ হচ্ছে।

কম্প্রেসর কার্যক্রম

আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় স্থাপিত কম্প্রেসর স্টেশন জাতীয় গ্যাস গ্রিডের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে গ্যাসের চাপ ও প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে নির্দিষ্ট চাপ ও চাহিদা মোতাবেক গ্যাস সরবরাহে ব্যবহৃত হচ্ছে। আশুগঞ্জ কম্প্রেসর স্টেশনে ৭৫০ এমএমএসসিএফডি ক্যাপাসিটির ৩(তিন)টি কম্প্রেসর স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২(দুই) টি অপারেটিং মোড-এ চলে, যার মোট ক্যাপাসিটি (750 X 2) ১৫০০ এমএমএসসিএফডি, অপর কম্প্রেসরটি স্ট্যান্ড-বাই হিসেবে থাকে যার ক্যাপাসিটি ৭৫০ এমএমএসসিএফডি। আশুগঞ্জ কম্প্রেসর স্টেশনের প্রতিটি কম্প্রেসরের ডিজাইন সাকশান প্রেসার ৬৮০ পিএসআইজি এবং ডিজাইন ডিসচার্জ প্রেসার ১০০০ পিএসআইজি। অপরদিকে, এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশনে ২৫০ এমএমএসসিএফডি ক্যাপাসিটির ৩ (তিন)টি কম্প্রেসর স্থাপন করা হয়েছে যার মধ্যে ২(দুই)টি অপারেটিং মোড-এ চলে, যার মোট ক্যাপাসিটি (২৫০ ঢ ২) ৫০০ এমএমএসসিএফডি, অপর কম্প্রেসরটি স্ট্যান্ড-বাই হিসেবে থাকে যার ক্যাপাসিটি ২৫০ এমএমএসসিএফডি। এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশনের প্রতিটি কম্প্রেসরের ডিজাইন সাকশান

প্রেশার ৬৫০ পিএআইজি এবং ডিজাইন ডিসচার্জ প্রেশার ১০০০ পিএসআইজি। কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপনের ফলে গ্যাসের নিম্নচাপজনিত সমস্যা সমস্যার অনকোংশে সমাধান হয়েছে। আশুগঞ্জ গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশনের মাধ্যমে আমদানিকৃত আরএলএনজি দ্রুততার সাথে এভ্যাকুয়েশন করা সম্ভব হচ্ছে। দেশীয় গ্যাস ফিল্ডসমূহের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে আমদানিকৃত আরএলএনজি আশুগঞ্জ গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের উত্তর-পশ্চিশাংশে বিশেষত লোড সেন্টারগুলোতে সঞ্চালন করা হচ্ছে।

সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মরত জনবল

পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডের ১৮-১২-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৮১তম সভায় জিটিসিএল-এর ৬ষ্ঠ সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোবাংলার স্মারক নং-২৮.০২.০০০০.০১১.২৭.০৪৫.২০.৬৭০; তারিখ: ৩১-১২-২০২৩ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পেট্রোবাংলাকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে জিটিসিএল পরিচালকমণ্ডলী গত ২৮-০৫-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯১তম সভায় পেট্রোবাংলা কর্তৃক অনুমোদিত জিটিসিএল-এর ৬ষ্ঠ সাংগঠনিক কাঠামো কোম্পানিতে বাস্তবায়ন/প্রবর্তন-এর অনুমোদন প্রদান করা হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক অফিস আদেশ নং ১১৩/২০২৪; তারিখ: ২৩-০৬-২০২৪ এর মাধ্যমে গত ২৩-০৬-২০২৪ তারিখ হতে ৬ষ্ঠ সাংগঠনিক কাঠামো কোম্পানিতে কার্যকর করা হয়েছে। কোম্পানির অনুমোদিত ৬ষ্ঠ সাংগঠনিক কাঠামোয় ১৫টি ডিভিশন, ৫২টি ডিপার্টমেন্ট-এ নিয়মিত ৭৭২ জন কর্মকর্তা ও চুক্তিভিত্তিক ৪ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৭৭৬ জন কর্মকর্তার সংস্থান রয়েছে। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে বর্তমানে ৫০০ জন নিয়মিত কর্মকর্তা (পিআরএলভুক্ত ০৬ জন কর্মকর্তাসহ) ও ২ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৫০২ জন কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া, সাংগঠনিক কাঠামোতে নিয়মিত ৩০৩ জন কর্মচারী ও চুক্তিভিত্তিক ৫৭ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ৩৬০ জন কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে বর্তমানে ১১৮ জন নিয়মিত কর্মচারী (পিআরএলভুক্ত ০৭ জন কর্মচারীসহ) ও ০৫ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীসহ সর্বমোট ১২৩ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম

(ক) জিটিসিএল'র বিদ্যমান সর্বমোট ২১৬৭ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন, ১৯৩ কি.মি. কনডেনসেট পাইপলাইন ও বিভিন্ন স্থাপনার (সিজিএস/ টিবিএস/ আরএমএস/ সিটিএমএস/ এমএমএস ইত্যাদি-৬৫টি, ভাল্‌ভ স্টেশন-৯৪টি) নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য ১০২৫ জন নিরাপত্তাকর্মী নিয়োজিত রয়েছে। পাইপলাইনের নিরাপত্তার জন্য প্রতি ০৫ কি.মি.-এ ০১জন প্যাট্রোলম্যান নিয়োজিত রয়েছে।

(খ) কেপিআই স্থাপনাসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তার দায়িত্বে সর্বমোট ২২৪ জন আনসার সদস্য নিয়োজিত রয়েছে।

(গ) কেপিআই স্থাপনাসহ সকল স্থাপনায় ৮৭ টি সিসিটিভি ক্যামেরা ও ৩১০ টি আইপি ক্যামেরা (মোট ৩৯৭ টি ক্যামেরা) রয়েছে।

(ঘ) স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, হাসাপাতাল, জাতীয় জরুরী সেবার বিভিন্ন হট লাইন নাম্বারসমূহ স্থাপনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে দৃশ্যমান করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। স্থাপনার সার্বিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনসহ আইন শৃংখলা কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

(ঙ) জিটিসিএল এর আওতাধীন কেপিআইভুক্ত (৮টি) স্থাপনার নিরাপত্তা বিষয়ে ১৮ (আঠারো) জন কর্মকর্তাকে 'জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট' হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি:

কোম্পানির দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং পেপারবিহীন অফিসে পরিণত করার লক্ষ্যে জিটিসিএল এ Enterprise Resource Planning/Enterprise Asset Management (ERP/EAM) System ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত ERP/EAM System (SAP)-এর ৬টি মডিউলের মাধ্যমে যাবতীয় বিল পরিশোধ, আর্থিক এবং প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ, বাজেট ছাড়করণ, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, সকল ধরনের ছুটির আবেদন এবং অনুমোদন, বেতন-ভাতাদি প্রদান, মালামাল/ইনভেন্টরী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করা হচ্ছে এবং ইআরপি সিস্টেমের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। BI Dashboard এর মাধ্যমে দৈনিক গ্যাসের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমের গ্রাফিকাল প্রক্ষেপন প্রদর্শন করা হচ্ছে।

ERP/EAM System এর ব্যাক-আপ সিস্টেম তথা Disastar Recovery (DR) টি বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল) কর্তৃক প্রদত্ত Infrastructure as a Service (IAS) সেবার মাধ্যমে ক্লাউডে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিডিসিসিএল এর ক্লাউড হতে জিটিসিএল এর সকল কর্মকর্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে ERP/EAM System ব্যবহার করছে।

দক্ষ জনবল তৈরির জন্য জিটিসিএল এর আইটি কর্মকর্তাগণকে SAP BASIS কনফিগারেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ফাংশনাল মডিউলে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ধাপে ধাপে মডিউলভিত্তিক কোর টিম মেম্বারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের অংশ হিসেবে HR Module এর কোর টিম মেম্বারগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনলাইনে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং/ বোর্ড সভার কার্যক্রম ZOOM এপ্লিকেশনের মাধ্যমে আইসিটি ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে ভার্চুয়ালি সম্পাদন করা হচ্ছে।

জিটিসিএল-এর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পাইপলাইনের দৈনিক রুট পরিদর্শনে নিয়োজিত প্যাট্রোলম্যানদের তদারকির নিমিত্ত জিপিএস ট্র্যাকিং/ এসেট ট্র্যাকিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে জিটিসিএল এর আনোয়ারা-ফৌজদারহাট এবং বাখরাবাদ-ডেমরা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত প্যাট্রোলম্যানদের জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতায় পাইপলাইন নিরাপত্তা ব্যবস্থা মনিটরিং করা হচ্ছে। সম্প্রতি জিটিসিএল এর রশিদপুর-আশুগঞ্জ (R-A), নর্থ-সাউথ (N-S) এবং আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ (অ-ই) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনসমূহকে জিপিএস ট্র্যাকিং/ এসেট ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে পথসত্ত্ব ম্যাপিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কোম্পানির ইস্টার্ন জোনের ০৩(তিন) টি কেপিআই কার্যালয়কে (আশুগঞ্জ, মুচাই এবং ফেনী) সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে আনয়নের জন্য আইপি ক্যামেরা সিস্টেমের আওতায় আনার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একইসাথে আঞ্চলিক কার্যালয়- চট্টগ্রামের আওতাধীন কুটুম্বপুর টিবিএস, সলিমপুর রেগুলেটিং স্টেশন এবং মিরশ্বরাই টিবিএস - এ আইপি ক্যামেরা সিস্টেমের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান আছে।

জিটিসিএল এর ওয়েবসাইট ও মেইল সার্ভারের সুরক্ষার জন্য নিয়মিত সিকিউরিটি সিস্টেম আপডেট করা হচ্ছে। জাতীয় তথ্য বাতায়নের অন্তর্ভুক্ত জিটিসিএল-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (https://gtcl.gov.bd) নিয়মিত মনিটরিংসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যথাসময়ে ও তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। এছাড়া দাপ্তরিক কাজে তথ্য আদান প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি জিমব্রা ই-মেইল সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে।

জিটিসিএল-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে আন্ত:যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির উপ-ব্যবস্থাপক পদ-মর্যাদার কর্মকর্তাগণকে পিএবিএক্স সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে এবং PABX I Public Address System সংযোগসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.০। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রভিশনাল):

রাজস্ব আয়

কোম্পানি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ২১,৫৩৪.৬৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ও ১,৮২৪.০৯ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী মোট ২,২১৪.৭৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে। কোম্পানি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ২১,৭৬৯.০১ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ও ১,৬৪৬.০২ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করে ১,০৫৬.৫৮ কোটি টাকা আয় করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর অপেক্ষা আলোচ্য অর্থবছরে গ্যাস পরিবহনের পরিমাণ ১.০৮% হ্রাস পেয়েছে এবং কনডেনসেট পরিবহনের পরিমাণ ১০.৮২% বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ হার বৃদ্ধি পাওয়ায় হুইলিং চার্জ খাতে রাজস্ব আয় বাবদ ১,১৫৮.১৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লাভ-ক্ষতি

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী) করপূর্ব ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে ২০৭.৮২ কোটি টাকা, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে করপূর্ব ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১,০৫৬.৫৭ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছর অপেক্ষা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গ্যাস পরিবহনের পরিমাণ হ্রাস ও কনডেনসেট পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও System Loss হিসাবভুক্তিকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ব্যাপক ক্ষতি হওয়া এবং কোম্পানির পরিচালন ব্যয় ও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় করপূর্ব ব্যাপক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে। কোম্পানির নতুন নতুন প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক ও স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ, Amortization Schedule অনুযায়ী বৈদেশিক ও স্থানীয় মুদ্রায় গৃহীত ঋণের কিস্তি পারিশোধ করার ফলে মোট ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় সুদ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে নিজস্ব তহবিল হতে প্রকল্প ব্যয় নির্বাহের কারণে বিগত বছরের তুলনায় ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের (FDR) পরিমাণ কমে যাওয়ায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সুদ আয় হ্রাস পেয়েছে।

সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জিটিসিএল কর্তৃক ঋণের আসল ও সুদ, লভ্যাংশ, সিডিভ্যাট ও আবগারী শুল্ক এবং আয়কর বাবদ সর্বমোট ৭৪৭.৬৬ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়, যা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ছিল ৪২১.৯৯ কোটি টাকা।

কোম্পানি কর্তৃক এ যাবৎ বাস্তবায়িত প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ব্যাস ও দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি x কি.মি.)	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
০১।	আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৫৮.৫০	মে ১৯৯৪	ডিসেম্বর ১৯৯৭
০২।	জিটিসিএল-টুইনিং প্রকল্প	-	জুন ১৯৯৬	মে ১৯৯৯
০৩।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (ক) যমুনা সেতু অংশ (খ) এলেঙ্গা-নলকা (খ) নলকা-বাঘাবাড়ী	 (ক) ৩০" x ৯ (খ) ২৪" x ২৮.৫ (গ) ২০" x ৩৫.৫	জুলাই ১৯৯৭	জুন ২০০০
০৪।	হবিগঞ্জ-আশুগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৫৪	জুলাই ১৯৯৭	মে ২০০২
০৫।	বিয়ানীবাজার-কৈলাশটিলা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	২০" x ১৮	জুন ১৯৯৭	সেপ্টেম্বর ২০০১
০৬।	রশিদপুর-হবিগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ২৮	জুলাই ২০০২	মে ২০০৫
০৭।	স্কাডা টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম প্রকল্প	-	জুলাই ১৯৯৫	ডিসেম্বর ২০০৩
০৮।	নলকা-বগুড়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (ক) নলকা-হাটিকুমরুল (খ) হাটিকুমরুল-বগুড়া	 (ক) ৩০" x ৬ (খ) ২০" x ৫৪	জুলাই ২০০৩	জুন ২০০৬
০৯।	আশুগঞ্জ-মনোহরদী গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৩৭	জুলাই ২০০৩	জুন ২০০৭
১০।	ঢাকা ক্লীন ফুয়েল প্রকল্প (জিটিসিএল অংশ)	২০" x ৬০	জুলাই ২০০২	জুন ২০০৮
১১।	তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র (লোকেশন-জি) হতে এবি পাইপলাইন পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	২৪" x ৮	জানুয়ারি ২০০৯	জুলাই ২০১২
১২।	শ্রীকাইল-এবি গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	২০" x ১.৫	ডিসেম্বর ২০১২	মার্চ ২০১৩
১৩।	মনোহরদী-ধনুয়া এবং এলেঙ্গা-যমুনা সেতুর পূর্ব পাড় পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৫১	জুলাই ২০০৬	জুন ২০১৪
১৪।	বনপাড়া-রাজশাহী গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	১২" x ৫৩	জুলাই ২০০৬	ডিসেম্বর ২০১৪
১৫।	বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩৬" x ১৩৭	মে ২০১১	জুন ২০১৫
১৬।	তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র (লোকেশন-সি-বি-এ) হতে তিতাস-এবি পাইপলাইন পর্যন্ত আন্তঃসংযোগ পাইপলাইন প্রকল্প	১০" x ৭.৭	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৫
১৭।	ভেড়ামারা-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	২০" x ১৬৩.০৩	জুলাই ২০০৭	ডিসেম্বর ২০১৫
১৮।	হাটিকুমরুল-ঈশ্বরদী-ভেড়ামারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৮৪	জুলাই ২০০৬	ডিসেম্বর ২০১৬
১৯।	গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপানশন-আশুগঞ্জ টু বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প।	৩০" x ৬১	জানুয়ারি ২০১০	ডিসেম্বর ২০১৭
২০।	বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৬০	জুলাই ২০০৭	ডিসেম্বর ২০১৮
২১।	শেরেবাংলানগরস্থ প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাও, ঢাকায় দুইটি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা বিশিষ্ট গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	-	জুলাই ২০১২	ডিসেম্বর ২০১৭
২২।	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের কূপ নং ২৩,২৪ (সরাইল) হতে খাঁটিহাতা এবং কূপ নং ২৫,২৬ (মালিহাতা) হতে খাঁটিহাতা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	২০" x ৩.৩	জানুয়ারি ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৭

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ব্যাস ও দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি x কি.মি.)	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
২৩।	আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন প্রকল্প	-	জানুয়ারি ২০০৬	জুন ২০১৮
২৪।	মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৯১	জুলাই ২০১৪	জুন ২০১৮
২৫।	মহেশখালী জিরো পয়েন্ট-সিটিএমএস গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	৪২" x ৭	ডিসেম্বর ২০১৮	মার্চ ২০২১
২৬।	মহেশখালী- আনোয়ারা পর্যন্ত সমান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৪২" x ৭৯	জুলাই ২০১৬	জুন ২০২১
২৭।	আনোয়ারা- ফৌজদারহাট পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৪২" x ৩০	মে ২০১৬	মার্চ ২০২০
২৮।	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	৩৬" x ১৮১	জুলাই ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
২৯।	স্কাডা রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্প	-	জুন ২০১৩	ডিসেম্বর ২০১৮
৩০।	ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং যমুনা সেতুর পশ্চিম পাড়-নলকা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প	৩০" x ৬৭	জুলাই ২০১৪	জুন ২০২২

৫.০। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প :

৫.১। বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

(গ) প্রকল্পের কার্যকাল : অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ।

(ঘ) অর্থায়নের প্রকৃতি/ধরণ (নিজস্ব/জিওবি/এডিবি ইত্যাদি) : জিওবি ও জিটিসিএল (জিওবি- ঋণ: ইক্যুইটি= ৬২.৭৭:৩৭.২৩)

(ঙ) মোট অর্থায়নের পরিমাণ (লক্ষ টাকা) : মোট ১৪৯০১৩.০০ (জিওবি: ১৪৭০২৯.০০ ও জিটিসিএল ১৯৮৪.০০)

(চ) সম্পন্নের তথ্য (জুন, ২০২৪) (%) : ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি - আর্থিক: ৮৪.৩৭% (১২৫৭২৭.৮১ লক্ষ টাকা), বাস্তব: ৮৫%

(ছ) অন্যান্য বিষয় : গ্যাস দ্বারা পাইপলাইন কমিশনিং করা হয়েছে এবং ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

৫.২। বাখরাবাদ- মেঘনাঘাট- হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

(গ) প্রকল্পের কার্যকাল : জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

(ঘ) অর্থায়নের প্রকৃতি/ধরণ (নিজস্ব/জিওবি/এডিবি ইত্যাদি) : জিওবি ও জিটিসিএল (জিওবি- ঋণ: ইক্যুইটি= ৭১.০৪:২৮.৯৬)

(ঙ) মোট অর্থায়নের পরিমাণ (লক্ষ টাকা) : মোট ১৫০০১৪.০ ০(জিওবি: ৭০৮১১.০০, জিটিসিএল: ৭৯২০৩.০০)

(চ) সম্পন্নের তথ্য (জুন, ২৪) (%) : ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি - আর্থিক: (৬০.৫০%, ৯০৭৬৪.৫২ লক্ষ টাকা), বাস্তব: ৬৫.০০%

(ছ) অন্যান্য বিষয় : ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০কি:মি: পাইপলাইন স্থাপনের লক্ষ্যে পাইপলাইন সংশ্লিষ্ট সকল মালামাল আমদানিপূর্বক পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৪টি নদী ক্রসিং সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের পাইপলাইনের ৩৮.৭ কি:মি: ওয়েল্ডিং ও ৩৫.১ কি:মি: লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে।

বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্পের আওতায় গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম।

৫.৩। জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন প্রকল্প:

(গ) প্রকল্পের কার্যকাল	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত।
(ঘ) অর্থায়নের প্রকৃতি/ধরণ (নিজস্ব/জিওবি/এডিবি ইত্যাদি)	:	জিটিসিএল ও পেট্রোবাংলার অন্যান্য কোম্পানি (টিজিটিডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জেজিডিএসএল, পিজিসিএল), সুদের হার- ২%।
(ঙ) মোট অর্থায়নের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	:	মোট ৯৩৮৫৩.০০ (টিজিটিডিসিএল ১৬৪১২.০০, বিজিডিসিএল ১২৭৬৫.০০, কেজিডিসিএল ১৩৬৭৭.০০, জেজিডিএসএল ২৭৩৫.০০, পিজিসিএল ২৭৩৫.০০ ও জিটিসিএল ৪৫৫২৯.০০)
(চ) সম্পন্নের তথ্য (জুন, ২৪) (%)	:	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি - আর্থিক: ২৬.৪৯% (২৪৮৬৪.৬৩ লক্ষ টাকা), বাস্তব: ৪৪%
(ছ) অন্যান্য বিষয়	:	১৩টি স্টেশন স্থাপন, ৪টি স্টেশন মডিফিকেশন, ৬টি হট ট্যাপিং কাজের জন্য ৬টি লটের মধ্যে ৪টি লটের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি ২টির চুক্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

Installation and Modification of Gas Stations at Off-Transmission Points of GTCL Project এর আওতায় ফৌজদারহাট সিজিএস এ হট ট্যাপিং কার্যক্রম।

৫.৪। যমুনা রেলওয়ে সেতুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

(গ) প্রকল্পের কার্যকাল	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।
(ঘ) অর্থায়নের প্রকৃতি/ধরণ (নিজস্ব/জিওবি/এডিবি ইত্যাদি)	:	নিজস্ব অর্থায়ন।
(ঙ) মোট অর্থায়নের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	:	নিজস্ব অর্থায়ন ৪৪৫৮৫.০০।
(চ) সম্পন্নের তথ্য (জুন ২০২৪) (%)	:	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি - আর্থিক: ৫৫.৮১% (২৪৮৮৫.৮৬ লক্ষ টাকা), বাস্তব: ৩২.০০%
(ছ) অন্যান্য বিষয়	:	৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১০কি. মি. (ব্রিজ অংশ ৫.৫ কি. মি. ও ব্রিজের উভয় পাড়ে ৪.৫ কি. মি.) পাইপলাইন স্থাপনের কাজ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ হতে মাঠ পর্যায়ে শুরু হয়েছে। সেতুর পূর্বপাড়ে ১.৯৫ কি. মি., ব্রিজ সেকশনে ০.৫৫ কি:মি ওয়েল্ডিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ নূরুল আলম মহোদয় কর্তৃক যমুনা রেলওয়ে সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন।

৫.৫। ধনুয়া হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (ডিপোজিটরি ওয়ার্ক ভিত্তিতে জিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন)

(গ) প্রকল্পের কার্যকাল	:	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।
(ঘ) অর্থায়নের প্রকৃতি/ধরণ (নিজস্ব/জিওবি/এডিবি ইত্যাদি)	:	জিওবি ও আরপিসিএল।
(ঙ) মোট অর্থায়নের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	:	মোট ৫৫৩১৬.৪৮ (জিওবি: ৪১৮৫৯.৭৪ ও আরপিসিএল: ১৩৪৫৬.৭৪)
(চ) সম্পন্নের তথ্য (জুন ২০২৪) (%)	:	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি- আর্থিক: ৪৫.৪৮ % (২৫১৭৫.২৮ লক্ষ টাকা), বাস্তব: ৫০.১০%
(ছ) অন্যান্য বিষয়	:	পাইপলাইন নির্মাণের জন্য বিভিন্ন মালামাল যথা-লাইনপাইপ, ভাল্ব, ফিটিংস, বেন্ড, কোটিং ম্যাটেরিয়াল ও সিপি ম্যাটেরিয়াল এর ০৬টি সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ০৫টি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং তদসংশ্লিষ্ট L/C খোলা হয়েছে। সিপি ম্যাটেরিয়াল ও নদী ক্রসিং কাজের ঠিকাদার নিয়োগের জন্য চুক্তি সম্পাদন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.০। মানবসম্পদ উন্নয়ন:

প্রশিক্ষণ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির প্রশিক্ষণ খাতের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ও কোম্পানির নিজস্ব ভেন্যুতে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্বমোট ১৪২ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মোট ৫৯৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ০৪ টি বৈদেশিক Workshop/Inspections এ ০৮ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.০। ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনাঃ

BCC-তে স্থাপিত জিটিসিএল এর ERP/EAM system (SAP) এর Data Center (DC)-কে Cloud-এ স্থানান্তর। এর মাধ্যমে ERP/SAP system Gi Security, Integrity এবং Data Availability নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ERP/EAM system (SAP) -এর Cyber Security নিশ্চিত করার জন্য End User এবং Server সমুহের সম্ভাব্য cyber threat মনিটরিং ও প্রতিরোধ করার নিমিত্ত Endpoint detection and threat response (EDTR)/ Extended Detection and Response (XDR) Software বাস্তবায়ন।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতিঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী	বর্ণনা
১.১	কোম্পানির নাম	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল)
১.২	কোম্পানির রেজিস্টার্ড হেড অফিস	গ্রামঃ চৌহাটি, থানাঃ পার্বতীপুর, জেলাঃ দিনাজপুর।
১.৩	কোম্পানির লিয়াজোঁ অফিস	পেট্রোসেন্টার, ১৫ তলা, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫
১.৪	কোম্পানি গঠণের তারিখ ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাজ-সি-১৬৪/৯৮, তারিখঃ ০৪ আগস্ট ১৯৯৮
১.৫	ব্যবসায়িক পরিচিতি নং (BIN)	০০০০৯১৩২২
১.৬	টিআইএন সার্টিফিকেট	৪৪৫-২০০-৪১১৫ তারিখঃ ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯
১.৭	ই-টিআইএন	১৬৪২ ৬৬৭৮ ৬৩৪৮
১.৮	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল	মোঃ সাইফুল ইসলাম সরকার
১.৯	চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ	জনাব জনেন্দ্র নাথ সরকার
১.১০	কোম্পানি সচিব	কে. এম. রজিবুল আলম
১.১১	অডিটর	আজিজ হালিম খায়ের চৌধুরী, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্, বাড়ি#৭৫/এ, অবসর ভবন, (২য় ফ্লোর), রোড#৫এ, ধানমন্ডি আর/এ, ঢাকা-১২০৯।
১.১২	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
১.১৩	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
১.১৪	কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলীর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	অক্টোবর-১৯৯৮
১.১৫	কোম্পানির ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ ফেব্রুয়ারি-২০০০
১.১৬	বড়পুকুরিয়ায় কয়লা আবিষ্কার হয়	১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া এলাকায় ১১৮ থেকে ৫০৯ মিটার গভীরতায় কয়লা আবিষ্কার হয়।
১.১৭	বড়পুকুরিয়ার কয়লার গুনগত মান	উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লা
১.১৮	খনি উন্নয়ণ কার্যক্রম	২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়
১.১৯	কোম্পানি কর্তৃক প্রথম কয়লা উৎপাদন ফেইস	২৬০ মিটার গভীরে অবস্থিত ১১০১ লংওয়াল ফেস

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী	বর্ণনা
১.২০	কোম্পানি কর্তৃক বাণিজ্যিক ভাবে কয়লা উৎপাদন শুরুর তারিখ	১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সাল
১.২১	খনি উন্নয়নকারী ঠিকাদার	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট করপোরেশন (সিএমসি)
১.২২	কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	৭ (সাত) জন।
১.২৩	কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	৭০০,০০,০০,০০০.০০ টাকা
১.২৪	কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	৩৯১,৬৩,০৫,৫০০.০০টাকা
১.২৫	কোম্পানির ওয়েবসাইট ঠিকানা	www.bcmcl.org.bd
১.২৬	কোম্পানির ফেসবুক পেজ	www.facebook.com/Barapukuria Coal mining Company Limited.
১.২৭	কোম্পানির ভিশন ও মিশন	**ভিশন:** বাংলাদেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কয়লা উৎপাদন। **মিশন:** দেশের প্রাথমিক জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প কয়লা সম্পদ উন্নয়ন। কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ। কয়লা উৎপাদনে পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা।

কার্যাবলি: ভূগর্ভস্থ’ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

কয়লা উত্তোলন: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬.৫০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯.০৭১ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রায় ৪০% বেশি। উত্তোলিত প্রায় সমুদয় কয়লা খনির নিকটস্থ’ বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (বিপিডিবিতে) সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে।

ভূগর্ভস্থ রক রোডওয়ে উন্নয়ন: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভে ১,৫০০ মিটার রক রোডওয়ে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সর্বমোট ১,৯৩৬.৮০ মিটার রক রোডওয়ে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রায় ২৯.১২% বেশি।

ভূগর্ভস্থ’ কোল রোডওয়ে উন্নয়ন: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভে ২,০০০ মিটার কোল রোডওয়ে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সর্বমোট ৩,৯৮৪.৮০ মিটার কোল রোডওয়ে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রায় ৯৯.২৪% বেশি।

কোল ফেইস উন্নয়ন: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভে ২টি কোল ফেইস উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২টি কোল ফেইস উন্নয়ন (১৪১২ ও ১২০৯ ফেইস) সম্ভব হয়েছে।

সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও অগ্নি-নির্বাপণ মহড়া সম্পন্নকরণ: বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, দিনাজপুর-এর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অগ্নি-নির্বাপণ ও উদ্ধার তৎপরতা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর ২ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং ২টি অগ্নি-নির্বাপণ মহড়া সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এরই-ধারাবাহিকতায় আলোচ্য অর্থবছরে ২৮-২৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও একটি অগ্নি-নির্বাপণ মহড়া সম্পন্ন করা হয়।

কোনরূপ দুর্ঘটনা ব্যতিরেকে কয়লা উত্তোলন: বিসিএমসিএল-এর নিয়মিত তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় আলোচ্য অর্থবছরে কোনরূপ দুর্ঘটনা ছাড়াই নিরবচ্ছিন্ন কয়লা উত্তোলনসহ খনির যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে।

দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রের স্টাডি প্রতিবেদন রিভিউকরণ ও উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ:

দিঘীপাড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পটির স্টাডি কার্যক্রম গত ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে বিসিএমসিএল-এ কর্মরত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DMT Consulting Limited, টক-এর মাধ্যমে দিঘীপাড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনটির রিভিউ গত ২৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়টি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অপরদিকে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য সম্পাদনকৃত Feasibility Study এর আলোকে খনি উন্নয়ন এবং LTCC পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদনের বিষয়ে বিসিএমসিএলকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

"টেকনো ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ওপেন পিট কোল মাইন ইন নর্দার্ন এন্ড সাউদার্ন পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ"-শীর্ষক প্রকল্প।

বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন হতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত "টেকনো ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ওপেন পিট কোল মাইন ইন নর্দার্ন এন্ড সাউদার্ণ পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ"-শীর্ষক স্টাডি প্রকল্পের সংশোধিত পিএফএস এর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ২০ জুন ২০২৩ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অনুষ্ঠিত পিএফএস অনুমোদন সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের জন্য কি পরিমাণ জমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে, পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে তা নির্ণয় করার জন্য গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিএমসিএল-এর ৩৬৬তম পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোপূর্বে প্রস্ততকৃত পিএফএসটিতে কি পরিমান কৃষি জমি প্রয়োজন হবে তা অন্তর্ভূক্ত করে পুনরায় সংশোধন করা হয়। পুনর্গঠিত পিএফএস-টি বিসিএমসিএল-এর ৩৬৮তম পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের জন্য গত ০৮ মে ২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। যা গত ২৪ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পেট্রোবাংলার ৫৮৯তম পর্ষদ সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদন গ্রহনের কার্যক্রম চলমান আছে।

জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র:

"প্রিলিমিনারী স্টাডি ফর মাইন ডেভেলপমেন্ট এ্যাট জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড (নর্থ ওয়েস্ট ১৫ বর্গ কি.মি. এরিয়া) জয়পুরহাট এন্ড নওগাঁ ডিস্ট্রিক্ট, বাংলাদেশ"-শীর্ষক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বিসিএমসিএল-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৬৬তম পর্ষদ সভার সিদ্ধান্- অনুযায়ী পিএফএসটি জ্বালানি খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের জন্য গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। পিএফএসটি পেট্রোবাংলা পর্ষদের গত ০২ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৮৭তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানে পিএফএসটি অধিকতর যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যায়ে আছে।

এ অবস্থায় বাপেক্সকে দিয়ে জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাংশে ১৫ বর্গ কি.মি. এলাকায় ২-ডি সিসমিক সার্ভে পরিচালনা করার জন্য গত ১১ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিএমসিএল-এর ৩৭১তম সভার অনুমোদন অনুযায়ী বিসিএমসিএল ও বাপেক্স এর মধ্যে ২-ডি সিসমিক সার্ভে পরিচালনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

অপরদিকে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিসিএমসিএল পর্ষদের ৩৬৬তম সভায় জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র হতে ভূ-গর্ভস্থ' কোল গ্যাসিফিকেশন (UCG)-এর মাধ্যমে গ্যাস আহরণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে স্টাডি প্রপোজাল তৈরি, কনসালটেন্ট নিয়োগের স্কোপ অব ওয়ার্কস, কনসালটেন্টের যোগ্যতার মানদন্ড, প্রাক্কলন, টাইম শিডিউল, EOI আহবানের লক্ষ্যে কনসালটিং ফার্মের মানদন্ড তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করণের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলা ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিসহ ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (খসড়া হিসাব অনুযায়ী):

In the FY 2023-24, total Coal Production was achieved by 9,06,521.17 Metric tons. During the FY 2023-24, the company earned Tk.17,827.03 million from sale of coal and Tk.964.95 million from other sources comprising a total amount of Tk. 18,791.98 million. During this period Tk.15,063.08 million was spent as cost of operation and expenditure against other heads. In this fiscal year, the net profit stood at Tk.3,728.90 million following deduction of Tk.1,299.06 million provisions for income tax, which was Tk. 1,348.49 million in previous fiscal year. In addition to this, the actual revenue expenditure was Tk. 15,063.08 million in the fiscal year under consideration against an allocated budget of Tk.13,440.50 million which is Tk.1,622.58 million or 12.07% more than the allocated budget due to increase of Coal production. During the FY 2023-24, the company deposited Tk.4,734.00 million to the government exchequer.

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

ক) জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ (জিএসবি) কর্তৃক আবিষ্কৃত আলিহাট আয়রন ওর (Ore) ক্ষেত্রের প্রিলিমিনারী স্টাডি পরিচালনা।

"Preliminary Study for development of Alihat Iron Ore deposit at Hakimpur, Dinajpur, Bangladesh" শীর্ষক স্টাডি কার্যক্রমটি গত ১০ আগস্ট ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে ৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে শেষ হয় এবং কর্মরত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DMT Consulting limited, টক গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে Final Report দাখিল করে। Final Report-এ প্রাপ্ত ফলাফল ২৬ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিএমসিএর-এর পরিচালনা পর্ষদের ৩৭২ তম সভায় অবহিত করা হয়েছে।

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

বিসিএমসিএল প্রান্তে বর্তমানে ৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কোন প্রকল্প নেই।

৬। মানবসম্পদ উন্নয়ন :

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল)-এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে সংস্থানকৃত ৩১০ জন স্থায়ী কর্মকর্তা ও ১১৯ জন স্থায়ী কর্মচারীর বিপরীতে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে বিসিএমসিএল-এ কর্মরত (প্রেষণসহ) স্থায়ী কর্মকর্তার সংখ্যা ১৫২ জন ও কর্মচারীর সংখ্যা ২৫ জন। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সংস্থানকৃত ৪৮৩ জন জনবলের বিপরীতে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ২৭৬ জন সেবা প্রদানকারী জনবল নিয়োজিত রয়েছে এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী হতে ৭০ জন আনসার অঙ্গীভূত রয়েছে। এছাড়া, কোম্পানিতে কর্মরত জনবল ও তাঁদের পরিবারবর্গকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ০১ জন চুক্তিভিত্তিক (খণ্ডকালীন) চিকিৎসক কর্মরত আছেন। বর্তমানে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে বিসিএমসিএল-এর ৯ম ও ১০ম গ্রেডের ৬৭টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, বিসিএমসিএল-এ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত ৮৭ জন জনবল কর্তৃক তাঁদের চাকরি স্থায়ী করার জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১২৮৮/২০১৮ এর রায়ের আলোকে বিসিএমসিএল-এ ২০০৯ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কর্মচারী পদের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দেশের প্রথম ও একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লা খনি। ফলে এ খনিতে কর্মরত জনবলের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি, সাধারণ/প্রশাসন ও অর্থ ক্যাডারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৪৩ জন কর্মকর্তা ও ০৩ জন কর্মচারীসহ মোট ১৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসহ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সশরীরে/অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭। ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক গৃহীত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরুপ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মন্তব্য
সমীক্ষা প্রকল্পসমূহ:			
১.	টেকনো-ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ওপেন পিট কোল মাইন ইন দ্যা নর্দার্ণ এন্ড সাউদার্ণ পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ	২.৫ বছর	বাৎসরিক প্রায় ৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই।
২.	প্রিলিমিনারী স্টাডি ফর মাইন ডেভেলপমেন্ট এ্যাট জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড (নর্থ ওয়েস্ট ১৫ বর্গ কি.মি. এরিয়া) জয়পুরহাট এন্ড নওগাঁ ডিস্ট্রিক্ট, বাংলাদেশ।	২.৫ বছর	বাৎসরিক ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই।
৩.	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড (নর্থ ওয়েস্ট ১৫ বর্গ কি.মি. এরিয়া) জয়পুরহাট এন্ড নওগাঁ ডিস্ট্রিক্ট, বাংলাদেশ।	৩ বছর	বাৎসরিক ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই।
কয়লাক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:			
১.	ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড এ্যাট দিঘীপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	৭-৮ বছর	দিঘীপাড়া কয়লা খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ৩ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হতে পারে।
২.	ডেভেলপমেন্ট এ্যাট জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড (নর্থ ওয়েস্ট ১৫ বর্গ কি.মি. এরিয়া) জয়পুরহাট এন্ড নওগাঁ ডিস্ট্রিক্ট, বাংলাদেশ।	৬-৭ বছর	ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষে প্রাপ্ত ফলাফলে খনি উন্নয়ন সহায়ক হলে এই মাইন হতে বাৎসরিক প্রায় ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হতে পারে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড:

কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলি:

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১২৮ মিটার গভীরতায় গ্রানাইট পাথর আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কঠিন শিলা খনি হতে শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয় ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন এবং পেট্রোবাংলার এর মধ্যে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট-এর আওতায় ১৫৮.৮৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি টার্ন-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক দৈনিক ৫৫০০ মেট্রিক টন হারে বছরে ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যে দুটি শ্যাফট নির্মাণ করে ৫টি স্টোপ করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। চুক্তির ধারাবাহিকতায় কোম্পানি কর্তৃক ২৫-০৫-২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারীর মাধ্যমে খনিটি Take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটি হতে উৎপাদন কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হচ্ছিল। কিন্তু নতুন স্টোপ উন্নয়নের জন্য কোম্পানির আর্থিক সংগতি ছিল না। ফলে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে মেসার্স জার্মানিয়া-ট্রেস্ট কনর্সোটিয়াম-এর সাথে গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ৬(ছয়) বছর মেয়াদী "Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hardrock Mine" শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তির মেয়াদ গত ২০-০২-২০২০ তারিখে শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র সাথে গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত Side Letter Agreement এর মাধ্যমে উক্ত চুক্তির মেয়াদ ১ বছর বর্ধিত করা হয়, যার মেয়াদ ২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে শেষ হয়। খনি উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ঠিকাদার জিটিসি'র সাথে পুনরায় ৬ বছর (২০২১-২০২৭) মেয়াদে খনি উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজ পরিচালনার জন্য গত ২৮-০৯-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন চুক্তির অধীনে জিটিসি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২টি স্টোপ উন্নয়নসহ ১৩,১৫,৫০০.২৯ মেট্রিক টন পাথর উৎপাদন করেছে।

১.২। জনবল কাঠামো (সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী):

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)	৫১৫	৩৩৫	১৮০
	কর্মকর্তা - ১৯৮ কর্মচারি - ৩৩ আউট সোর্সড - ২৮৪	কর্মকর্তা - ১০৩ কর্মচারি - ১৯ আউট সোর্সড -২১৩	কর্মকর্তা - ৯৫ কর্মচারি - ১৪ আউট সোর্সড - ৭১

২। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রায় ১৩.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উৎপাদন করা হয় এবং উক্ত সময়ে খনির ২টি স্টোপ উন্নয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে উৎপাদিত পাথরের বিপরীতে মোট ৯.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়লব্ধ ২৭৪ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা কোম্পানির কোষাগারে জমা হয়েছে।

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৩.১। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রভিশনাল):

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শিলা বিক্রয় বাবদ ২৭৪.৮১ কোটি টাকা, ব্যাংক জমার সুদ বাবদ ০.৫৭ কোটি টাকা ও অন্যান্য খাতে ১০.১০ কোটি টাকাসহ মোট ২৮৫.৪৮ কোটি টাকা আয় হয়েছে। প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী ঠিকাদার জিটিসি'র বিল বাবদ ২৪১.৫৭ কোটি টাকা, বেতনভাতা বাবদ ১৯.৬৫ কোটি টাকা, প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ ২২.৭২ কোটি টাকা, বিক্রয় কমিশন বাবদ ৭.৮১ কোটি টাকা, রয়্যালটি বাবদ ১৮.৫৫ কোটি টাকা এবং আয়কর ০.৩৫ কোটি টাকাসহ মোট ৩১০.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩.২। ৩০-০৬-২০২৪ তারিখে কোম্পানির নীট ঋণের পরিমাণ ১০৯৮.৩১ কোটি টাকা, বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৭.৩১ কোটি টাকা নীট লাভ হলেও ক্রমপুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমাণ ৫২১.৮৩ কোটি টাকা ছিল। লোকসান হওয়ায় কোম্পানির মূলধন কাঠামোতে ঋনাত্মক ইক্যুয়িটি বিরাজমান। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসেবে ১.০০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া পেট্রোবাংলা হতে গৃহিত ঋণের মধ্যে ৪.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

৩.৩। কোম্পানি পরিচালনায় প্রতি বছর লোকসান হলেও রয়্যালটি, ঠিকাদারের আয়কর ও মূসক, বিস্ফোরক আমদানির কাস্টম, ডিউটি ও মূসক, মাইনিং লিজ ফি ইত্যাদি খাতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৯১.১৪ কোটি টাকাসহ শুরু হতে সর্বমোট ৫৭৫.৭২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কোম্পানির প্রধান অফিস ডুয়েল সোর্স Wi-Fi ও ইন্টারনেট কেবল নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা হয়েছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম ইজিপি টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সফটওয়ার ভিত্তিক স্টোর ইনভেন্টরী, মার্কেটিং সফটওয়্যার, সিটিজেন চার্টাড এবং ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির প্রধান গেটসমূহের নেইম প্লেট ডিজিটাল করা হয়েছে। পাথর সরবরাহকারী ডিলারদের প্রতিনিধিদের জন্য ওয়েটিং রুম ও ওয়াশ রুম তৈরি করা হয়েছে। খনির প্রধান কার্যালয় হতে হাইওয়ে রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি ঢালাইসহ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এমজিএমসিএল-এর মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইন স্কুলের নিরাপত্তার জন্য ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রবর্তন ও SMS এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বায়োমেট্রিক অফিস এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ও সিসিটিভি এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প :

দেশের ক্রমবর্ধমান পাথরের চাহিদাপূরণ ও গ্রানাইট পাথর হতে স্লাব তৈরির লক্ষ্যে নতুন খনি উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য পেট্রোবাংলার অর্থায়নে এমজিএমসিএল কর্তৃক "Feasibility Study for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময় অর্থাৎ আগস্ট, ২০১৯ এর মধ্যে শেষ হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ শিলায় অসংখ্য ফ্রাকচার-ফিশার থাকায় স্লাব আকারে গ্রানাইট উত্তোলন সম্ভব নয়। তবে প্রতিদিন ১১,০০০ মেট্রিক টন ক্রাশড গ্রানাইট স্টোন উত্তোলনযোগ্য ৪০ বছর মেয়াদী একটি খনি উন্নয়ন সম্ভব হবে। বিনিয়োগকারী নিয়োগ করে নতুন খনি উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬। মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

৬.১। দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণঃ

অর্থ বৎসর	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	কর্মকর্তার সংখ্যা	কর্মচারির সংখ্যা	মোট
২০২৩-২০২৪	স্থানীয় - ২৩টি	১৯২ জন	২৮ জন	২২০ জন

৬.২। বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

অর্থ বৎসর	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	কর্মকর্তার সংখ্যা	কর্মচারির সংখ্যা	মোট
২০২৩-২০২৪	-	-	-	-

৭। ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনাঃ

৭.১। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিভিন্ন সেবাকে অগ্রাধিকারপূর্বক চালু করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ।

৭.২। দেশের অবকাঠামো নির্মাণে মানসম্মত গ্রানাইট পাথর নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে সরবরাহ করাসহ পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নে অবদান রাখা এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বহুমূখী ব্যবহার এমজিএমসিএল নিশ্চিত করে থাকে। এ লক্ষ্যে এমজিএমসিএল স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদ্যোগ নিম্নরুপ:

- এমজিএমসিএল দেশের একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম শ্রেণির কেপিআই ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সিস্টেম স্থাপন ও বাস্তবায়ন;
- এমজিএমসিএল অফিস অথবা লিয়াজোঁ অফিস এর প্রধান সরেজমিনে এসে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্য, পাথরের তথ্য, ডিলারদের তালিকা, পরিবহন ব্যবস্থার তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহের পরিবর্তে এমজিএমসিএল Mobile App এর মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা;
- নির্ভুলভাবে জনবল পরিচালনার জন্য Human Resource Management Software প্রণয়ন করা ।
- নির্ভুল এবং সুষ্ঠুভাবে হিসাব ও অর্থ বিভাগের কাজ পরিচালনার জন্য Accounts System Software প্রণয়ন করা ।
- একত্রিতভাবে সকল কাজ সহজে করার জন্য All Module Integrated Solution software প্রণয়ন করা ।
- পেট্রোবাংলার আওতায় থেকে সামগ্রিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য Real time data uploading system software অটোমেশন প্রক্রিয়ায় যুক্তকরণ বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৮৮ নং অধ্যাদেশ) বলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারি ১৯৭৭ তারিখ থেকে কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, মজুদ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণনসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ বিপিসি কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। বিপিসি একটি তেল শোধনাগার, তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি, দুটি ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট, একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ কোম্পানি এবং একটি পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানির মাধ্যমে ন্যস্ত দায়িত্বাবলী পালন করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পরিবহণ খাতের কর্মকাণ্ড দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকায় পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❖ কর্পোরেশনের গঠন ও দায়িত্বঃ

Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance, ১৯৭৬ রহিতক্রমে ১৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, আইন ২০১৬ সরকার কর্তৃক প্রণীত হয়, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন ২০১৬ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক ও ৩ জন সরকার মনোনীত পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের নীতি নির্ধারণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে কর্পোরেশনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। চেয়ারম্যান হলেন কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী। বিপিসি'র বর্তমান অনুমোদিত জনবল ১৭৮ জন।

❖ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের কার্যাবলিঃ

১। পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের সংগ্রহ ও আমদানি।

২। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্যের উৎপাদন।

৩। পেট্রোলিয়াম শোধনাগার এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা।

৪। বেস-স্টক, প্রয়োজনীয় সংযোজনের বস্তু এবং অন্যান্য রাসায়নিক পণ্য উৎপাদন।

৫। লুব্রিক্যান্ট তেলের আমদানি ও উৎপাদন।

৬। ব্যবহৃত লুব্রিক্যান্ট এর জন্য পূণর্ব্যবহারযোগ্য প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা।

৭। অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং রিফাইনারীর অবশিষ্টাংশ প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮। পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৯। আন্তঃমহাদেশীয় তেলের ট্যাংকার সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ।

১০। পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত ও এর সম্প্রসারণ।

১১। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বিপণনে কোন সংস্থা বা কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা।

১২। বিপিসি'র অধীন কোম্পানিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ, তাদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং সরকার কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাদি সম্পন্নকরণ।

❖ জনবল কাঠামোঃ

কর্মকর্তা				কর্মচারি				মন্তব্য
অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	
চেয়ারম্যান	১	১	-	ইউডিএ	০৯	০৯	-	
পরিচালক	৩	৩	-	রেকর্ড কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				কেয়ার টেকার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ষ্টোর কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ক্যাশিয়ার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				সাঁটলিপিকার/পিএ	১২	০৬	০৬	
সচিব	১	১	-	এল ডি এ কাম কম্পি: অপা:	২৮	১৭	১১	
উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/ মহাব্যবস্থাপক	৬	৫	১	কম্পাউন্ডার	১	১	-	
উপ-মহাব্যবস্থাপক/ ব্যবস্থাপক	১৩	১৩	-	টেলেক্স অপা:	২	-	২	
উর্ধ্বতন আবাসিক চিকিৎসক	১	১	-	টেলিফোন অপা:	২	২	-	
উপ-ব্যবস্থাপক	১৫	১১	৪	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
সহকারী ব্যবস্থাপক	১১	৪	৭	ড্রাইভার	১৩	১২	১	
				মোটঃ (৩য় শ্রেণি)	৭৩	৫৩	২০	
কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (২য় শ্রেণি)	৭	৫	২	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপা:	১	১	-	
উপ সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণি)	১	১	-	ডেসপাচ রাইডার	২	২	-	
				অফিস সহায়ক	২৭	২৬	১	
				নিরাপত্তা প্রহরী	১০	১০	-	
				বাস হেলপার	১	১	-	
				পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫	৫	-	
				মোটঃ (৪র্থ শ্রেণি)	৪৬	৪৫	১	
মোট:	**৫৯**	**৪৫**	**১৪**	**সর্বমোট (৩য়+৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী):**	**১১৯**	**৯৮**	**২১**	

❖ জনবলের বর্তমান অবস্থাঃ

	মঞ্জুরিকৃত পদ	বিদ্যমান পদ	শূণ্য পদ
কর্মকর্তা	৫৯	৪৫	১৪
কর্মচারি	১১৯	৯৮	২১
মোট:	১৭৮	১৪৩	৩৫

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাণিজ্য ও অপারেশনস কার্যক্রম:

১। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সময়োচিত আমদানিসূচি প্রণয়ন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একইসাথে দেশের অগ্রযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যে কোন দেশের উন্নয়নে মূল চালিকা শক্তি হলো জ্বালানি তেল। বাংলাদেশের অগ্রগতি, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে জ্বালানি তেলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানত যানবাহন, কৃষি সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প-কারখানাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হতে জি-টু-জি মেয়াদি চুক্তি ও আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হলঃ- Emirates National Oil Company (ENOC)-UAE, Petco Trading Labuan Company Limited (PTLCL)-Malaysia, Petrochina International (Singapore) Pte. Ltd.-China, Unipec Singapore Pte Ltd.-China, PT Bumi Siak pusako (BSP)-Indonesia, PTT International Trading Pte. Limited-Thailand, Indian Oil Corporation Limited (IOCL), India, Numaligar Refinery Limited (NRL), India, OQ Trading Limited, Oman. উল্লেখ্য, "ইন্সটলেশন অফ সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন" প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার কমিশনিং ও টেস্টিং এর জন্য First Filling এর অংশ হিসেবে বঙ্গোপসাগরে স্থাপিত এসপিএম বয়ার মাধ্যমে গত ০৩/১২/২০২৩ তারিখে ক্রুড অয়েল ও ০৭/১২/২০২৩ তারিখে ডিজেল এর প্রথম চালান মহেশখালীস্থ পিএসটিএফ এ খালাস করে প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংকে রাখা হয়েছে।

পরবর্তীতে পিএসটিএফ হতে ডিজেল অয়েল এর প্রথম চালান ০৫/০৩/২০২৪ তারিখে এবং ক্রুড এর প্রথম চালান ১৫/০৩/২০২৪ তারিখে ইআরএল ট্যাংকে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল)-এর শিলিগুড়িস্থ মার্কেটিং টার্মিনাল হতে "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (আইবিএফপিএল)"-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল (ডিজেল) আমদানি অব্যাহত রয়েছে। পাইপলাইনের মাধ্যমে সহজ, সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে জ্বালানি তেল আমদানি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিপিসি রিফাইনারিতে প্রক্রিয়াকরণের জন্য জি-টু-জি মেয়াদি চুক্তির আওতায় সৌদি আরবের Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) হতে Arabian Light Crude Oil (ALC) Ges Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) হতে Murban Crude Oil আমদানি করছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস হতে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে দেশের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

৩। বিপিসি দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রায় ৫৮৭৬২২ মেট্রিক টন মারবান ক্রুড অয়েল এবং ৭২০০৪৬.৪০ মেট্রিক টন এরাবিয়ান লাইট ক্রুড অয়েল (এএলসি) অর্থাৎ প্রায় ১৩০৭৬৬৮.৪০ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করেছে। ক্রুড অয়েল আমদানিতে প্রায় ৯৩৮৫.৬৩ কোটি টাকা বা ৮৩৬.৭৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয় ।

৪। পরিশোধিত জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের জন্য বিপিসি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৫,৩৫,৩০৭.৪২ মেট্রিক টন ডিজেল, ২৫৯,৭৮৯.৮৪ মেট্রিক টন মোগ্যাস, ৫৯২,৯৬৫.৪৩ মেট্রিক টন জেট এ-১, ৬৬০,৮৫৬.৭৬ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল এবং ১৪,৯৮৫.৯৬ মেট্রিক টন মেরিন ফুয়েল আমদানি করেছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি খাতে এ অর্থবছরে প্রায় ৪৬,২৭৭.৬২ কোটি টাকা বা প্রায় ৪১৯৯.৫৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়।

বিপিসি কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির পরিমাণ ও আমদানি ব্যয়:

(আনঅডিটেড/প্রভিশনাল)

অর্থ বছর	অপরিশোধিত			পরিশোধিত		
	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মূল্য (কোটি টাকায়)
২০২৩-২৪	১৩,০৭,৬৬৮.৪০	৮৩৬.৭৪৪	৯৩৮৫.৬৩	৫০,৬৩,৯০৫.৪১	৪১৯৯.৫৮২	৪৬,২৭৭.৬২

৫। বিপিসি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র থেকে ১৬৫৮.৯০৩ মেট্রিক টন গ্যাস কনডেনসেট গ্রহণ করেছে। পূর্বের মজুদসহ ২৪২৮.৩৭১ মেট্রিক টন গ্যাস কনডেনসেট ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড ক্রুড অয়েলের সাথে মিশ্রণ করে প্রক্রিয়াজাত করেছে। রিফাইনারির মজুদ ও আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেলসহ ইআরএল ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রায় ১২.৭৯ লক্ষ মে. টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে বিভিন্ন গ্রেডের পরিশোধিত জ্বালানি তেলসহ পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করেছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ইআরএল এ উৎপাদিত বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ নিম্নে ছকে উল্লেখ করা হলো:

পরিমাণ: মেট্রিক টন

অর্থ বছর	ডিজেল	ফার্নেস অয়েল	পেট্রোল (এমএস)	কেরোসিন	এলপিজি	ন্যাফথা	বিটুমিন	অন্যান্য
২০২৩-২৪	৫,৭৮,৬০০	৩,৫৪,০৬০	৪১,৭৭৫	৫৯,০২৬	১২,৫২০	১,২৪,০৩৭	৪৯,৫০৫	২৮,৫৭৯

৬। ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রেডের পরিশোধিত জ্বালানি তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপজাত হিসেবে ন্যাফথা উৎপাদিত হয়। ইআরএল-এ উৎপাদিত ন্যাফথা দেশে স্থাপিত বিভিন্ন বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করা হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সরবরাহের পর উদ্বৃত্ত ন্যাফথা রপ্তানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ইআরএল এ উৎপাদিত ন্যাফথার পরিমাণ, বৈদেশিক রপ্তানি ও স্থানীয়ভাবে সরবরাহের পরিমাণ নিম্নে ছকে দেয়া হলো:

অর্থ বছর	ইআরএল এ উৎপাদন (মেট্রিক টন)	বৈদেশিক রপ্তানি (মেট্রিক টন)	বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে সরবরাহ (মেট্রিক টন)				
			সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম	এ্যাকোয়া রিফাইনারি লিঃ, নরসিংদী	সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারি লিমিটেড, চট্টগ্রাম	পারটেক্স পেট্রো লিমিটেড, চট্টগ্রাম	মোট
২০২৩-২৪	১,২৪,০৩৭	০	৭৪,২৪৬	৩৯,২৩৫	৬,৬১৫	৭,৩৮৭	১,২৭,৪৮২

৭। উল্লেখ্য, স্থানীয় উৎস (বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেসন প্ল্যান্ট/পেট্রোক্যামিক্যাল প্ল্যান্ট, বিটুমিন প্ল্যান্ট) থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রায় ৭,০১,১৬০ মেট্রিক টন পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য গ্রহণ করা হয়। গৃহীত পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ নিম্নে ছকে দেয়া হলো:

পরিমাণ: মেট্রিক টন

স্থানীয় উৎস	ডিজেল	অকটেন	পেট্রোল (এমএস)	কেরোসিন	জেট এ-১	অন্যান্য
সরকারি	৮০১৬	৫৩৩৬৩	১০২৯৮৬	১০৯৭১	০	২৫৮
বেসরকারি	১৩৬৬০০	২১০৫৯৬	১৬৭৪৫৪	২৩৯৪	০	৮৫২২

বিপণন কার্যক্রম:

ক) ২০২৩-২৪ (জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত) অর্থবছরে স্থানীয় উৎস থেকে পেট্রোলিয়াম পণ্য প্রাপ্তির পরিমাণ (মে.টন):

পণ্যের নাম	পরিমাণ (মেট্রিক টন)
অকটেন	২৬৩৯৫৯
পেট্রোল	২৭০৪৪০
ডিজেল	১৪৪৬১৬
কেরোসিন	১৩৩৬৫
এমটিটি	৩৫৭৬
লাইট এমএস	২০৭
এসবিপিএস	৪৭৩৯
জেট এ-১	০
কনডেনসেট	২৫৮
মোট	৭০১১৬০

খ) ২০২৩-২৪ (জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত) অর্থবছরে পণ্যভিত্তিক বিক্রয় (মে.টন):

অকটেন	পেট্রোল	কেরোসিন	ডিজেল	এলডিও	(লাইট ডিজেল অয়েল)	জেবিও (জুট ব্যাচ অয়েল)	ফার্ণেস	লুব	এলপিজি
৩৮৫৪৩৫	৪৩০৮৩৬	৭০০০১	৪২৪৪৫২৭	০	৭০০১	৯৫৫৩০৮	১০১০৮	১২৬৪০	

বিটুমিন	এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)	এমটিটি (মিনারেল তারপেনটাইন)	জেটএ-১	এম. ফুয়েল	মোট
৩৬৯৪০	২০৭৪	৪৫৫৪	৫৪৫৬৯৭	২২৪৬০	৬৭২৭৬০১

(গ) ২০২৩-২৪ (জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত) তারিখে বিভাগ ভিত্তিক ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা:

বিভাগের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা
চট্টগ্রাম	৩৮৩
সিলেট	১৪৫
ঢাকা	৬০২
ময়মনসিংহ	১১৭
রাজশাহী	৩২৮
রংপুর	৩৫৫
খুলনা	৩১১
বরিশাল	৬২
মোট	২৩০৩

কোম্পানিসমূহের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা
পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	৭১৭
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	৮৩৬
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	৭৫০
মোট	২৩০৩

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বিপিসি'র অধীনে বাস্তবায়নাধীন ১২টি প্রকল্প রয়েছে। তন্মধ্যে ০১টি এডিপিভুক্ত ও ১১টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিপিসি'র গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

১। দেশে আমদানিতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত (ডিজেল) জ্বালানি তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য সমুদ্রবক্ষে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) নামক ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি এবং পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। জাহাজ হতে খালাসকৃত অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল অফশোর-অনশোর পাইপলাইনের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল এবং তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। জাহাজ হতে এক (১.০০) লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ৮/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে খালাস করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল জাহাজ হতে খালাসের ক্ষেত্রে ১০৮ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হলেও এসপিএম স্থাপনের পর তার দ্বিগুণ পরিমাণ ডিজেল প্রায় ২৮ ঘণ্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। ফলে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল লাইটার করার প্রয়োজন হবে না এবং এ খাতে কোন ব্যয় হবে না। স্বল্প সময়ে তেল খালাস সম্ভব হবে বিধায় জাহাজ ভাড়া উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। এতে করে অপারেশনাল ফ্লেক্সিবিলিটি ও ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ২২০ (১০০%) কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন, Deep Post Trenching, প্রকল্পের পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) এলাকায় ৬টি স্টোরেজ ট্যাংকের স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কমিশনিং কাজ সফলভাবে সম্পন্নকরতঃ যথাসম্ভব দ্রুত প্রকল্প উদ্বোধনের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৯৯.৫০%।

২। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে জ্বালানি তেল আরো দ্রুত ও সহজে সরবরাহের লক্ষ্যে "জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চন ব্রিজ, পিতলগঞ্জ টু কেএডি ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ১৪.৫০ কিলোমিটার লাইনপাইপ স্থাপন, ৬ টি নেমলেস নদী/খাল ক্রসিং, ৮ টি কেসড ক্রসিং, এইচডিডি পদ্ধতিতে বালু নদী এবং বোয়ালিয়া খাল ক্রসিং, রেলওয়ে ও ঢাকা ময়মনসিংহ রোড কেসড ক্রসিং প্রায় ১২০ মিটার এর কেসিং পাইপ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও পিতলগঞ্জ ডিপোর ল্যান্ড ফিলিং ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩। চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল (ডিজেল) গোদনাইল/ফতুল্লা ডিপোতে পরিবহনের জন্য "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে তেল বিপণন কোম্পানি সমূহের মূল স্থাপনা চট্টগ্রাম হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার গোদনাইল পর্যন্ত ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ২৩৭ কিলোমিটার, গোদনাইল হতে ফতুল্লা পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৮.২৯ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৪ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ২৫০ কি.মি. পাইপলাইন লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও মেঘনা নদী- ১ ও ২, মেঘনা শাখা নদী- ১, ২, ৩, ৪ ও ৫, ব্রহ্মপুত্র নদী, শীতলক্ষ্যা নদী, ফুলদী নদী ক্রসিং, ডিটি ১০.৫%, আরটি ও আইপিএস ৩১% এবং কুমিল্লা ডিপো ৪৩% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৮৫%।

৪। দেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা আরো দ্রুত,সুষ্ঠু ও ব্যয় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে ভারতের রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড (এনআরএল) এর শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল, ভারত হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপোতে ডিজেল আমদানির নিমিত্ত "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৩১.৫৭ কিলোমিটার পাইপলাইন সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল আমদানি করা হচ্ছে। আরো মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রিসিপ্ট টার্মিনাল নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে ০৬টি স্টোরেজ ট্যাংকসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৯০%। এ প্রকল্পটি জুন ২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে।

৫। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তেলের মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত ২ মাসের জ্বালানি তেল মজুদ রাখতে পারলে একটি দেশকে জ্বালানি নিরাপত্তাসম্পন্ন দেশ বলে গণ্য করা হয়। সে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বিপিসি ও সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের জ্বালানি তেল মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে বর্তমানে প্রায় ১৫.৭০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। আরো অধিক জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৬। দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড-এর পরিশোধন ক্ষমতা আরো ৩০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধির জন্য ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। "ইআরএল ইউনিট-২"নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পের ডিপিপি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিপিপি অনুমোদনের পর ঠিকাদার (EPC) নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে,

এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি জুন ২০২৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রিফাইনারীর বার্ষিক পরিশোধন ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। বর্ণিত প্রকল্পের সহায়ক প্রকল্প হিসেবে ইতোমধ্যে FEED Service প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইআরএল ইউনিট-২ বাস্তবায়নের জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭। ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড কর্তৃক পরিশোধিত জ্বালানি তেল বিপিসির অধীন ০৩টি তেল বিপণন কোম্পানিকে সরবরাহের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত কাস্টডি ট্রান্সফার অটোমেশনের নিমিত্ত "ডিজাইন, সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অফ কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার উইথ সুপারভিজরি কন্ট্রোল এট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইআরএল এ জ্বালানি তেল গ্রহণ এবং ইআরএল হতে বিপণন কোম্পানিসমূহের চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় অটোমেশন পদ্ধতিতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে স্বল্প সময়ে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হবে। এতে জ্বালানি তেল সরবরাহে অপচয় হ্রাস পাবে এবং সেফটি সিস্টেম উন্নত হবে। প্রকল্পের যাবতীয় কাজ ডিসেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৯৯%।

৮। জ্বালানি তেল সেক্টরের অপারেশন, বিক্রয় ও হিসাব ইত্যাদি কার্যক্রম 'সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা' (Integrated Automation system) পরিচালনার নিমিত্ত "Automation of Main Installations of Three Oil Marketing Companies at Patenga, Chattogram, Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনার জ্বালানি তেল অপারেশন কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও উন্নত অটোমেটেড পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হবে। এ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৬ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে ও টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও দেশের অন্যান্য ৩৯ টি ডিপো অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে Feasibility Study ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
০১	ইন্সটলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন।	দেশে আমদানীতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের খালাস কার্যক্রম আরও সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কুতুবদিয়ার সমুদ্রবক্ষে ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি স্থাপন এবং সেখান থেকে সাব-সী পাইপ লাইনের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল সরাসরি ইআরএল'র ট্যাংক ফার্মে এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল লাইটার করা প্রয়োজন হবে না বলে লাইটারেজ খরচ সাশ্রয় হবে। ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েলের জাহাজ ৯-১১ দিনের পরিবর্তে ২দিনে এবং ৬০-৭০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল ২৮-৩০ ঘণ্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। অপারেশনাল ইফিসিয়েন্সি অনেক বৃদ্ধি পাবে। ফলে ইমপোর্ট ট্যাংকার হ্যান্ডলিং বাবদ বিপিসি'র বাৎসরিক প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।	নভেম্বর ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪	৮২৯৮১৮.৪৪

খ) নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
০১	কন্স্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)।	পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে।	জুলাই ২০১৩- ডিসেম্বর ২০২১ (প্রস্তাবিত জুলাই ২০১৬- জুন ২০২৬)	১০১০১.৯৯ প্রস্তাবিত ১৯২১০.৫৯
০২	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ।	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। ফলে এয়ারপোর্টে আগত উড়োজাহাজসমূহে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে জেট-এ-১ সরাবরাহ ব্যবস্থা আরো নিশ্চিত হবে।	সেপ্টেম্বর ২০১৭ ডিসেম্বর ২০২২	৩৩৯৬৩.০০
০৩	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এ-কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২।	ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।	এপ্রিল ২০১৬ জুন ২০২৪	২৬০৪৬.৫০
০৪	কন্স্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং (যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার, ঢাকা (সেকেন্ড ফেজ)।	জেওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা যাবে।	জুলাই ২০১৫ জুন ২০২৬	২১১৮৭.৪৫
০৫	কনস্ট্রাকশন অব ১৯ স্টোরিড মেঘনা ভবন উইথ ০৩ বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কর্মাশিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম।	এমপিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা যাবে।	জুলাই ২০১৬ জুন ২০২০ (প্রস্তাবিত জুলাই ২০১৬ জুন ২০২৭)	৬১৭৭.০০ প্রস্তাবিত ১১৬০৩.৯৭
০৬	চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন।	পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংহত হবে।	অক্টোবর ২০১৮ ডিসেম্বর ২০২৪	৩৬৯৮৬৩
০৭	ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইন্সটলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২।	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন, ড্রইং সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।	অক্টোবর ২০১৬ জুন ২০২৪	৪৩,৯০৯.০০
০৮	ইন্ডিয়া- বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন।	পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত হতে বাংলাদেশে তেল আমদানি ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংহত হবে।	জানুয়ারি ২০২০ জুন ২০২৪ (প্রস্তাবিত জানুয়ারি ২০২০ জুন ২০২৫)	৩১৩৬৫.২৪

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
০৯	ইন্সটলেশন অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম ।	ইআরএল হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পিওসিএল, এমপিএল ও জেওসিএল এর ট্যাংকে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিখুঁত ও সঠিকভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।	মার্চ ২০২০ ডিসেম্বর ২০২৪	৮৪৫২.৪৫
১০	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম এম আই টু শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণকারী উড়োজাহাজসমূহে জেট এ-১ জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঘাটিতে জেট এ-১ জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মজুদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।	নভেম্বর ২০২০ জুন ২০২৫	১৭০২৪.০০
১১	কন্সট্রাকশন অব ১২ (জি+১১) স্টোরিড মডার্ন রেসিডেন্সিয়াল কাম কমার্শিয়াল অফিস বিল্ডিং উইথ ০২ (টু) বেইসমেন্টস অব পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এ্যাট ৬ পরিবাগ, ঢাকা-১০০০।	ঢাকাস্থ পরীবাগে পিওসিএল এর মালিকানাধীন ১.৮৮ একর জমির কার্যকর সর্বোত্তম ব্যবহারসহ দৃষ্টিনন্দন আধুনিক ভবন নির্মাণ করা।	জানুয়ারি ২০২২ জুন ২০২৫	৩৯৩০৬.০০

গ) ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ:

ক্র. নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য
০১	ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২।	দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত আছে। দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য ইআরএল ইউনিট-২ নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রিফাইনারীর বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
০২	"অটোমেশন অব মেইন ইন্সটলেশন্স অব থ্রি অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিস (পিওসিএল, এমপিএল এন্ড জেওসিএল), পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ"।	দেশের সকল ডিপো অটোমেশনের আওতায় এনে জ্বালানি তেলের অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
০৩	সিলেকশন অফ কনসালটিং ফার্ম ফর কনডাকটিং ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর সেটিং আপ এ নিউ পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী এন্ড পেট্রোক্যামিক্যাল কমপ্লেক্স ইনক্লুডিং এসপিএম এ্যাট পায়রা পোর্ট এরিয়া, পটুয়াখালী, বাংলাদেশ।	দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য পায়রা বন্দরে কম্পোজিট পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী নামে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় পেট্রোলিয়াম পণ্যের পাশাপাশি সরকার পেট্রোক্যামিক্যাল পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।
০৪	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক এলপিজি টার্মিনাল স্থাপন সংক্রান্ত।	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক বৃহৎ এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি হবে রেফ্রিজারেটেড মাদার টার্মিনাল। এ টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন এলপিজি কোম্পানির নিকট বাল্ক আকারে এলপি গ্যাস বিক্রয় করা হবে। প্রস্তাবিত এলপিজি টার্মিনালের অপারেশন ক্ষমতা হবে বার্ষিক প্রায় ১০-১২ লক্ষ মেট্রিক টন।

হিসাব কার্যক্রমঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে শুল্ক-করাদি ও লভ্যাংশ তহবিল হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের বিবরণী:-

(Provisional)

খাতসমূহ	কোটি টাকা
ট্যাক্স, ভ্যাট ও ডিউটি	১৪,১৪৮.৬৩
লভ্যাংশ	৩০০.০০
মোট =	১৪,৪৪৮.৬৩

আর্থিক কার্যক্রমঃ

১। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬৩,৭১,৫৭৩.৮১ (প্রভিশনাল) মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানি করতে মার্কিন ডলার ৫০৩৬.৩২৬ মিলিয়ন (প্রভিশনাল) সমপরিমাণ টাকা ৫৫,৬৬৩.২৫ কোটি (প্রভিশনাল) ব্যয় হয়। এর মধ্যে ১৩,০৭,৬৬৮.৪০ (প্রভিশনাল) মে.টন ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৮৩৬.৭৪৪ মিলিয়ন (প্রভিশনাল) সমপরিমাণ টাকা ৯,৩৮৫.৬৩ কোটি (প্রভিশনাল) এবং ৫০,৬৩,৯০৫.৪১ (প্রভিশনাল) মে.টন রিফাইন্ড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৪১৯৯.৫৮২ মিলিয়ন (প্রভিশনাল) সমপরিমাণ টাকা ৪৬,২৭৭.৬২ কোটি (প্রভিশনাল)।

২। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিতে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে মার্কিন ডলার ১৩৮৯.২৬ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মার্কিন ডলার ১২৫৯.৭৮ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

মানবসম্পদ উন্নয়নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ১৯৪৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, বিপিসি কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষিত ও যুগোপযোগী মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

Automation কর্মপরিকল্পনাঃ

দেশের জ্বালানি তেল আমদানি, সঞ্চালন, পরিবহণ, বিতরণ এবং সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যক্রম বিপিসি এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহ সম্পাদন করে থাকে। Automation নিশ্চিতকল্পে বিপিসি নিম্নোক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছেঃ

স্বল্পমেয়াদী উদ্যোগ (Short term) (বাস্তবায়ন সময়কালঃ জানুয়ারি ২০২৪ - ডিসেম্বর ২০২৫)

ক্রম	কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগের নাম
১	বিপিসি'র অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের স্থাপনা/প্ল্যান্টসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আধুনিক আইপি ক্যামেরা মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে ড্যাশবোর্ড ব্যবস্থা চালুকরণ।
২	জ্বালানি তেল আমদানি ও বিতরণ সংক্রান্ত ট্যাংক-লরী এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জিপিএস ট্রাকার মনিটরিং ব্যবস্থা চালুকরণ।
৩	জ্বালানি তেল পরিবহন কাজে নিয়োজিত অয়েল ট্যাংকার মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে গুগল ম্যাপের সঙ্গে সমন্বয় করে Automatic Identification System (AIS) ব্যবস্থা বাস্তবায়ন।
৪	সেবা সহজীকরণ ও গ্রাহক ভোগান্তি দূরীকরণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অনুকূলে ৫(পাঁচ) ডিজিটের হটলাইন নাম্বার চালুকরণ।
৫	ওয়েব বেইজড বিটুমিন অর্ডার এন্ড ডেলিভারি সিস্টেম বাস্তবায়ন।
৬	Automation কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সভা/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন।
৭	ইআরএল-এ স্মার্ট কোয়ান্টিফিকেশন অফ রিসিপশন এন্ড ডেলিভারি অফ পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস ব্যবস্থা চালুকরণ।
৮	ইআরএল-এ ডেভলেপমেন্ট অফ ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজ এন্ড মনিটরিং সিস্টেম অফ ইআরএল ইকুইপমেন্টস বাস্তবায়ন।
৯	এলপি গ্যাস লিমিটেড-এ এলপিজি সিলিন্ডার অটোমেটিক লোডিং ও আনলোডিং ব্যবস্থা চালুকরণ।
১০	এসএওসিএল-এর ডেলিভারি ভ্যানসমূহে জিপিএস ট্রাকার মনিটরিং ব্যবস্থা চালুকরণ।

মধ্য মেয়াদী (Mid term) (বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০৩০)

ক্রম	কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগের নাম
১	বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহের সকল প্রধান স্থাপনাসমূহ Automation সম্পন্নকরণ।
২	সেক্টরভিত্তিক জ্বালানি তেলের ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রস্তুতের লক্ষ্যে ডিলার/এজেন্ট এবং গ্রাহকদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত এ্যাপসভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ।
৩	জ্বালানি তেলের ভবিষ্যত চাহিদার প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণা ও জ্বালানি তেলের সোর্সিং এবং বিকল্প জ্বালানি তেলের বাজার বিশ্লেষণের লক্ষ্যে বিপিসি ও কোম্পানির সমন্বয়ে একটি বিশেষায়িত গবেষণা সেল স্থাপন।
৪	মোবাইল ফ্যাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এবং বিভিন্ন ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড-এর মাধ্যমে জ্বালানি তেলের বিল পরিশোধ ব্যবস্থা এবং বিলের হালনাগাদ তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ব্যবস্থা চালুকরণ।
৫	জ্বালানি তেল মজুদ, আমদানি, বিতরণ এবং সরবরাহ সংক্রান্ত রিয়েল টাইম ডাটা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ড্যাশবোর্ড চালুকরণ।
৬	জ্বালানি তেল আমদানি ও বিপণন স্থাপনা/প্ল্যান্টসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অটোমেটিক ফায়ার এন্ড গ্যাস ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন।

দীর্ঘমেয়াদী (Long term) (বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি ২০৩১ - ডিসেম্বর ২০৪১)

ক্রম	কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগের নাম
১	বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহের সকল ডিপো/প্ল্যান্টসমূহ Automation সম্পন্নকরণ।
২	বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহের সকল ফিলিং স্টেশনসমূহ Automation সম্পন্নকরণ।
৩	মানসম্মত জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে প্রতিটি ডিপোতে আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং দক্ষ জনবল পদায়ন।
৪	জ্বালানি তেলের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দেশের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ৯০ দিনে উন্নীতকরণ।
৫	বিপিসি এবং এর আওতাধীন ৮টি কোম্পানির জন্য সমন্বিত ১টি Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়ন।
৬	সরকারের অগ্রাধিকার অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং বিভাগীয় শহরের AI Tools ব্যবহার সম্মলিত বিপিসি ও কোম্পানির নিজস্ব ফিলিং স্টেশন চালুকরণ।
৭	জ্বালানি তেলের ভোক্তাদের সহজে জ্বালানি প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে পাইলটিং হিসেবে দেশের কিছু ফিলিং স্টেশন-এ ডিজিটাল লেনদেন চালুকরণ, ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মানুষবিহীন সেবা প্রদানের জন্য আধুনিক মানের ডিসপেনসিং ইউনিট চালুকরণ।

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

পরিচিতিঃ

কর্পোরেট সদর দফতর	:	পদ্মা ভবন, স্ট্র্যান্ড রোড, সদরঘাট, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ঢাকা লিয়াঁজো অফিস	:	বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
প্রধান স্থাপনা	:	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
কোম্পানির অন্তর্ভুক্তি তারিখ	:	২৭ এপ্রিল ১৯৬৫
ব্যবসার ক্ষেত্র	:	পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ এবং কৃষিজাত রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন এবং বিপণন।
কোম্পানির স্থিতি	:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে কোম্পানি আইন -১৯১৩ এর অধীনে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত
স্টক এক্সচেঞ্জে	:	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
তালিকাভুক্তি	:	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
অনুমোদিত মূলধন	:	১০০০ মিলিয়ন টাকা
পরিশোধিত মূলধন	:	৯৮২.৩৩ মিলিয়ন টাকা
শেয়ার সংখ্যা	:	৯,৮২,৩২,৭৫০
শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা	:	৮৯৪৫
অনুমোদিত কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা	:	১২১১

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর কার্যাবলিঃ

ব্যবসায়িক কার্যাবলি:

১. সরকার নির্ধারিত মূল্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে দেশব্যাপি নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুভাবে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন।

২. বিভিন্ন ধরণের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস সংগ্রহ মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

৩. কোম্পানি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এয়ার লাইনসসমূহে সরকার নির্ধারিত মূল্যে উড়োজাহাজের জ্বালানি তেল (জেট এ-১) সরবরাহকরণের কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করছে।

৪. পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের পাশাপাশি কৃষি-রসায়নজাত বিভিন্ন পণ্য, যথা বিভিন্ন ধরণের বালাইনাশক ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফার্টিলাইজার বিপণন ।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলিঃ

১। সরকার ও বিপিসি'র নির্দেশনার আলোকে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণনের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

২। ইআরএল, আমদানি এবং অন্যান্য স্থানীয় উৎস হতে জ্বালানি তেল গ্রহণ ও মজুদকরণ।

৩। সারা দেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৪। জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা, বিপণন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

৫। ডিপো/প্রধান স্থাপনায় বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

৬। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ব্যয় সাশ্রয়ী প্রকল্প গ্রহণ করা।

৭। জ্বালানি তেল হ্যান্ডলিং নিরাপদ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অপারেশনাল ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং দক্ষ পরিচালনগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৮। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিকরণ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিক্রয় (সাময়িক)

পণ্য	২০২৩-২০২৪ (৩১.০৩.২৪ পর্যন্ত)
অকটেন	৯৮,৪০০ মে.টন
জেটএ-১	৩,৯৭,১০৬ মে.টন
পেট্রোল	১,১২,১৫৭ মে.টন
কেরোসিন	২১,৩৩২ মে.টন
ডিজেল	১০,৩৭,৩৯৮ মে.টন
এলডিও	২২৩ মে.টন
এল এস এফ ও	১১,২৪২ মে.টন
ফার্নেস অয়েল	২,০৯,৪৪৬ মে.টন
জেবিও	২,২৯৬ মে.টন
এমটিটি	২,৭১৮ মে.টন
এসবিপি	৪,৬৫৭ মে.টন
লুব অয়েল ও গ্রীজ	১,৫০৫ মে.টন
এলপিজি	২,০১৭ মে.টন
বিটুমিন	৭,১১৬ মে.টন
অন্যান্য	৪৭ মে.টন
মোট	**১৯,০৭,৬৫৯ মে.টন**

PADMA OIL COMPANY LIMITED

STATEMENT OF PROFIT OR L0SS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE 3RD QUARTER ENDED 31 MARCH 2024
(PROVISIONAL & UN-AUDITED)

	Taka in Lac	
	July'23-March'24	**July'22-March'23**
Products handled: volume (M. Tons)	1,907,659	2,004,691
Gross Earnings on petroleum Products	20,404.50	19,952.60
Direct cost on petroleum products		
Packing Charges	(146.32)	(170.13)
Handling Charges	(54.21)	(59.20)
	(200.53)	(229.33)
Net Earnings on petroleum Products	20,203.97	19,723.27
Operating expenses		
Administrative, selling and distribution expenses	(15,418.42)	(15,043.08)
Interest and financial expenses	(2,278.83)	(1,896.55)
Depreciation	(1,900.00)	(1,800.00)
	(19,597.25)	**(18,739.62)**
Operating Profit on Petroleum	**606.73**	**983.66**
Other operating income -petroleum trade	5,070.00	4,270.00
Operating profit on Agro-chemical trading	20.06	(17.65)
Total Operating Profit	**5,696.79**	**5,236.01**
Non-operating income	27,197.65	24,407.73
Profit before WPPWF	32,894.44	29,643.74
Contribution to Workers' Profit Participation and Walfare Fund @ 5% on Net Profit	(1,644.72)	(1,482.19)
Profit before income tax	**31,249.71**	**28,161.55**
Provision for income tax		
Current tax	(6,578.89)	(5,928.74)
Deferred tax	(226.93)	(227.39)
Profit after tax for the year	**24,443.89**	**22,005.41**
Surplus from Investment transfer to Depreciation Fund Reserve	**1,024.83**	**1,010.03**
	23,419.07	**20,995.39**
Other comprehensive income	-	-
Total comprehensive income for the year	**23,419.07**	**20,995.39**
Earning Per Share	**Tk. 24.88**	**Tk. 22.40**

PADMA OIL COMPANY LIMITED

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE 3RD QUARTER ENDED 31 MARCH 2024
(PROVISIONAL & UN-AUDITED)

Taka in Lac

	Share Capital	Retained earnings	Depreciation Fund Reserve	Total equity
Balance as on 1st July 2022	**9,823.27**	**164,671.51**	**2,698.96**	**177,193.74**
Cash dividend paid (for the year 2021-22)	(12,279.09)			(12,279.09)
Transfer to Depreciation Fund Reserve			1,010.03	1,010.03
Net profit after tax (for the 3rd quarter ending 2022-23)		20,995.39		20,995.39
Balance as at 31st March 2023	**9,823.27**	**173,387.81**	**3,708.99**	**186,920.06**
Balance as on 1st July 2023	9,823.27	164,671.51	2,698.96	177,193.74
Cash dividend paid for the year 2021-22		(12,279.09)		(12,279.09)
Transfer to Depreciation Fund Reserve		(974.34)		974.34
Net profit after tax (for the year 2022-23)		34,952.87		34,952.87
Balance as at 30th June 2023	**9,823.27**	**186,370.96**	**3,673.30**	**199,867.53**
Balance as on 1st July 2023	9,823.27	186,370.96	3,673.30	199,867.53
Cash dividend paid (for the year 2022-23)			(13,261.42)	(13,261.42)
Transfer to Depreciation Fund Reserve			1,024.83	1,024.83
Net profit after tax (for the 3rd quarter ending 2023-24)		23,419.07		23,419.07
Balance as at 31st March 2024	**9,823.27**	**196,528.61**	**4,698.13**	**211,050.00**

PADMA OIL COMPANY LIMITED

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 MARCH 2024
(PROVISIONAL & UN-AUDITED)

	Taka in Lac	
	31 March 2024	**30 June 2023**
Assets		
Non-current assets:		
Property, plant and equipment	16,854.68	15,520.68
Capital Work-in-progress	12,619.26	13,803.26
Long Term Investment (FDR)	2,000.00	2,000.00
Investment-Depreciation Fund (FDR)	21,970.95	20,802.48
	53,444.89	**52,126.42**
Current assets:		
Inventories	254,493.75	209,884.45
Accounts Receivable	202,704.41	178,397.38
Due from affiliated companies	613,807.26	582,289.96
Advances, deposits and pre-payments	2,013.00	18,772.34
Income tax receivable	21,604.00	12,329.51
Cash and cash equivalents	481,823.89	466,864.23
Total Current assets:	**1,576,446.32**	**1,468,537.87**
Total assets	**1,629,891.21**	**1,520,664.29**
Equity and liabilities		
Shareholders' equity:		
Share capital	9,823.27	9,823.27
Depreciation Fund Reserve (Accumulated Surplus)	4,698.13	3,673.30
Retained earnings	196,528.61	186,370.96
Total equity	**211,050.01**	**199,867.53**
Non-current liabilities:		
Deferred tax liabilities	1,283.35	1,056.42
Long Term Loan	1,834.63	1,834.63
	3,117.98	**2,891.05**
Current liablitities		
Accounts payable	523,499.16	378,947.96
Supplies and expenses payable	64,730.20	43,782.78
Due to affiliated companies	750,876.26	826,077.99
Other liabilities	58,507.67	57,609.32
Dividend payable	550.57	507.19
Income tax payable	17,559.36	10,980.47
Total Current Liablitities	**1,415,723.22**	**1,317,905.71**
Total liabilities	**1,418,841.20**	**1,320,796.76**
Total equity and liabilities	**1,629,891.21**	**1,520,664.29**
Net Asset Value (NAV) per share (Taka)	**214.85**	**203.46**

বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ:

(১)	"চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামস্থ পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড প্রধান স্থাপনা হতে নারায়নগঞ্জস্থ গোদনাইল ডিপো ও ফতুল্লা ডিপো পর্যন্ত প্রায় ২৫০.৬৫ কি:মি: পাইপ লাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ডিসপাচ টার্মিনাল, রিসিপ্ট টার্মিনাল, আইপিএস, কুমিল্লা পেট্রোলিয়াম ডিপো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৮৫% বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে।
(২)	"কনস্ট্রাকশান অব ১২ (জি+১১) স্টোরিড মডার্ন রেসিডেন্সিয়াল কাম কমার্শিয়াল অফিস বিল্ডিং উইথ ০২ (টু) বেইসমেন্টস অব পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড অ্যাট্ ৬ পরিবাগ, ঢাকা-১০০০" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ম্যাট ঢালাই বেইসমেন্ট-২ ও ১ এর রিটেইনিং ওয়াল, শেয়ার ওয়াল, আরসিসি কলাম, কম্পোজিট কলাম-সহ স্লাব ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।
(৩)	"কনস্ট্রাকশান অব হেড অফিস বিল্ডিং" শীর্ষক প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সমুহের প্রথম প্যাকেজ এর ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্রে আহবান করা হয় এবং আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।
(৪)	তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির প্রধান স্থাপনায় তেল গ্রহণ, মজুদ, সরবরাহের পদ্ধতি অটোমেশন এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
(৫)	তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির সকল তথা ৩৯ টি ডিপোর জ্বালানি তেল গ্রহণ, মজুদ ও সরবরাহ পদ্ধতি অটোমেশন প্রক্রিয়া স্থাপনের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ইওআই আহবানের মাধ্যমে পরামর্শক নিয়োগ ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজ চলমান রয়েছে।
(৬)	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় টার্মিনালের হাইড্রেন্ট সিস্টেম এ উড়োজাহাজের জ্বালানি জেট এ-১ সরবরাহের লক্ষ্যে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ নামক উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি প্রায় ৭০%।

মানবসম্পদ উন্নয়নে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড:

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড দেশের সুপ্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী অন্যতম বৃহত্তম তেল বিপণন কোম্পানি। সারা দেশব্যাপী সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মানসম্মত জ্বালানি সরবরাহ করা এ কোম্পানির ভিশন। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে দেশের শিল্পায়ন অনস্বীকার্য। শিল্পায়নের জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জ্বালানি। জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এ কোম্পানি ২৯৫ জন কর্মকর্তা এবং ৯১৬ জন কর্মচারী নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানি ২৭৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। প্রশিক্ষিত ও যুগোপযোগী মানব সম্পদ তৈরিতে কোম্পানির প্রয়োজন মোতাবেক নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে:

(১) জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি),

(২) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট,

(৩) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট,

(৪) বাণিজ্য, শিল্প, অর্থ, আইনসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স,

(৫) ইন্সটিটিউট অফ চাটার্ড একাউন্ট্যান্টস্ বাংলাদেশ,

(৬) ইন্সটিটিউট অফ কস্ট এন্ড ম্যানেজম্যান্ট একাউন্ট্যান্টস্ বাংলাদেশ,

(৭) শ্রম অধিদপ্তর আয়োজিত প্রশিক্ষণ।

Automation কর্মপরিকল্পনাঃ

স্বল্পমেয়াদী (Short Term) পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগ

ক্রম	বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ জানুয়ারি ২০২৪ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
১	সকল পেট্রোলিয়াম ডিপোসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ফ্লেম প্রুফ আইপি ক্যামেরা স্থাপন ও আধুনিক DSS (Digital Surveillance System) server, storage device and display panel স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ভিডিও মনিটরিং ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
২	ডিপোসমূহে তেল বিতরণ সংক্রান্ত ট্যাংক-লরি এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জিপিএস ভেইক্যাল ট্র্যাকার কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং ব্যবস্থা চালুকরণ।
৩	জ্বালানি তেল পরিবহন কাজে নিয়োজিত অয়েল ট্যাংকার মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং ব্যবস্থা এর জন্য Automatic Identification System (AIS) চালুকরণ।
৪	সেবার বিপরীতে গ্রাহকদের অভিযোগ/ক্ষোভ ও ভোগান্তি দূরীকরণে পিওসিএল এর অনুকূলে ৫(পাচঁ) ডিজিটের হটলাইন নাম্বার চালুকরণ।
৫	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বিবরণী (Salary Statement) বসধরষ এর মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে কাগজবিহীন অফিস (Paperless Office) ধারণার বাস্তবায়ন।
৬	উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং আধুনিক টেকনোলজি সমন্ধে ধারনা প্রদানের লক্ষ্যে সভা/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ।

মধ্যমেয়াদী (Medium Term) পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগ

ক্রম	বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ জানুয়ারি ২০২৬ - ৩১ ডিসেম্বর ২০৩০
১	সকল ডিপোতে অনলাইন সফটওয়্যার ইন্সটলেশনের মাধ্যমে ডিআরআই (DRI) ও এমআর (গজ) এন্ট্রি এবং রিয়েল টাইম ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
২	প্রধান স্থাপনায় Automation সম্পন্নকরণ।
৩	ডিপোসমূহে জ্বালানি তেলের মজুদ, আমদানি, বিতরণ এবং গ্রাহকদের নিকট হতে মজুদকৃত তেলের তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে রিয়েল টাইম ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ ও ড্যাশবোর্ড চালুকরণ।
৪	ডাটা সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার স্বার্থে সাইবার সিকিউরিটি ব্যবস্থা গ্রহণ।

দীর্ঘমেয়াদী (Long Term) পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগ

ক্রম	বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ জানুয়ারি ২০৩১ - ৩১ ডিসেম্বর ২০৪১
১	সকল পেট্রোলিয়াম ডিপোসমূহ Automation সম্পন্নকরণ।
২	মানসম্মত জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে প্রতিটি ডিপোতে আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং দক্ষ জনবল পদায়ন।
৩	জ্বালানি তেলের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দেশের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ৯০ দিনে উন্নীতকরণ।
৪	বিপিসির সাথে সমন্বিত ১টি ERP (Enterprise Resource Planning) বাস্তবায়ন।

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

১) কোম্পানির পরিচিতি, জনবল কাঠামো ও কার্যাবলি:

কোম্পানির পরিচিতি:

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এ কোম্পানি বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য এবং বিপি ও ক্যাস্ট্রল ব্র্যান্ডের লুব্রিকেন্টস সমগ্র দেশে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও বিপণন কাজে নিয়োজিত।

১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) গঠনের পর বিপিসি'র অধ্যাদেশ-৮৮ এর আওতায় দুটি তেল বিপণন কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ০১-০১-১৯৭৭ তারিখে বিপিসি'র আওতাধীনে আনা হয়। মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-কে একীভূত করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ১৯৭৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানি আইন, ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের সার্কুলার মোতাবেক উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়-দেনা মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এ স্থানান্তর করা হয়। ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ হতে নব গঠিত মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

২৯ মে, ২০০৭ তারিখে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০৮.২১ কোটি টাকা (৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে)। কোম্পানি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ যথাক্রমে ১৪ নভেম্বর ২০০৭ এবং ২ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে কোম্পানির ৫৮.৬৭% শেয়ার বিপিসি'র মালিকানায় এবং বাকি ৪১.৩৩% শেয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের মালিকানায় রয়েছে।

জনবল কাঠামো:

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে কোম্পানির বর্তমান জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত জনবল	বিদ্যমান জনবল
কর্মকর্তা	২৩০	১৪১
কর্মচারি	১৪০	৯১
শ্রমিক ও সিকিউরিটি গার্ড	৩৭০	১৩০
মোট :	৭৪০	৩৬২

কার্যাবলি:

১.১ দেশব্যাপী চাহিদার নিরিখে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী তথা জ্বালানি তেল, তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) মজুদ ও বিপণনের পাশাপাশি বিপি ও ক্যাস্ট্রল ব্যান্ডের লুব্রিকেন্টস আমদনি, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ।

১.২ দেশব্যাপী সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বিভিন্ন শিল্প গ্রুপ, শিল্প কারখানা ও সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান-কে সরাসরি কাস্টমার বিবেচনায় সরকার নির্ধারিত মূল্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেল সরবরাহ।

১.৩ ফিলিং স্টেশন/ডিলার/এজেন্ট হতে নিয়মিতভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক গুণগতমান পরীক্ষা এবং পরিমাপ যাচাইকরণ।

১.৪ কৃষিসেচ মওসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি মূল্য পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ।

১.৫ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভোক্তার দ্বারপ্রান্তে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এ কোম্পানির সুবিন্যাস্ত বিপণন নেটওয়ার্ক এর আওতায় ৮৩৬ টি পেট্রোল পাম্প, ১৮০টি প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার, ৬০টি মেরিন ডিলার, ৯০২ টি এজেন্সি, ১২৪৯ টি এলপিজি ডিলার রয়েছে এবং পেট্রোলিয়াম মজুদ ব্যবস্থাপনায় ১৭টি ডিপো-মজুদ রয়েছে।

কোম্পানির কর-উত্তর মুনাফা এবং পণ্য বিক্রয়ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী কর-উত্তর মুনাফা ২৯৪,৫৫,৪৭,২৮৩ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরের নয় মাসে নীট এ্যাসেট ভ্যালু ২২৮৫,৮২,৪০,২০৫ টাকা, নীট এ্যাসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ২১১.২৩ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় ২৭.২২ টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয়ের পরিসংখ্যান :

পণ্যের নাম	২০২৩-২৪ (মে. টন)
অকটেন	১০৮,৫৩২
জেট এ ১	-
পেট্রোল	১০৯,৪৫৮
কেরোসিন	১৬,৭৮১
ডিজেল	১২,৫৫,৫০৩
এলডিও	-
ফার্ণেস অয়েল	২৩৪,২৩৩
এলএসএফও	-
জেবিও	৩,৩৯৪
এমটিটি	৫৩
এসবিপি	৫
লুব অয়েল	৬,৫৩৭
গ্রীজ	১৫
এলপিজি	১,৮৪০
বিটুমিন	১১,৪৩০
মোট :	১৭,৪৭,৭৮১

২) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যঃ

২.১. কোম্পানি সমগ্র দেশে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে জ্বালানি তেল বিশেষভাবে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি সচেষ্ট থাকে। এছাড়াও, অত্র কোম্পানি গুণগত মান সম্পন্ন জ্বালানি তেলের পাশাপাশি লুব্রিকেটিং অয়েল (BP and Castrol Brand) সরবরাহ করে।

২.১. ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ২৩,৭০,৩৭০.০০ লক্ষ মে. টন জ্বালানি তেল বিপণন করে, যা মোট জ্বালানি তেলের ৩৫.৬৩% এবং লুব অয়েলের ৬২.৫৬%। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩৮% অকটেন, ৩৫% পেট্রোল, ৩২% কেরোসিন, ৩৯% ডিজেল, ৪০% ফার্নেস অয়েল এবং বিপিসি'র আওতাধীন তিন তেল বিপণন কোম্পানির মধ্যে এ কোম্পানি ৬৩% লুব অয়েল বিক্রয় করে। সর্বোপরি বর্ণিত অর্থবছরে কোম্পানি দেশে ব্যবহৃত মোট চাহিদার ৩৮.৮৪% পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়ে সক্ষম হয়।

২.৩. উল্লেখ্য, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা মতে দেশে নিরাপদ জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে কোম্পানি হতে জ্বালানি তেল সরবরাহে নিয়োজিত ট্যাংকলরিতে VTS (Vehicle Tracking System) প্রযুক্তি সংযোজনের কাজ চলমান আছে।

৩। আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী কর-উত্তর মুনাফা ২৯৪,৫৫,৪৭,২৮৩ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরের নয় মাসে নেট এ্যাসেট ভ্যালু ২২৮৫,৮২,৪০,২০৫ টাকা, নেট এ্যাসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ২১১.২৩ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় ২৭.২২ টাকা।

৪। কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়ণমূলক কর্মকাণ্ড:

২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়ণমূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল:

৪.১ প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ডলফিন অয়েল জেটি (ডিওজে-৫) পুনঃসংস্কার ও মেরামত।

৪.২ প্রধান স্থাপনায় ৫৯৭৩ মেঃ টন তেল ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক মেরামত কাজ।

৪.৩ ঝালকাঠি ডিপোতে অফিস ভবন সংস্কার, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ এবং আরসিসি পেভমেন্ট মেরামত।

৪.৪ ঝালকাঠি ডিপোতে আরসিসি পেভমেন্ট, ট্যাংক পার্শ্বে এপ্রোন নির্মাণ, ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও ইলেট্রিক মিটার স্থানান্তর কাজ।

৪.৫ গোদনাইল ডিপোতে রেলওয়ের নিকট হতে লীজকৃত ০.৮৫৮৬ একর জায়গা ভরাট করে ট্যাংকলরী ইয়ার্ড নির্মাণ সহ ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন।

৪.৬ গোদনাইল ডিপো নারায়ণগঞ্জে জেটি মেরামত ও রং করণ কাজ।

৪.৭ বরিশাল ডিপোতে ৭০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

৪.৮ মহেশ্বরপাশা খুলনায় কোম্পানির নিজস্ব জমির চর্তুদিকে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।

৪.৯ দৌলতপুর ডিপো, খুলনায় যমুনা অয়েল কোম্পানী ও এমপিএল এর মধ্যবর্তী বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ।

৪.১০ দৌলতপুর ডিপো, খুলনায় বাউন্ডারি ওয়াল ও আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ।

৫। কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল:

৫.১ চট্টগ্রাম এ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ৩টি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯তলা মেঘনা ভবন নির্মাণ।

৫.২ প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৮০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

৫.৩ প্রধান স্থাপনায় এলপিজি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ কাজ।

৫.৪ ফতুল্লা ডিপো নারায়নগঞ্জে ৬০০০কিঃলিঃ ও ১০০০ কিঃ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক নির্মাণ।

৫.৫ গোদনাইল ডিপো নারায়নগঞ্জে ১০০০০কিঃলিঃ ও ১০০০ কিঃ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

৫.৬ দৌলতপুর ডিপো, খুলনায় ৪৮০ কিঃলিঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংক মেরামত ও অন্যান্য কাজ।

৫.৭ মোংলা অয়েল ইনস্টলেশনে জেটি সংলগ্ন নদীর পাড়ে Protection Work.

৫.৮ মোংলা অয়েল ইনস্টলেশনের দক্ষিণ পার্শ্বে বাউন্ডারি ফেন্সিং ওয়াল ও আনুসাঙ্গিক কাজ।

৫.৯ ইপিওএল ডিপো, ঢাকাতে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

৫.১০ ঝালকাঠি ডিপোতে নদীর পাড়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ সহ রিভার ব্যাংক প্রোটেকশন ওয়ার্ক।

৬) মানবসম্পদ উন্নয়ন:

কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট/ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়:

৬.১ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৬.২ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউট

৬.৩ পেট্রোবাংলা

৬.৪ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৬.৫ হাইড্রো কার্বন ইউনিট

৬.৬ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম

৬.৭ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

৬.৮ সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট ইউনিট (সিপিইউ)

৬.৯ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

৬.১০ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

৬.১১ ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিমিটেড

৬.১২ চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ লিমিটেড

৬.১৩ ইন্সটিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস অব বাংলাদেশ

৬.১৪ ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস বাংলাদেশ।

এছাড়া কর্মকর্তাদের উন্নততর শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ'' প্রধান কার্যালয়ের আধুনিক ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে।

৭) Automation কর্মপরিকল্পনাঃ

কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

০১. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৩০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

০২. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে মেইন গেইটের সামনে কালভার্ট পুনঃ নির্মাণ সহ পাইপ লাইন পরিবর্তন কাজ।

০৩. ১৩১-১৩৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকাতে ২২.৫ কাঠা জমির উপর বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি।

০৪. ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে লুব অয়েল সংরক্ষণের জন্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান ওয়্যার হাউজ বর্ধিতকরন।

০৫. ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে জেটি মেরামত ও ট্যাংক, পাইপ লাইন, গেইট রং করণ কাজ।

০৬. বাঘাবাড়ি ডিপোতে লুব ড্রাম এবং এলপিজি যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং মজুদের লক্ষ্যে ওয়্যার হাউজ/ওপেন শেড নির্মাণ।

০৭. ঝালকাঠি ডিপোতে ১০০০ কিঃলিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন অকটেন ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

০৮. মোগলাবাজার ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ কাজ

০৯. শ্রীমঙ্গল ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সেমি আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

১০. পার্বতীপুর ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

১১. চাঁদপুর ডিপোতে জেটি মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

১২. মোংলা অয়েল ইন্সটলেশনের প্রধান গেইটের সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

৮) অন্যান্য কার্যক্রমঃ

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) এর আওতায় কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) নীতিমালা এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪৯,৩০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয় । এছাড়াও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা/ ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন/অনুদান প্রদান করা হয়।

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

১. কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো

১.১) কোম্পানির পরিচিতি

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (জেওসিএল) বিগত পাঁচ দশক ধরে জ্বালানি তেল বিপণনের মাধ্যমে জাতিকে সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে এ কোম্পানি অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৯৬৪ সালে ২ (দুই) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালিন পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় তেল কোম্পানি হিসেবে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড (পিএনওএল) নামক কোম্পানিটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অ্যাবান্ড্যান্ড প্রোপার্টি (কন্ট্রোল, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিস্পোজাল) আদেশ ১৯৭২ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) বলে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেডকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় এবং নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল অয়েলস লিমিটেড। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখে এক সরকারি আদেশ বলে এর পুনঃনামকরণ করা হয় যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (জেওসিএল)। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২১-৪-৭৩ তারিখে ২১ এম-৪/৭৬ (এন আর) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ কোম্পানি পেট্রোবাংলার আওতাধীন একটি এডহক কমিটি (অয়েল কোম্পানিজ এডভাইজারী কমিটি) দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা।

পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালের বিপিসি অধ্যাদেশ নং LXXXVIII (যা ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা-অর্ডিনারিতে প্রকাশিত হয়) এর ৩১(সি) ধারায় বর্ণিত তালিকায় এ কোম্পানির সম্পত্তি ও দায়-দেনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ইন্দোবার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানী লিমিটেড (আইবিপিসিএল) এর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও দায়-দেনা এ কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গঠনের পর থেকে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি সাবসিডিয়ারি হিসেবে কাজ করে আসছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের মুনাফা থেকে ৫.০০ কোটি টাকা বোনাস শেয়ার ইস্যু করে এ কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গত ২৫ জুন, ২০০৭ তারিখে এ কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর অনুমোদিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-৮-২০০৭ তারিখে পুনরায় ৩৫.০০ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পরিশোধিত মূলধন ৪৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তাদের মালিকানাধীন শেয়ার থেকে প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১,৩৫,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার অর্থাৎ; ১৩.৫০ কোটি টাকার শেয়ার ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতির আওতায় অফ-লোড এর লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ০৯-০১-২০০৮ তারিখে তালিকাভূক্ত হয় এবং যথারীতি উপযুক্ত শেয়ার পুঁজিবাজারে অবমুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবশিষ্ট শেয়ার থেকে আরও ১৭ শতাংশ শেয়ার ২৫-৭-২০১১ তারিখে অবমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন অর্থ বৎসরে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ১১০.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা যথাক্রমে ৬০.০৮% ও ৩৯.৯২%।

এছাড়াও জেওসিএল বাংলাদেশে বিশ্বমানের মবিল ব্রান্ডের লুব্রিক্যান্ট এবং গ্রীজ বাজারজাত করে থাকে। এর প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে, এছাড়া ৪টি বিভাগীয় অফিস এবং ৫টি আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস রয়েছে।

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং সারা দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে। এছাড়াও জেওসিএল এর ৭৫৭ টি ডিলার, ৯৫৪ টি ডিস্ট্রিবিউটর, ২৭৪ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৭৭২ টি এলপিজি ডিলার এবং ২২ টি মেরিন ডিলার এর দ্বারা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের নিকট পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানি পরিচালনার জন্য বর্তমানে দশ (১০) সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকসহ ৯ (জন) পরিচালক সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১ (জন) পরিচালক সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত। কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

প্রধান কার্যালয়	:	যমুনা ভবন, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ
আবাসিক কার্যালয়	:	যমুনা ভবন, ২ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বিভাগীয় কার্যালয়	:	চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও বগুড়া
প্রধান স্থাপনা	:	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
ডিপো	:	সমগ্র দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে
ব্যবসার প্রকৃতি	:	কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস গ্রহণ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

১.২) কোম্পানির কার্যাবলি:

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড একটি জ্বালানি তেল বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে জনগণের দোরগোড়ায় জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুভাবে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন। কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস সংগ্রহ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

২. ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

২.১) কোম্পানির বিপণন কার্যক্রম ও সাফল্য

২০২৩-২৪ অর্থবছরের পণ্য বিক্রয়ের পরিসংখ্যান

মেঃ টন

পণ্য	২০২৩-২৪ (মার্চ'২৪ পর্যন্ত)
অকটেন (এইচওবিসি)	৭৪৩৭৬
পেট্রোল (এমএস)	৯১৮৩৯
কেরোসিন (এসকেও)	১৪৫৩৬
ডিজেল (এইচএসডি)	৮৮৪৫৪৮
এলএসএফও	২৮২৭
ফার্নেস অয়েল (এফও)	১৫৪৪৯৯
জেবিও	২২৩৮
লুব অয়েল	২৫৮৩
এমটিটি	-
এলপিজি	২০২৬
বিটুমিন	৭১৮৩
মোট	১২৩৬৬৫৫
হ্রাস/বৃদ্ধি	(৭১১০৭৩)
%	(৩৬.৫১)

২.২) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আর্থিক সাফল্যের বিবরণী

(কোটি টাকায়)

	২০২৩-২৪ (মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত)
মোট বিক্রয়	১৫৬৯৭.২৮
বিক্রয় পরিব্যয়	(১৫৬১৮.০৮)
নীট আয়	৭৯.২০
মোট খরচ	(১০৫.২৯)
অন্যান্য পরিচালন আয়	১৩.৭১
পরিচালন মুনাফা	(১২.৩৮)
অন্যান্য আয়	৪০৬.৯৩
নীট মুনাফা	৩৯৪.৫৫
শ্রমিক অংশদারত্ব তহবিল	(১৯.৭৩)
সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আয়ের অংশ	০.৩৭
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৩৭৫.১৯
আয়কর	(৮১.৫২)
আয়কর পরবর্তী মুনাফা	২৯৩.৬৭
শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	১১.০৪
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	২৬.৬০

২.৩) জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি:

এ কোম্পানির ২৫% মালিকানা ও মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ৭৫% মালিকানায় দুইটি যৌথ উদ্যোগী কোম্পানি ''মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিটেড (এমজেএলএল)'' ও "মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)" গঠনের জন্য গত ২৬-০৭-১৯৯৮ তারিখে চুক্তি হয়। পরবর্তীতে মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড তাদের মালিকানার ৭৫% শেয়ার ইস্ট কোস্ট গ্রুপের নিকট হস্তান্তর করে এবং ''মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিটেড (এমজেএলএল)'' ও ''মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)'' এর নামকরণ করা হয় যথাক্রমে ''এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড'' ও ''ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড''। এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড পুঁজিবাজারে ৪০ কোটি টাকার শেয়ার অবমুক্ত করায় ইস্ট কোস্ট গ্রুপ, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫২.০৮%, ১৯.৪৬% ও ২৮.৪৬%।

৩. ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩.১) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

কোটি টাকায়

বিবরণ	২০২৩-২৪ (মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত)
তহবিল উৎস	
শেয়ার মূলধন	১১০.৪২
মূলধন সঞ্চিতি	১৫.২৮
সাধারণ সঞ্চিতি	১,২৫০.০০
অবন্টিত মুনাফা	৫৪৮.৯৬
বিনিয়োগের বাজার মূল্য অনুযায়ী লাভ	৪৭১.৭১
মোট তহবিল	২৩৯৬.৩৭
তহবিলের প্রয়োগ	
মোট স্থায়ী সম্পদ	১৯৮.৪০
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি	(৯৪.১৫)
বিলম্বিত কর	(২০.৯৫)
বিনিয়োগ	১১৩৯.২২
চলতি সম্পদ	৯৫৯৭.৩৪
চলতি দায় দেনা	(৮৪২৩.৪৯)
নীট চলতি সম্পদ	১১৭৩.৮৫
নীট সম্পদ	২৩৯৬.৩৭
মোট শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	১১.০৪
শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ(টাকা)	২১৭.০১

৩.২) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কোম্পানির মুনাফা ও শেয়ার প্রতি আয়

অর্থবছর	করপূর্বক মুনাফা (কোটি টাকায়)	করোত্তর মুনাফা (কোটি টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	ঘোষিত লভ্যাংশ (%)	
				নগদ	স্টক
২০২৩-২৪ (মাচ ২০২৪ পর্যন্ত)	৩৭৫.১৯	২৯৩.৬৭	২৬.৬০	--	--

৩.৩) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সরকারি কোষাগারে কোম্পানির অবদান

অর্থবছর	২০২৩-২৪ (মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত)
অন্যান্য	২.৭৪
কাস্টম ডিউটি ও ভ্যাট	৩.৬৭
আয়কর	৯৭.৩৪
মোট	১০৩.৭৫

৪. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

- প্রধান স্থাপনায় মজুদ ট্যাংক নং ২০ এর ইন্টারন্যাল ফ্লোটিং রুফ এবং ব্রেদার ভাল্ব স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণসহ ক্যালিব্রেশন।
- প্রধান স্থাপনায় ১১,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ২নং ট্যাংক রিনোভেশন।
- ফতুল্লা ডিপোর ২ নং জেটির সম্প্রসারণ, সংস্কার ও পাইপ লাইন নির্মাণ।

- ফতুল্লা ডিপোর ট্যাংক লরী ফিলিং এরিয়ার হার্ড স্ট্যান্ডিং নির্মাণ।
- দৌলতপুর ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক নং-১৪ ও ১৬ এর রিনোভেশন।
- বাঘাবাড়ী ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক নং-০১ এ ইন্টারন্যাল ফ্লোটিং রুফ সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণসহ ক্যালিব্রেশন।
- চাঁদপুর ডিপোর অভ্যন্তরীণ প্রধান রাস্তা পুনঃনির্মাণ।
- বরিশাল ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক নং-১ এর ফাউন্ডেশন ও বটম প্লেট রিনোভেশন, স্টোরেজ ট্যাংক নং-২ এর ফাউন্ডেশন সংস্কার, ট্যাংকদ্বয়ের বান্ড ওয়াল, ট্যাংক ফার্ম এলাকায় ড্রেনেজ সিস্টেম ও অয়েল-ওয়াটার সেপারেটের নির্মাণ ।
- বরিশাল ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক নং-০১ এ ইন্টারন্যাল ফ্লোটিং রুফ সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণসহ ক্যালিব্রেশন।
- বরিশাল ডিপোর পাম্প হাউজ রিনোভেশন।
- ভৈরব বাজার ডিপোর অফিস ভবন নির্মাণ।
- সিলেট ডিপোর জেটি রিনোভেশন।
- সিলেট ডিপোর ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম, ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং।
- কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রধান স্থাপনাসহ ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর, বাঘাবাড়ি, শ্রীমঙ্গল, রংপুর, বরিশাল এবং ভৈরববাজার ডিপোতে সিসিটিভি স্থাপন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

৫. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	মন্তব্য
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা		
(২য় ফেইজ - ৩য় থেকে ২০তম তলা)	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৬	কাজ চলমান আছে
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা প্রকল্পের অধীনে লিফট সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং কাজ	জুন ২০২৬	ঐ
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা প্রকল্পের অধীনে আধুনিক ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং কাজ	জুন ২০২৬	ঐ
তিনটি তেল কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) প্রধান স্থাপনার অটোমেশন সিস্টেম কাজের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান পূর্বক কনসালটেন্ট নিয়োগ	ডিসেম্বর ২০২২	ঐ
প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম এর ২২ নং স্টোরেজ ট্যাংকের ইন্টারন্যাল ফ্লোটিং রুফ ক্রয় ও স্থাপন।	অক্টোবর ২০২৪	ঐ
প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম এর এলজে-৩ সংস্কার, বর্ধিতকরণ এবং ডিওজে-৩ পর্যন্ত পাইপ লাইন সম্প্রসারণ।	আগষ্ট ২০২৪	ঐ
প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম এর ইলেকট্রিক্যাল রিনোভেশন কাজ।	জুলাই ২০২৪	ঐ
ফতুল্লা ডিপোর চারতলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।		প্রক্রিয়াধীন
কোম্পানির ফতুল্লা ডিপোতে ৫০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কাজ।	নভেম্বর ২০২৪	কাজ চলমান আছে
দৌলতপুর ডিপোতে জেনারেটর রুম নির্মাণসহ ৫০০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন।	জুলাই ২০২৪	ঐ
দৌলতপুর ডিপোর ট্যাংকলরী ফিলিং এরিয়ার হার্ড স্ট্যান্ডিং পুনঃনির্মাণ কাজ।	আগস্ট ২০২৪	ঐ
দৌলতপুর ডিপোর আনসার ব্যাকার বর্ধিতকরণ ও রিনোভেশন।	নভেম্বর ২০২৪	ঐ
বরিশাল ডিপো ফিলিং গ্যানট্রি সংস্কার, সম্প্রসারণ ও হার্ডস্ট্যাডিং নির্মাণ কাজ।	নভেম্বর ২০২৪	ঐ
বাঘাবাড়ী ডিপোর ইলেকট্রিক্যাল রিনোভেশন কাজ।	আগস্ট ২০২৪	ঐ
বাঘাবাড়ী ডিপোতে জেনারেটর রুম নির্মাণসহ ৫০০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন।	আগস্ট ২০২৪	ঐ
বাঘাবাড়ী ডিপোর ট্যাংক ফার্ম এরিয়ার ওয়াকওয়ে এবং আনলোডিং পয়েন্টে আর.সি.সি পেভমেন্ট নির্মাণ।	জানুয়ারি ২০২৫	ঐ

৬. মানবসম্পদ উন্নয়ন

কোম্পানির জনবল কাঠামো (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

	কর্মরত জনবল
কর্মকর্তা	১২১
কর্মচারী (গ্রুপ-২)	৮৯
শ্রমিক (গ্রুপ -১)	২৩৩
মোট	৪৪৩

জ্বালানি তেলের হ্যান্ডলিং, মজুদকরণ, সেফটি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণসহ দেশের সর্বত্র জ্বালানি তেল বণ্টন ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কোম্পানির মানব সম্পদের মান উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় অংশগ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ চলমান রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৪০০ জন জনবলকে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর দেশে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪ জন কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট, সিপিটিউ, বিপিসি, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন(ওজও), বিআইএম, এ টু আই প্রোগ্রাম বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তার পদোন্নতির লক্ষ্যে পদোন্নতি কমিটি-১ ও পদোন্নতি কমিটি-২ এর সভা সম্পন্ন হয়েছে। পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পদোন্নতি প্রদান করা হবে।

৭. Automation কর্মপরিকল্পনাসমূহ:

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড নিম্নোক্ত Automation কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে:

১। স্বল্প মেয়াদী উদ্যোগ (Short term) (বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি ২০২৪ - ডিসে' ২০২৫)

২। মধ্য মেয়াদী (Mid term) (বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০৩০)

৩। দীর্ঘ মেয়াদী (Long term) (বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি ২০৩১ - ডিসেম্বর ২০৪১)

স্বল্প মেয়াদী উদ্যোগ (Short term) (বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি ২০২৪ - ডিসেম্বর ২০২৫)

ক্রম	কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগের নাম
১	কোম্পানিতে বর্তমানে ব্যবহৃত অটোমেশন সফটওয়্যারে (ইন্ট্রানেট ভিত্তিক) Money Receipt, AIT/TDS, Invoice, OPR, PTO, Loading Particular,Customer Ledger সমূহ চলমান রাখা।
২	কোম্পানিতে বর্তমানে ব্যবহৃত অটোমেশন সফটওয়্যারটি (ইন্ট্রানেট ভিত্তিক) সকল ডিপোতে সম্প্রসারনের কাজ করা।
৩	কোম্পাননিতে বর্তমানে ব্যবহৃত সফটওয়্যারটি (PAYROLL SYSTEM FOR JOCL) ওয়েবভিত্তিক করণ।
৪	কোম্পাননিতে বর্তমানে ব্যবহৃত সফটওয়্যারটি (Store Management Software) ওয়েবভিত্তিক করণ।
৫	কোম্পাননিতে বর্তমানে ব্যবহৃত সফটওয়্যারটি (Cheque Writing Module FOR JOCL) ওয়েবভিত্তিক করণ।
৬	কোম্পাননিতে বর্তমানে ব্যবহৃত সফটওয়্যারটি (Credit Control System FOR JOCL) ওয়েবভিত্তিক করণ।

মধ্য মেয়াদী (Mid term) (বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০৩০)

ক্রম	কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগের নাম
১	কোম্পানিতে বর্তমানে ব্যবহৃত অটোমেশন সফটওয়্যারটি (ইন্ট্রানেট ভিত্তিক) সকল ডিপোতে সম্প্রসারনের কাজ করা এবং উক্ত সফটওয়্যারটি ASYCUDA সফটওয়্যার এর আদলে ইন্টারনেট ভিত্তিক করা ও টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (2FA) সিকিউরিটি চালু করা।
২	BEFTN/RTGS এর মাধ্যমে কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন ভাতাদি তাদের Account এ প্রেরণ যাহা সম্পূর্ণ পেপারলেস।
৩	কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের Pay slip,Tax Certificate ও অন্যান্য ভাতার যাবতিয় তথ্যাদি তাদের email এ প্রেরণ করা যাহা সম্পূর্ণ পেপারলেস হবে।
৪	তথ্যাদির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে Cyber Security ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫	উদ্ভাবনী ফিচার ইন্টিগ্রেশন করার লক্ষ্যে ডাটাবেজ আপগ্রেডেশন করা।
৬	Real Time Data ড্যাশবোর্ড প্রস্তুতকরণ।
৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী VAT,TAX ডিজিটাল সিস্টেমে প্রদান করা।
৮	কাস্টমার যাহাতে অনলাইন এর মাধ্যমে কোম্পানির একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করে Confirmation কপি ডিপোতে নিয়ে সরাসরি তেল ডেলিভারি নিতে পারে সে ব্যবস্থা চালু করা।
৯	উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সভা/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন।

দীর্ঘ মেয়াদী (Long term) (বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি ২০৩১ - ডিসেম্বর ২০৪১)

ক্রম	কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগের নাম
১	কোম্পানির সকল ডিপোকে অটোমেশন করা।
২	কোম্পানির সকল কার্যক্রম পেপারলেস করা।
৩	কোম্পানির সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে ও জ্বালানি নিরাপত্তায় ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহার করা।
৪	কোম্পানির প্রধান কার্যালয়,প্রধান স্থাপনা ও সকল ডিপোতে গ্রীন এনার্জি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প গ্রহণ।
৫	সাইবার হামলা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬	উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সভা/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন।

ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড

১) কোম্পানি পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো:

কোম্পানি পরিচিতি :

একটি দেশের জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি জ্বালানি। ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) দেশের জ্বালানি তেল তথা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। এটি বন্দরনগরী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে প্রায় ২৩২ একর জমির উপর স্থাপিত। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানি আইন, ১৯১৩ (১৯৯৪ইং সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এর নিবন্ধন তারিখ : ১৬/০৩/১৯৬৩, অনুমোদিত মূলধন : ৫০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন : ৩৩ কোটি টাকা এবং শেয়ার সংখ্যা : ৩৩ লক্ষ। প্রতিষ্ঠানটির শতভাগ শেয়ারের মালিক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন। ইআরএল এর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দৈনিক হিসেবে প্রায় ৩৪,০০০ ব্যারেল।

ইআরএল এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার পূর্বে জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ সম্পূর্ণরূপে আমদানি নির্ভর ছিল। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ তারিখ ফ্রান্স ভিত্তিক TECNIP, ENSA ও KOFRI নামক তিনটি প্রতিষ্ঠানের কনসোর্টিয়ামের সাথে চুক্তির মাধ্যমে টার্ন-কী ভিত্তিতে ইআরএল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৭ মে ইস্টার্ন রিফাইনারী প্রথম বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর ১৭ মে ১৯৭২ তারিখ দেশের একমাত্র জ্বালানি তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেডকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি) এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ০১ জুলাই ১৯৭৭ তারিখ ইআরএলকে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

ইআরএল কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। কোম্পানির সার্বিক পরিচালনার ভার কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হচ্ছেন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যিনি বিপিসি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

রূপকল্প (Vision): পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন, পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি তেল তথা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

অভিলক্ষ (Mission) : দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে -

- বিপিসি মারফত নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রুড অয়েলের সরবরাহ গ্রহণ ও সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করা।
- নিরাপদ, মানসম্মত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করত বিপিসি'র অধীনস্থ বিপণন কোম্পানিসমূহে সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- ইআরএলকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে পরিচালনা করা।
- কর্মকৌশল বাস্তবায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা।
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

কার্যাবলি:

১. নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রুড অয়েল সংগ্রহ করা।

২. সংগৃহীত ক্রুড অয়েল পরিশোধনপূর্বক বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য তৈরি করা।

৩. দেশব্যাপী পেট্রোলিয়াম পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিফাইনারী কর্তৃক উৎপাদিত জ্বালানি তেল নিয়মিতভাবে মার্কেটিং কোম্পানিসমূহে স্থানান্তর করা।

৩. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিনির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন করা।

৪. ইআরএল এ উৎপাদিত পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৫. পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে তা পর্যবেক্ষণ করা।

৬. রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচি অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

৭. যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।

৮. দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করা।

জনবল কাঠামো:

ইআরএল মূলত অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এখানে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচ্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাণিজ্যিক পরিমণ্ডলে কোম্পানি তার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইআরএল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং একইসাথে বোর্ডের একজন সম্মানিত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও সহকারী মহাব্যবস্থাপকগণ তাদের অধীন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী সমন্বয়ে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ এবং শাখার দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকেন।

ইআরএল এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ২২৩ জন কর্মকর্তা ও ৬৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীসহ মোট ৮৭৫ টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৬০ জন কর্মকর্তা ও ৪৮১ জন শ্রমিক-কর্মচারীসহ মোট ৬৪১ জন কর্মরত আছেন।

কর্মচারি			কর্মকর্তা		
গ্রেড	অনুমোদিত	বর্তমান	গ্রেড ও পদ	অনুমোদিত	বর্তমান
গ্রেড - ১		১৭৩	স্পেশালঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর	১	১
গ্রেড - ২		৩৪	স্পেশালঃএম-১ জেনারেল ম্যানেজার	৬	৪
গ্রেড - ৩		১০০	এম-১: ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	১৭	১১
গ্রেড - ৪	৬৫২	৫৪	এম-২: এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার	২৯	২৭
গ্রেড - ৫		৮০	এম-৩: ম্যানেজার	৪৭	৩৩
গ্রেড - ৬		৩৯	এম-৫: এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার	১২৩	৮৪
গ্রেড - ৭		১	এম-৭: অফিসার	১২৩	৮৪
			এম-৮: অফিসার		
মোট	৬৫২	৪৮১	মোট	২২৩	১৬০

ইআরএল এর বিভিন্ন ইউনিটসমূহ ও উৎপাদন ক্ষমতা:

চিত্রঃ প্রসেস প্ল্যান্ট

১) প্রসেস ইউনিটসমূহ

(ক) এ্যাটমোস্ফেরিক ডিস্টিলেশন ইউনিট	:	১৫ লক্ষ মেঃ টন/বছর
(খ) ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট	:	৭০ হাজার মেঃ টন/বছর
(গ) এল পি জি মেরক্স ইউনিট	:	২৪ হাজার টন/বছর
(ঘ) গ্যাসোলিন মেরক্স ইউনিট	:	৬৪ হাজার টন/বছর
(ঙ) কেরোসিন মেরক্স ইউনিট	:	১ লক্ষ ২৫ হাজার টন/বছর
(চ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট	:	৭০ হাজার মেঃ টন বিটুমিন/বছর
(ছ) হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট	:	১১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা
(জ) ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেট ইউনিট*	:	৬০ হাজার মেঃ টন/বছর
(ঝ) ভিস-ব্রেকার ইউনিট	:	৫ লক্ষ ২২ হাজার মেঃ টন/বছর
(ঞ) ড্রাম তৈরি ও বিটুমিন ফিলিং ইউনিট	:	১১০০ ড্রাম/প্রতি ৮ ঘন্টা

২) ইউটিলিটি ইউনিটসমূহ

(ক) স্টীম জেনারেশন ইউনিট (৪ টি বয়লার)	:	৮০ মেঃ টন/ঘন্টা
(খ) পাওয়ার জেনারেটর (এসটিজি-২ ও ডিজেল জেনারেটর-২)	:	৬ ও ৪ মেগাওয়াট

৩) মজুদ ট্যাংকসমূহ

(ক) ক্রুড ট্যাংক - ৮ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা)	:	৩,২৮,০০০ ঘনমিটার/২,৭৮,৮০০ মেট্রিক টন
(খ) এলপিজি স্টোরেজ ট্যাংক- ২ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা)	:	২,২০০ ঘনমিটার / ১,২১০ মেট্রিক টন
(গ) বিটুমিন স্টোরেজ ট্যাংক- ৭ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা)	:	৩,৫০০ ঘনমিটার / ৩,৬৭৫ মেট্রিক টন
(ঘ) অন্যান্য প্রোডাক্ট ট্যাংক- ৪৬ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা)	:	২,৯০,০০০ ঘনমিটার

চিত্রঃ স্টোরেজ ট্যাংক

উৎপাদিত পণ্যসমূহ:

প্রতিষ্ঠালগ্নে ইআরএল মূলতঃ একটি ফুয়েল রিফাইনারী হিসেবে সীমিত কলেবরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে দেশের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু নতুন ইউনিট সংযোজনের মাধ্যমে বর্তমানে কিছু নন-ফুয়েল পণ্যসহ লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট (এসবিপি), মোটর গ্যাসোলিন রেগুলার (পেট্রোল), মোটর গ্যাসোলিন প্রিমিয়াম (অকটেন), ন্যাফথা (গ্যাসোলিন), মিনারেল টার্পেনটাইন (এমটিটি), সুপিরিয়র কেরোসিন অয়েল (এসকেও), জেট এ-১ (এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল), হাই স্পীড ডিজেল (এইচএসডি), জুট ব্যাচিং অয়েল (জেবিও), লাইট ডিজেল অয়েল (এলডিও), ফার্নেস অয়েল (এফও), বিটুমিন প্রভৃতি উৎপাদন করছে। রিফাইনারীর প্রধান কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানিকৃত 'ক্রুড অয়েল' বা অপরিশোধিত খনিজ তেল। বড় অয়েল ট্যাংকারের (১,০০,০০০ মে.টন) মাধ্যমে আমদানিকৃত 'ক্রুড অয়েল' বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়া পয়েন্ট থেকে ছোট লাইটারেজ ট্যাংকারে (১২,০০০ মে.টন) পরিবহণ করে আর এম-৭ ডলফিন জেটি থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে ইআরএল এর ক্রুড ট্যাংকে মজুদ করা হয়। মজুদকৃত 'ক্রুড অয়েল' পাতন প্রক্রিয়ায় পরিশোধনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পেট্রোলিয়াজাত পণ্য উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিপিসি'র অধীনস্থ মার্কেটিং কোম্পানিসমূহে সরবরাহ করা হয়। বিপিসি'র সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত 'পরিশোধন ফি' রিফাইনারীর আয়ের মূল উৎস। ইআরএল এর অপারেশন কার্যক্রম দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা বিরামহীন শিফট ভিত্তিক পরিচালিত হয়।

ইআরএল সর্বমোট ১৬ টি পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করে থাকে, তন্মধ্যে কিছু কিছু জ্বালানি নয়, যেমন: এসবিপি, জেবিও, এমটিটি, বিটুমিন ইত্যাদি। কিছু কিছু পণ্য কেবল চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদন করা হয়। ইআরএল কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যসমূহের বিবরণ সংক্ষেপে ছকযুক্ত করা হলো।

ক্রমিক নম্বর	ছবি	পণ্যের নাম	পণ্যের বিবরণ
০১		রিফাইনারী গ্যাস (আর জি)	এ পণ্যটি বাজারজাত করা সম্ভব নয়। এটি মূলতঃ কার্বন-১, কার্বন-২ হাইড্রোকার্বন চেইন নিয়ে গঠিত এবং রিফাইনারীর হিটিং সিস্টেমে উপজাত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
০২		লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এল পি জি)	এটি মূলতঃ প্রোপেইন এবং বিউটেন হাইড্রোকার্বন। পণ্যটি সিলিন্ডারের মাধ্যমে এলপি গ্যাস লিমিটেড বাজারজাত করে থাকে। রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে এটি খুবই জনপ্রিয় এবং এর চাহিদা অনেক বেশি। এছাড়া মোটরযানের জ্বালানি হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়।
০৩		এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)	এটি মূলতঃ লাইট গ্যাসোলিনের সুইটেন্ড ফর্ম। ইহা শিল্পকারখানায় দ্রাবক এবং ড্রাই-ক্লিনিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

ক্রমিক নম্বর	ছবি	পণ্যের নাম	পণ্যের বিবরণ
০৪		ন্যাফথা	এটি মূলত অপরিশোধিত হালকা এবং ভারী পেট্রল যা অতিরিক্ত হিসাবে থাকে। এটি প্রধানত পেট্রোকেমিক্যালের ফিড এবং দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ন্যাফথা বেশিরভাগই রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
০৫		মোটর গ্যাসোলিন রেগুলার (পেট্রোল)	এটি পেট্রোল হিসাবে পরিচিত এবং পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি হালকা পেট্রোলিয়াম ডিস্টিলেট এবং এর অকটেন রেটিং ন্যূনতম ৮৯ RON (রিসার্চ অক্টেন নম্বর)।
০৬		মোটর গ্যাসোলিন প্রিমিয়াম (অকটেন)	সাধারণতঃ ১০০ অক্টেন বা অকটেন হিসেবে পরিচিত (কারণ এর অকটেন সংখ্যা ১০০ এর কাছাকাছি), পেট্রোল ইঞ্জিনে MOGAS এর সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়। মূল স্টকটি ক্যাটালিটিক রিফর্মিং ইউনিটে উৎপাদিত রিফর্মেট। এটি বাজারজাতকরণের পূর্বে লাল রঙ করা হয়। এটির সর্বনিম্ন অকটেন রেটিং ৯৫।
০৭		এসকেও (সুপেরিয়র কেরোসিন অয়েল)	ইহা সাধারণত কেরোসিন নামে পরিচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি বাতি জ্বালানো এবং রান্নার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
০৮		এমটিটি (মিনারেল টারপেন্টাইন)	এটি লাইটার বা হালকা কেরোসিন যা বার্নিশকে পাতলাকরণ এবং পেইন্ট এ দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি টারপেনটাইন তেল বা হোয়াইট স্পিরিট নামেও পরিচিত এবং শুধুমাত্র চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদিত হয়।
০৯		জেট-এ ১	এটি কেরোসিন এর সহিত অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণে পণ্যের কিছু বৈশিষ্ট্যের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াকরণকৃত একটি পণ্য। পণ্যটির হিমাঙ্ক বিন্দু (-47°C) খুবই কম । পণ্যটি এভিয়েশন জেট ইঞ্জিন অর্থাৎ বিমানের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জেট এ-১ এখন শুধুমাত্র চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদিত হয়।
১০		জেবিও (জুট বেচিং অয়েল)	এটি সোজা-চালিত পেট্রোলিয়াম পাতনের মাধ্যমে তৈরিকৃত একটি বাদামী রঙের পদার্থ; যা পাট থেকে সূতা তৈরির আগে নরম করার জন্য, এবং ধুলো ও অন্যান্য অমেধ্য বা ক্ষতিকারক পদার্থ অপসারণের জন্য ইমালসন (তেলে জল) আকারে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অদাহ্য পেট্রোলিয়াম পণ্য।
১১		এইচএসডি (হাই স্পিড ডিজেল)	এটি ডিজেল নামে পরিচিত এবং অটোমোবাইল ও সেচ পাম্পের উচ্চ-গতির ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ডিজেল জেনারেটরেও ব্যবহৃত হয়। এটি একটি হালকা-হলুদ রঙের জ্বালানি।

ক্রমিক নম্বর	ছবি	পণ্যের নাম	পণ্যের বিবরণ
১২		এলএসডিও (লো সালফার ডিজেল অয়েল)	কম সালফার উপাদান সমৃদ্ধ এক ধরণের বিশেষ ডিজেল এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজের মাঝারি গতির সামুদ্রিক ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
১৩		এলডিও (লাইট ডিজেল অয়েল)	এটি বড় স্থির বা কম গতির (৬০০ RPM-এর কম) সামুদ্রিক ডিজেল ইঞ্জিনে ব্যবহৃত একটি গাঢ় রঙের ডিজেল।
১৪		এইচএসএফও (হাই সালফার ফার্নেস অয়েল)	এটি সাধারণত এফ.ও (ফার্নেস অয়েল) নামে পরিচিত। এই উচ্চ সালফার সমৃদ্ধ রেসিডিউয়েল জ্বালানিটি ভিস-ব্রেকিং ইউনিটে মিশ্রণের ম্যাধ্যমে উৎপাদিত হয়। এটি শুধুমাত্র চুল্লি এবং বয়লার এর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
১৫		এলএসএফও (লো সালফার ফার্নেস অয়েল)	এটি সোজা-চালিত মারবান অবশিষ্টাংশ। এই ধরণের নামকরণের কারণ হলো এতে সালফারের পরিমাণ অনেক কম (1.5% wt.)। এই পণ্যটির উৎপাদন আপাতত বন্ধ।
১৬		বিটুমিন	অ্যাসফ্যাল্টিক বিটুমিন প্ল্যান্টের একটি কাঙ্ক্ষিত পণ্য হলো বিটুমিন। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অদাহ্য পেট্রোলিয়াম পণ্য। ইআরএল সাধারণত তিন ধরণ বা গ্রেডের বিটুমিন উৎপন্ন করে থাকে যথা ৮০/১০০, ৬০/৭০ এবং ১০/২০। তন্মধ্যে ৮০/১০০ এবং ৬০/৭০ গ্রেডের বিটুমিন রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে কার্পেটিং কাজে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে ১০/২০ গ্রেডের বিটুমিন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিমাগারে নিরোধক বা আস্তরণের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদিত পণ্যসমূহের মধ্যে এলপিজি, এলপি গ্যাস লিমিটেড এর মাধ্যমে এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল এর মাধ্যমে সারাদেশে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিন্ন মূল্যে বাজারজাত করা হয়।

নিম্নে প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রামে ইআরএল এর উৎপাদন প্রক্রিয়াটি দেখানো হল:

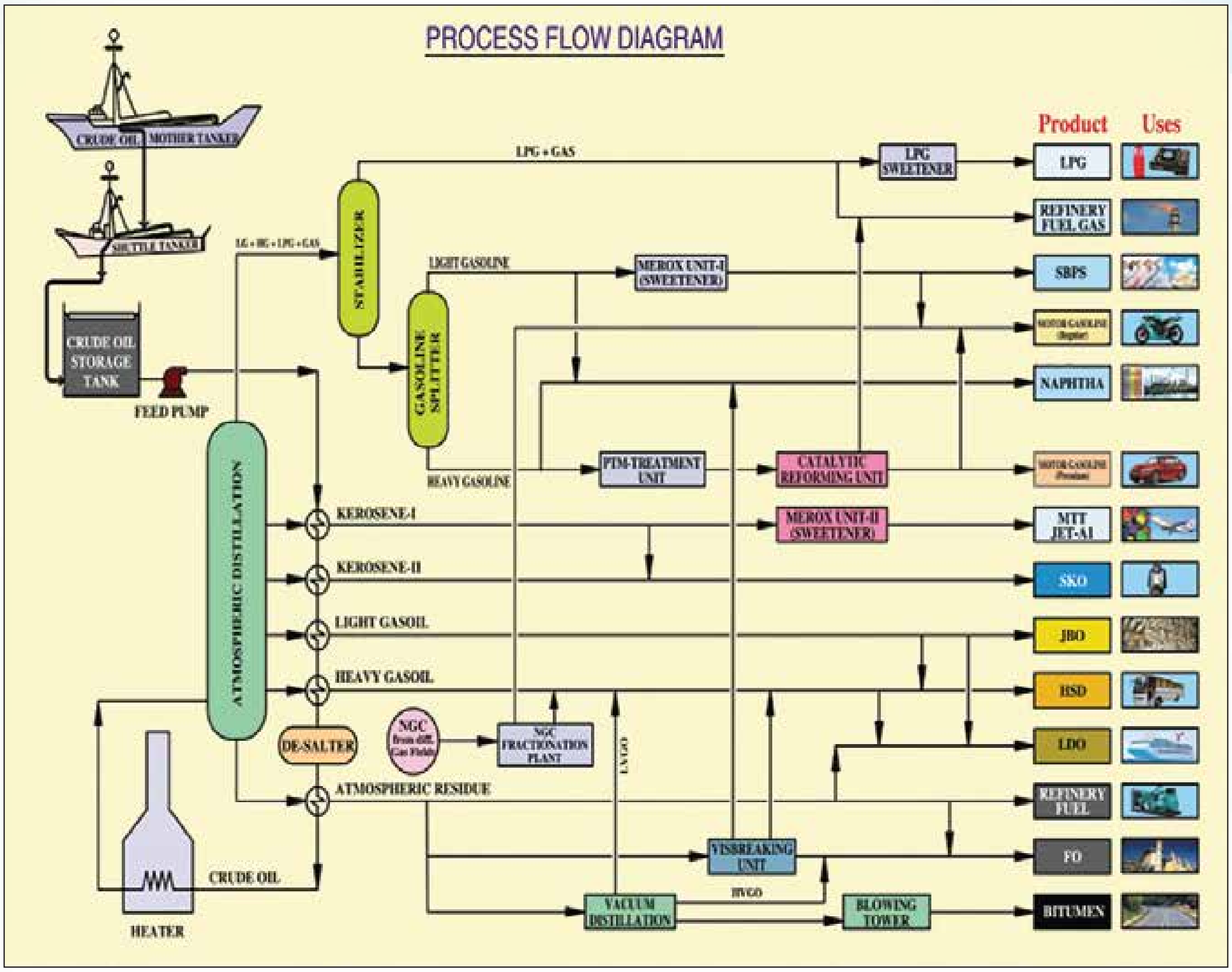

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ:

ইআরএল এ উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য পরীক্ষাগার আছে, যা কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। ইআরএল এর উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। গবেষণাগারে টিবিপি, জেট ফুয়েল থার্মাল অক্সিডেশন স্ট্যাবিলিটি টেস্ট (জেফটট), সেনট্রিফিউজ, সিএফআর (কো-অপারেটিভ ফুয়েল রিচার্জ ইঞ্জিন), অটো ডিস্টিলেশন, ডিজিটাল রিফ্যাকটোমিটার, গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফসহ বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট এর সাহায্যে আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করা হয়। এই বিভাগ অত্যন্ত সুনামের সাথে সারাদেশের পেট্রোলিয়াম পণ্যের মান যাচাইকরণের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে যেকোন ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একদল দক্ষ টেকনিশিয়ান এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত ল্যাবরেটরি সর্বদা প্রস্তুত থাকে। ইআরএল এএসটিএম, ইউওপি এবং আইপি নির্ধারিত টেস্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

এই ল্যাবরেটরিতে -

- পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রায় ১৪০ টিরও বেশি পরীক্ষা করা সম্ভব।
- ৩০ টিরও অধিক ওয়াটার এনালাইসিস করা সম্ভব।
- অসংখ্য মেটালিক ও কেমিক্যাল টেস্ট করা সম্ভব।
- ক্রুড অয়েলের সম্পূর্ণ এনালাইসিস এবং গ্যাস কনডেনসেট এর এনালাইটিক্যাল পরীক্ষা করা সম্ভব।

ইআরএল এর কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে দেশের বিভিন্ন কোম্পানি, কারখানা এবং স্থান থেকে নির্ধারিত চার্জের বিনিময়ে পেট্রোলিয়াম পণ্যের গুণগত মান যাচাই করার ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষার ভিন্নতার উপর নির্ভর করে ৯ টি ল্যাবরেটরি সমন্বয়ে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ গঠিত। এর মধ্যে জেট পেট্রোলিয়াম ল্যাব, বিটুমিন ল্যাব, ওয়াটার এনালাইসিস এবং ইনঅরগানিক ল্যাব, স্পেশাল ল্যাব-১, স্পেশাল ল্যাব-২, সিএফআর ল্যাব, ডার্ক রুম, ক্রোমাটোগ্রাফ রুম উল্লেখযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাদির মধ্যে উল্লখ্যেযোগ্য সিএফআর ইঞ্জিন, টিবিপি এপারেটাস, রেসিডিউ প্রেশার এপারেটাস, সালফার এপারেটাস ল্যাম্প, হাই টেম্পারেচার মেথড, ল্যাব-এক্স, রানে-নি, বম্ব-ক্যালোরিমিটার, রোটারি ইভাপোরেটর, কার্ল-ফিশার এপারেটাস, মাইক্রো সেপারেটর ইত্যাদি।

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাঃ

পেট্রোলিয়াম পণ্য অত্যন্ত দাহ্য বিধায় এ প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে দু'টি ফোম টেন্ডার ইউনিট ও একটি আরআইভিসহ মোট ৬টি অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং পুরো ইউনিট এলাকায় ফায়ার ওয়াটার নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চিত্রঃ অগ্নিনির্বাপণ ইউনিট

২) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উৎপাদন কর্মকাণ্ডঃ

ক) ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট (সিডিইউ) এ প্রক্রিয়াকরণ ও অপরিশোধিত তেল প্রাপ্তিঃ আমদানিকৃত ক্রুড, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কনডেনসেট ও প্রারম্ভিক মজুদসহ মোট ১৩৯৭৪২৮ মেট্রিক টন কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১২৭৯০৮০ মেট্রিক টন প্রক্রিয়াজাত করে ১২৪৮১০২ মেট্রিক টন ফিনিশড প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। এছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ২১৫৫৭ মেট্রিক টন, স্লাজ নিষ্কাশন ৪৯৩ মেট্রিক টন এবং অবশিষ্ট ১১৭৮৫৫ মেট্রিক টন মজুদ আছে।

খ) সেকেন্ডারি কনভারশন প্ল্যান্টঃ ইস্টার্ণ রিফাইনারীর টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ৩১১৯৩০ মে. টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ২৫১ মে. টন ন্যাফথা, ৩১৭৭৫ মে. টন ডিজেল ও ২৭২৭৫৭ মে. টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়। এছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ৭১৪৭ মেট্রিক টন।

গ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্টঃ রিফাইনারীর টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ১১০১১০ মেট্রিক টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ৪৯৫০৫ মে. টন বিটুমিন, ২৯৬৭৪ মে. টন ডিজেল ও ২৮৬৫৭ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়। এছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ২২৭৫ মেট্রিক টন।

ঘ) মোট উৎপাদিত পণ্য (সকল প্ল্যান্ট থেকে) : ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এলপিজি ১২৫২০ মেট্রিক টন, ন্যাফথা ১২৪০৩৭ মেট্রিক টন, এসবিপিএস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট) ০ মেট্রিক টন, মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার) ৪১৭৭৫ মেট্রিক টন, মোটর গ্যাসোলিন (প্রিমিয়াম) ২২৭০ মেট্রিক টন, মিনারেল টারপেনটাইন ০ মেট্রিক টন, কেরোসিন ৫৯০২৬ মেট্রিক টন, এইচএসডি (হাই স্পিড ডিজেল) ৫৭৮৬০০ মেট্রিক টন, জেবিও (জুট ব্যাচিং অয়েল) ১২০৭৪ মেট্রিক টন, এলডিও (লাইট ডিজেল অয়েল) ০ মেট্রিক টন, এফও (ফার্নেস অয়েল) ৩৫৪০৬০ মেট্রিক টন, বিটুমিন ৪৯৫০৫ মেট্রিক টন, জেট এ-১ (০) মেট্রিক টন উৎপাদন করা হয়েছে।

৩) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

(ক) সাম্প্রতিককালে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:

১) এক্সপানশান অব এ্যারোকন্ডেন্সার ব্যাংক ফর ইআরএল।

২) নতুন কুলিং টাওয়ার (৪০০০ ঘ.মি./ঘণ্টা) স্থাপন।

৩) নতুন প্রসেস বয়লার স্থাপন।

৪) পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন।

৫) ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ (ট্যাংক-জি এবং ট্যাংক-এইচ)।

৬) ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (ইউনিট-১)।

৭) ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট (সিডিইউ) এর ফার্নেস রিবাম্পিং।

৮) আরও প্ল্যান্ট স্থাপন।

৯) ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর (ইউনিট-২) স্থাপন।

১০) এমএস স্টোরেজ ট্যাংক (টি - ৫১) নির্মাণ ।

১১) ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক (টি-৫২, টি-৫৩, টি-৫৪) নির্মাণ ।

১২) এনজিসি ইউনিটের ফার্নেস টিউব প্রতিস্থাপন।

১৩) সিসিটিভি নেটওয়ার্ক স্থাপন।

১৪) এবিপি কলাম ১০সি০১ (এবিপি ইউনিট), রিএ্যাক্টর আর-১২০১ ও আর-১২০৪ (রিফর্মিং ইউনিট) প্রতিস্থাপন।

১৫) রিনোভেশন এন্ড রিপেয়ারিং ওয়ার্কস এ্যাট ডলফিন অয়েল জেটি-৭ এ্যাট চট্টগ্রাম।

১৬) এনহেন্সমেন্ট অব আয়রন রিমুভাল ক্যাপাসিটি অব একজিস্টিং ওয়াটার প্রি-ট্রিটমেন্ট সিস্টেম অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার বেসিন এ্যাট ইআরএল।

১৭) ইআরএল ইউনিট-২ এর জন্য সরকার (জিইএম কোম্পানি লিমিটেড) থেকে লীজ নেয়া ৭.৫ একর জমির উপর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

১৮) নতুন ন্যাফথা লাইন নির্মাণ।

১৯) হোয়াইট অয়েল লাইন প্রতিস্থাপন।

২০) অটোমেটিক ট্যাংক গেজিং সিস্টেম (এটিজি) সিস্টেম: বিপিসির অর্থায়নে ইআরএল এর ৩৭টি ট্যাংকে অটোগেজিং সিস্টেম স্থাপন প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে: ৯৯০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা: জিবিপি ৪৯৫৫০৪.০০, স্থানীয় মুদ্রা ১৫৫০০০০০.০০। বাস্তবায়ন কাল: ডিসেম্বর ২০২৩। কাজটির সর্বমোট মূল্য : ৭১৬৫৫৪৬৮.৩২ (CD, AIT, VAT ব্যতীত) টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি : ১০০%।

২১) 3MW Ebara Steam Turbine Generator Rotor Assembly for ERL: বিপিসির অর্থায়নে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে: ৬৬৭৯৮২০০ ইয়েন। বাস্তবায়ন কাল ডিসেম্বর ২০২৩। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ১০০%।

(খ) এক নজরে উন্নয়ন পরিক্রমা:

বিগত ৫৬ বছরের গৌরবময় পদচারণায় ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে, যা একাধারে দেশের টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে। ইস্টার্ন রিফাইনারীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১) এলপিজি সুইটেনিং ইউনিট ও এলপিজি স্ফেয়ার: লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসোলিন থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড সম্পূর্ণরূপে অপসারণসহ অন্যান্য সালফার যৌগকে সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমার নিচে নামিয়ে উন্নতমানের এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই ইউনিটটি স্থাপন করা হয়। ক্রমবর্ধমান এলপিজি চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে স্টোরেজ হিসেবে এলপিজি স্ফেয়ার স্থাপন করা হয়।

২) এসফল্টিক বিটুমিন প্ল্যান্ট: প্রায় ২১০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ১৯৮০ সালে ৭০,০০০ মেট্রিক টন বিটুমিন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্ল্যান্টটি নির্মাণ করা হয়। একইসাথে গড়ে তোলা হয় ড্রাম ম্যানুফেকচারিং প্ল্যান্ট, যা ইআরএলকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিটুমিন বাজারজাতকরণের উপযোগী করার সক্ষমতা প্রদান করে।

৩) ক্রুড অয়েল, ন্যাফথা ও অন্যান্য প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক:

- প্রতিটি ৫০,০০০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি নতুন ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন।
- পাম্পিং সুবিধাসহ প্রতিটি ১৭,৫০০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি নতুন ন্যাফথা স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন।
- প্রতিটি ২০,০০০ ঘনমটিার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৬ টি বিভিন্ন প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন।
- ১৯৮৮ সালে প্রায় ৬৫.১৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ৪ টি পুরাতন ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক মেরামত।

৪) ৩ মেগাওয়াট পাওয়ার স্টেশন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও কুলিং টাওয়ার: বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ার লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ইউনিট ও কুলিং টাওয়ারসহ ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্টিম টারবাইন জেনারেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়।

৫) রিভার মুরিং-৭ এ ডলফিন জেটি নির্মাণ: ক্রুড অয়েল রিসিভ এবং প্রোডাক্ট রপ্তানি হ্যান্ডলিং এর জন্য ১৯৯২ সালে প্রায় ১৪০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে পতেঙ্গাস্থ কর্ণফুলী নদীর তীরে রিভার মুরিং-৭ এ একটা আধুনিক ডলফিন অয়েল জেটি নির্মাণ করা হয়।

৬) সেকেন্ডারি কনভার্সন প্ল্যান্ট (এসসিপি): ১৯৯৪ সালে প্রায় ২৬০০ মিলিয়ন টাকায় স্থাপিত সেকেন্ডারি কনভার্সন প্ল্যান্ট ইআরএল এর এ যাবৎ কালে সফলভাবে সম্পন্ন প্রকল্পের মধ্যে একটি অন্যতম প্রকল্প। স্বল্পমূল্যের ফার্নেস অয়েল থেকে অতিরিক্ত ডিজেল, এলপিজি এবং ন্যাফথা (সবকটিই দামি পণ্য) তৈরি করাই এই প্ল্যান্টের কাজ। এই প্ল্যান্টটি একটি ভিস-ব্রেকার, একটি মাইল্ড হাইড্রোক্র্যাকার এবং একটি হাইড্রোজেন ইউনিট নিয়ে গঠিত।

৭) প্রসেস বয়লার স্থাপন: ক্রমবর্ধমান বাষ্পের চাহিদা মিটাতে একটি ওয়াটার টিউব এবং একটি ফায়ার টিউব বয়লার স্থাপন করা হয়।

৮) হোয়াইট অয়েল ট্যাংক নির্মাণ: আমদানিকৃত ডিজেল অয়েল রিসিপশন ও পাম্পিং এর জন্য ১৯৯৮ সালে প্রতিটি ১৩,০০০ ঘনমিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা হয়।

৯) ২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল জেনারেটর স্থাপন: ১৯৯৮ সালে ইআরএল এর পাওয়ার জেনারেশনে ২ মেগাওয়াটের একটি ডিজেল জেনারেটর সংযোজিত হয়।

১০) ট্রেনিং কমপ্লেক্স বিল্ডিং নির্মাণ: ১৯৮৪ সালে প্রায় ৭ মিলিয়ন অর্থ ব্যয়ে ট্রেনিং কমপ্লেক্স বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়, যা দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে অবদান রেখে চলেছে।

১১) কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ: পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে পুরাতন কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি আধুনিক করা হয়।

১২) অগ্নিনির্বাপণ এবং সেফটি সিস্টেম পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ: আধুনিক ফায়ার ফাইটিং যন্ত্র এবং অত্যাধুনিক ফায়ার ফাইটিং গাড়ি সংযোজনসহ ফায়ার ওয়াটার নেটওয়ার্ক পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ করা হয়।

১৩) পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন: ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রায় ১০৩.৫২ মিলিয়ন অর্থ ব্যয়ে ৩১ বছর অপারেশনে ক্ষয়প্রাপ্ত পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন করা হয়। এ সময় অভ্যন্তরীণসহ কিছু ইন্সট্রুমেন্ট পরিবর্তন করা হয়।

৪) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ/উন্নয়ন কর্মকান্ড:

০১) ইন্সট্রলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন:

চিত্র: বঙ্গোপসাগরে নির্ধারিত স্থানে স্থাপিত 'এসপিএম' বয়া

দেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদাপূরণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা আরও অধিক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল এবং ফিনিসড্ প্রোডাক্টস সহজে, নিরাপদে, স্বল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে খালাস নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত "ইন্সটলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে জি-টু-জি ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সরকারের বছরে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় মহেশখালি দ্বীপের পশ্চিমে (বঙ্গোপসাগরে) গভীর সমুদ্রে একটি 'এসপিএম' বয়া তথা ভাসমান জেটি এবং উক্ত জেটি হতে কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলায় নির্মিত পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) হয়ে চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গাস্থ ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) পর্যন্ত প্রতিটি ১১০ কি:মি: দৈর্ঘ্যের ২ (দুই) টি পাইপলাইন সমান্তরালভাবে স্থাপন করা হয়েছে। জাহাজ থেকে তেল সরাসরি পাম্প করা হবে যা 'এসপিএম' হয়ে ৩৬" ব্যাসের ২টি পৃথক পাইপলাইনের মাধ্যমে মহেশখালি এলাকায় নির্মিত স্টোরেজ ট্যাংকে জমা হবে। পরবর্তীতে উক্ত স্টোরেজ ট্যাংক হতে পাম্প করে ১৮" ব্যাসের অপর ২টি পৃথক পাইপলাইনের মাধ্যমে ইআরএল এ সরবরাহ করা হবে। বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটির মাধ্যমে একটি ১,২০,০০০ DWT অয়েল ট্যাংকার ৪৮ ঘন্টায় এবং বৎসরে মোট ৯.০ মিলিয়ন মে. টন তেল আনলোডিং করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির আওতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলায় ৩ টি ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক (প্রতিটির ধারণক্ষমতা ৫০,০০০ ঘনমিটার), ৩টি ফিনিশড্ প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক (প্রতিটির ধারণক্ষমতা ৩০,০০০ ঘনমিটার), স্কাডা সিস্টেমস্, প্রধান পাম্প, বুস্টার পাম্প, জেনারেটর, মিটারিং স্টেশন, পিগিং স্টেশন, অফিস ও আবাসিক ভবন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো নির্মাণসহ একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) অর্থাৎ জ্বালানি তেলমজুত/সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র: মহেশখালিতে নির্মাণাধীন পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম এর থ্রিডি মডেল

প্রকল্পের কমিশনিং ও টেস্টিং কাজের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে এসপিএম ফ্যাসিলিটিজ ও উক্তি এসপিএম হতে মহেশখালিতে পিএসটিএফ এলাকায় নির্মিত স্টোরেজ ট্যাংক পর্যন্ত স্থাপিত পাইপলাইন ব্যবহার করে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল ও ডিজেল মাদার ট্যাংকার হতে খালাস করে উল্লিখিত স্টোরেজ ট্যাংকসমূহে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং উক্ত স্থাপনায় নির্মিত পাইপলাইন, জেনারেটর, ব্লক ভালভ স্টেশন, পাম্প, জেনারেটর, কাস্টডি ফ্লো-মিটার, স্কাডা ইত্যাদি ইকুইপমেন্টসমূহ টেস্টিং, কমিশনিং এর মাধ্যমে বর্ণিত স্টোরেজ ট্যাংকসমূহ হতে তেল পাম্প করে চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গাস্থ ইস্টার্ন রিফাইনারীতে পাঠানোর মাধ্যমে প্রকল্পের টেস্টিং ও কমিশনিং এর কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আর্থিক সংশ্লেষ:

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮২৯৮১৮.৩৪ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে (ক) জিওবি - ৫৯৬০৮.২১ লক্ষ টাকা।

(খ) বিপিসি - ২৫৮৫৪৪.৫১ লক্ষ টাকা।

(গ) পিএ - ৫১১৬৬৫.৬২ লক্ষ টাকা।

০২) ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন:

বর্তমানে ইআরএল এর বার্ষিক ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ১.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের বর্তমান জ্বালানি তেলের চাহিদার মাত্র ২০ ভাগ ইস্টার্ণ রিফাইনারী পূরণ করে থাকে এবং বাকি ৮০ ভাগ জ্বালানি তেল হিসেবে আমদানি করা হয়। দেশে বিদ্যমান পেট্রোলিয়াম পণ্যের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৬.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিপিসি বার্ষিক ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্রসেসিং ক্ষমতা সম্পন্ন ইআরএল এর দ্বিতীয় ইউনিট নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইআরএল এর বার্ষিক ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন হবে এবং দেশের জ্বালানি খাতে চাহদিা ও যোগানের বহুল প্রতীক্ষিত ভারসাম্য অর্জিত হবে। এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব গ্যাসোলিন ও ডিজেল উৎপাদন সম্ভব হবে।

ইআরএল এ স্থাপিতব্য নতুন (ইআরএল ইউনিট-২) ইউনিটে নিম্নলিখিত সুবিধাদি নিশ্চিত করা হবে:

- পরিশোধিত জ্বালানি তেলের (ফিনিসড প্রোডাক্ট) উপর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশে উত্তরোত্তর শিল্প উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।
- দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করা।
- অধিকতর পরিবেশবান্ধব জ্বালানি তেল উৎপাদন করা।
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড) দ্বারা দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের চাহিদাপূরণ করা।
- সাশ্রয়ী উপায়ে অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে অধিক মূল্যের পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করা।

০৩) ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার উইথ সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম।

প্রকল্পটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: এই প্রকল্পটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল ইআরএল এর উৎপাদিত জ্বালানি তেল বিভিন্ন মার্কেটিং কোম্পানিসমূহে সরবরাহ, রপ্তানি, আমদানিতব্য জ্বালানি তেল ও গ্যাস কনডেনসেট ইআরএল এ অটোমেটিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে গ্রহণ ও পরিমাপ করা এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্যাংক ফার্ম অপারেশন ও উন্নতমানের সেফটি নিশ্চিত করা। সর্বোপরি সিস্টেম লসসহ পরিচালন খরচ কমানো এবং অপারেটিং কষ্ট কমিয়ে ব্যয় সাশ্রয়ী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পরিচালন সময়, অপারেটিং কষ্ট কমবে এবং জ্বালানি তেল পরিমাপ প্রক্রিয়া অটোমেশানের আওতায় আসবে।

চিত্রঃ কাস্টুডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার

প্রকল্পটির আর্থিক সংশ্লেষ: প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয়: ৮৪৫২.৪৫ লক্ষ টাকা। বৈদেশিক মুদ্রা: ৭১৮১.৩০ লক্ষ টাকা, স্থানীয় মুদ্রা: ১২৭১.১৫ লক্ষ টাকা। অর্থায়নে: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন।

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল: প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল: মার্চ ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪।

প্রকল্পটির কার্যক্রম: ভূমি উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ, স্কিডসহ ফ্লো-মিটার প্রুভার, ট্যাংক ফার্ম অটোমেটিক ভাল্ব স্থাপন, ইমারজেন্সি সিডিউল সিস্টেম ও পিএলসি প্যানেল স্থাপন ও অয়েল সেক্টর ফাইবার অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক স্থাপন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি : সিভিল: ইআরএল এল অভ্যন্তরে দুই তলা বিশিষ্ট কন্ট্রোল রুম, ভূমি উন্নয়নসহ স্কীড বেজ নির্মাণ, অয়েল ওয়াটার নেটওয়ার্ক, রেইনি ওয়াটার নেটওয়ার্ক এবং প্রুভার রোড নির্মাণসহ সকল পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

মেকানিক্যাল : যন্ত্রপাতিসহ সকল (৭টি) ফ্লো মিটার স্কিড এর মেকানিক্যাল ইন্সট্রলেশন ও টেস্টিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অটোমেটিক ভাল্ব স্থাপনের কাজ (১২৭টি) সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

ইলেকট্রিক্যাল: ফ্লো কম্পিউটার প্যানেল, ইএসডি প্যানেল, ডিসিএস প্যানেল, ডিস্ট্রিবিউশান প্যানেল, স্যাম্পলিং স্কিড, মিটার প্রুভার ও সার্ভার প্যানেল এর ইনস্টলেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

অন্যান্য: ইআরএল এর অভ্যন্তরে ফাইবার অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ শেষে কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। HVAC System, Fire suppression system, Access control এর কাজ শেষ হয়েছে। Steel structure এর কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

০৪) ইআরএল ল্যাবরেটরি আধুনিকীকরণ (ISO Lab.): বিপিসির অর্থায়নে প্রকল্পটির প্রাকৃলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২০০০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে নতুন ল্যাব ভবন নির্মাণ ও ISO/IEC ১৭০২৫ টেস্টিং এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগের জন্য EOI আহ্বান করা হয়েছে।

০৫) সিসিটিভি সিস্টেম বর্ধিতকরণ।

০৬) ইআরএল এর ইউনিট-২ এর জিইএম কোম্পানি হতে লিজ নেয়া জায়গায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

০৭) প্রসেস বয়লার প্রতিস্থাপন: বিপিসির অর্থায়নে প্রকল্পটির প্রাকৃলিত ব্যয় ধরা হয়েছে: ৩১৩০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা : ৩০.৭৫ লক্ষ মার্কিন ডলার, স্থানীয় মুদ্রা: ২০ লক্ষ টাকা। বয়লারটি গ্যাসে পিজিটিআর সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বয়লারটি গ্যাসে চালু আছে।

০৮) সুইস গিয়ারসহ জেনারেটর বাস প্রতিস্থাপন: বিপিসির অর্থায়নে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে: ২৩৬৬ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা : ১৩৭৩০১৩ ইউরো। স্থানীয় মুদ্রা : ২০ লক্ষ টাকা।

০৯) ড্রাম ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট প্রতিস্থাপন: বিপিসির অর্থায়নে প্রকল্পটির প্রাকৃলিত ব্যয় ধরা হয়েছে: ৪৭০০ লক্ষ টাকা।

১০) কলাম ১২০১, ১২০২ প্রতিস্থাপন: বিপিসির অর্থায়নে প্রকল্পটির প্রাকৃলিত ব্যয় ধরা হয়েছে: ২৫০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা : জিবিপি ৮৯৮০০০.০০। স্থানীয় মুদ্রা: ৩০৬০০০.০০ টাকা।

১১) এক্সেঞ্জার শেল: বিপিসির অর্থায়নে প্রকল্পটির প্রাকৃলিত ব্যয় ধরা হয়েছে: ১৫০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন কাল: ডিসেম্বর ২০২৫।

১২) অটোমেটিক ট্যাংক গেজিং সিস্টেম:

অতি সম্প্রতি স্বয়ংক্রিয় ট্যাংক গেজিং সিস্টেম (Automatic Tank Gauging System) স্থাপন করার ফলে প্রথম পর্যায়ে ২০ টি (১২ টি ফিক্সড-রুফ এবং ৮ টি ফ্লোটিং-রুফ ট্যাংক) ট্যাংকে এটিজি সিস্টেম স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অবশিষ্ট ৩৯ টি ট্যাংকে এটিজি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত এটিজি সিস্টেম আমাদের নিম্নলিখিত সুবিধাদি প্রদান করবে:

- **রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি তথ্য:**

অন্যান্য রিয়েল-টাইম ডেটা, যেমন তাপমাত্রা, জলের স্তর, ভলিউম, পণ্য চলাচলের তথ্য ইত্যাদি ট্যাংক ফার্ম কন্ট্রোল রুমে (ট্যাংক ফার্ম মনিটরিং কম্পিউটার) স্থানীয়ভাবে এবং দূরবর্তী স্থান অর্থাৎ আমাদের প্রসেস কন্ট্রোল রুম থেকেও পর্যবেক্ষণ করা যাবে। স্থাপিত এটিজি সিস্টেম ম্যানুয়াল ট্যাংক গেজিংয়ে মনুষ্য ত্রুটি কমাতে এবং ক্রুড ও ফিনিশড্ পণ্যগুলির নিরাপদ পরিচালন ও অপারেশনে যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

৪) মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

শুরু থেকেই ইআরএল এ নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের পেট্রোলিয়াম অয়েল রিফাইনিং ও প্রসেসিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট যথা-শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বুয়েট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য পেশামূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার কার্যক্রমে প্রেরণ করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপিসি ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দেশের বাহিরেও কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডঃ

প্রশিক্ষণের ধরণ	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	১০১	৭২০
দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	১৭	২৯
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০৩	০৩
মোট :	**১০৪**	**৭২৩**

এছাড়া পেট্রোলিয়াম শিল্পে ভবিষ্যৎ দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে 'শিক্ষানবিশ স্কীম', 'প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার স্কীম' ও 'ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালস্ স্কীম' এর মাধ্যমে ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদি বাস্তব কাজে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেও ইআরএল মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৫) পরিবেশ সংরক্ষণঃ

ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ (কেপিআই) স্থাপনা। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ইআরএল এর অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর, যা কর্মরত কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারী ও আশেপাশের এলাকাবাসীর জন্য একান্ত প্রয়োজন। ইআরএল এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে যথাযথ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কোড/স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালন করা হয়। প্ল্যান্ট এলাকায় নিয়মিত সেফটি অডিট ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে কোন প্রকার টক্সিক কেমিক্যাল ও অকটেন বুস্টিং তথা সীসামুক্ত বায়ু বজায় রাখার স্বার্থেই ১৯৯৯ সাল হতে TEL/TML ব্যবহার বন্ধ করে অকটেন তৈরিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দূষণমুক্ত করার জন্য আলাদা নিউট্রালাইজেশন সিস্টেম রয়েছে। ট্যাংক ফার্ম এলাকায় অয়েল স্পীলেজ মনিটরিং এর জন্য বিভিন্ন ট্যাংকে অটোগেজিং সিস্টেম রয়েছে। সকল ধরনের অস্বাস্থ্যকর সালফাইডযুক্ত গ্যাস সুউচ্চ কলামের মাধ্যমে উপরেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড লিকেজ এর ব্যাপারে ইআরএল পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন প্রসেস ইউনিট থেকে পার্জিংকৃত তেল নিয়ন্ত্রিতভাবে একটি উন্নত ধরনের স্ট্যান্ডার্ড অয়েলি ওয়াটার সিস্টেমের মাধ্যমে দুইটি এপিআই সেপারেটরে জমা করা হয়। সেখান থেকে ডিকেনটেশন মেথডের মাধ্যমে তেল থেকে পানি আলাদা করা হয়। এছাড়া আলাদা রেইনি ওয়াটার সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্ল্যান্ট থেকে আগত স্টিম কনডেনসেট ও রেইনি ওয়াটার অন্য একটি অয়েল সেপারেটরে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ডিকেনটেশন মেথডের মাধ্যমে তেল থেকে পানি আলাদা করা হয়। পরিশেষে পানি ইটিপি হয়ে কর্ণফুলী নদীতে নিঃসরণ করা হয়। ইআরএল এর নিজস্ব পরীক্ষাগারে উক্ত পানির টিডিএস, সাসপেন্ডেড সলিড, পিএইচ, কন্ড্যাক্টিভিটি, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। ইটিপি আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে, যা আগামী এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়াও সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সবসময় ইআরএল এর চারিদিকের পরিবেশ সার্বিক সুন্দর, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মডার্নাইজেশন এন্ড এক্সপানশন অফ এপিআই সেপারেটর এ্যাট ইআরএল (ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই, কন্সট্রাকশন, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অফ এন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) হ্যাভিং ক্যাপাসিটি ১৫০ ঘনমিটার/ ঘণ্টা অন টার্নকি বেসিস) :

ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) এর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এপিআই সেপারেটর, স্লাজ পণ্ড ও ডিকান্টেশন বেসিনের মাধ্যমে ইআরএল এর তরল বর্জ্য ট্রিটমেন্ট করা হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ অয়েল ও গ্রীজ রিমুভ করা গেলেও তা পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা (ECR'1997) এর নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি আরো কিছু উপাদান যেমন, TSS ও BOD5 এর পরিমাণও বেশী ছিল। এই উপাদানগুলো কর্ণফুলী নদীতে গিয়ে পড়ে যা জীব বৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এমতাবস্থায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড তাঁদের বিদ্যমান তরল বর্জ্য শোধনাগার আধুনিকায়নের মাধ্যমে নতুন Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছে। নতুন ইটিপিতে API Separator, Neutralization, Flocculation, Coagulation, Sedimentation, Aeration, Filtration & Sludge Treatment unit সহ আরো কিছু ধাপ আছে। যার মাধ্যমে ইআরএল হতে নির্গত তরল বর্জ্য পরিশোধিত করে ECR'1997 এ নির্ধারিত সীমার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে ইআরএল হতে নির্গত তরল বর্জ্য দ্বারা পরিবেশের আর কোন ক্ষতিসাধন হবে না। ইআরএল এর ETP স্থাপনের কাজ চলমান আছে। যত দ্রুত সম্ভব উক্ত কাজটি সম্পন্ন করা হবে।

৬) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা :

আমদানিকৃত জ্বালানি তেল মাদার ট্যাংকার থেকে দ্রুত, নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী, সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে খালাসের জন্য কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত মহেশখালির নিকটে বঙ্গোপসাগরে "ইন্সটলেশন অব সিংগেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া বর্তমান রিফাইনারীর পরিশোধন ক্ষমতা বাৎসরিক ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে 'ইআরএল ইউনিট-২' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া "ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টুডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার উইথ সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে সর্বাধুনিক অটোমেটিক পদ্ধতিতে কাস্টুডি ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে।

দেশে ক্রমবর্ধমান পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে সর্বোপরি প্ল্যান্টের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, কোম্পানির দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়ীকরণ এবং ইআরএল এর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছেঃ

১) টপিং ইউনিটের ফার্নেস এফ-১১০১ এ/বি প্রতিস্থাপন।

২) ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।

৩) এপিআই সেপারেটর আধুনিকীকরন।

৪) ২ মে.ও ডিজেল জেনারেটর ক্রয়।

৫) ল্যাবরেটরি ভবন সম্প্রসারণ।

৬) আধুনিক ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়।

৭) পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআই) বাস্তবায়ন।

৮) ফায়ার এন্ড গ্যাস ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন।

৯) এবিপি ফার্নেস ১০-এফ-০১ এর টিউব কয়েল ও রিফ্র্যাকটরি পরিবর্তন।

১০) কলাম সি-১২০১ ও সি-১২০২ পরিবর্তন।

১১) বিটুমিন প্রসেস প্ল্যান্টের এমসিসি প্যানেল প্রতিস্থাপন।

১২) এবিপি ড্রাম প্ল্যান্টের ড্রাম ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট প্রতিস্থাপন।

১৩) বাল্ক বিটুমিন লোডিং ইউনিটের স্বয়ংক্রিয় লোডিং আর্ম স্থাপন।

১৪) ক্রুড অয়েল ট্যাংক ৬১০১সি সহ অন্যান্য প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক মেরামত।

১৫) ইআরএল ট্যাংক ফার্ম এলাকায় আরসিসি ডাইক নির্মাণ।

১৬) এসপিএম এর মাধ্যমে আমদানিকৃত ডিজেল সরাসরি মার্কেটিং কোম্পানিতে সরবরাহের লক্ষ্যে ইআরএল এ এইচএসডি কাস্টুডি ফ্লো-মিটার স্থাপন।

১৭) এলপিজি ও আর্জি বিশ্লেষণের জন্য গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ (জিসি) করা।

ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড ১৯৬৮ সালের ৭ মে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। অদ্যাবধি জ্বালানি তেলের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ফিনিশড প্রোডাক্ট সরবরাহ করে একদিকে যেমন পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের যথাযথ গুণগত মান বজায় রেখে সুদীর্ঘ ৫৬ বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

এলপি গ্যাস লিমিটেড

(১) কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলি

ক) কোম্পানির পরিচিতি:

ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত হিসেবে উৎপাদিত এলপিজি সংরক্ষণ করে বোতলজতপূর্বক গার্হস্থ্য রান্নার কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড ১৯৭৭-৭৮ সালে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি নির্মাণ করে, যা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ এ বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। স্থাপনকাল হতে ইহা বিপিসি'র একটি প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে এ প্রকল্পটি "এলপি গ্যাস লিমিটেড" নামে বিপিসি'র একটি সাবসিডিয়ারি হিসেবে ৩ মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। সরকারি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস পেট্রোবাংলার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় আরো একটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও ডিস্টিবিউশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলপি গ্যাস লিমিটেড চট্টগ্রামের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০.০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকা এবং শেয়ারের অবিহিত মূল্য ১০/- টাকা।

খ) কার্যাবলি:

এলপি গ্যাস লিমিটেডের চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলায় অবস্থিত দুইটি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল ও আরপিজিসিএল/সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত করা হয়। অতঃপর বোতলজাতকৃত এলপিজি বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বাজারজাত করার লক্ষ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল-কে বিপিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া রেট রানিং চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে বোতলজাতকৃত এলপিজি সরবরাহ করা হয়। এক শিফটে এলপি গ্যাস লিমিটেড এর চট্টগ্রামস্থ প্ল্যান্টের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক প্রায় ৩০,০০০ মেট্রিক টন এবং কৈলাশটিলাস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৯,৫০০ মেট্রিক টন। এলপি গ্যাস লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর শতভাগ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান।

(২) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

বর্তমানে এলপি গ্যাস লিমিটেড এর বাল্ক এলপিজি'র বিকল্প কোন সংস্থান না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে সরকারি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস ইআরএল ও আরপিজিসিএল/সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড হতে প্রাপ্ত এলপিজি'র উপর নির্ভরশীল। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোম্পানির চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলা বটলিং প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নের সারণী-২ এ উপস্থাপন করা হলো।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ:

সারণী-২

বছর	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	মোট
	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	
২০২৩-২০২৪	১২,৫০০	২২৩	১৩,৪১৮

(৩) আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

কোম্পানির ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণী-৩ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণী-২

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য পরিসংখ্যান

(লক্ষ টাকায়)

বছর	সম্ভাব্য করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)				লভ্যাংশ প্রদান
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	অবচয় তহবিল	মোট	
২০১৯-২০২০	৬৯২.০০	(২৭৮.০০)	৪৯০.০০	৯০৪.০০	লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি।

(৪) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প নিম্নরূপ:

ক) এলপি গ্যাস লিমিটেড এর চট্টগ্রাম প্ল্যান্টে নতুন অটোমেটিক ক্যারোজেল ফিলিং সিস্টেম স্থাপন ও চালু করা হয়েছে। এতে কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) বিপিসি'র সার্কুলেশনের সিলিন্ডার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০,০০০ নতুন সিলিন্ডার ক্রয় কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

(৫) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

বিপিসি'র অর্থায়নে অত্র কোম্পানির অধীনে গৃহিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

ক) ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি'র নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক চট্টগ্রামস্থ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের রি-টেস্টিং ইউনিট প্রতিস্থাপন ও আধুনিকায়নের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

খ) বিপিসি'র সার্কুলেশনের সিলিন্ডার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৫,০০০ নতুন সিলিন্ডার ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) বিপিসি'র সার্কুলেশনে থাকা পুরাতন প্রায় ৬,০০০ সিলিন্ডার মেরামত কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

(৬) মানবসম্পদ উন্নয়ন:

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বিআইএম, পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহিত ও পরিচালিত কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অত্র কোম্পানি হতে জনবল প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭) ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধতা থাকায় গৃহস্থালী রান্নার জ্বালানি হিসেবে লাইন গ্যাসের সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। বোতলজাত এলপিজি সারাদেশের ভোক্তাগণের নিকট সুলভ মূল্যে ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা (২০২৫ সালের মধ্যে):

ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক চট্টগ্রামস্থ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের রি-টেস্টিং ইউনিট প্রতিস্থাপন ও আধুনিকায়নের কার্যক্রম আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা (২০৩১ সালের মধ্যে):

ক) এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে ২০৩১ সালের মধ্যে এলপিজি সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধিসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে এলপিজি মজুদ, বোতলজাতকরণ ও বিতরণ প্ল্যান্ট নির্মাণ এবং মংলা এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য বিপিসি'র নির্ধারিত জায়গায় বার্ষিক ১ লক্ষ মেট্রিক টন আমদানি নির্ভর এলপিজি মজুদ, বোতলজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্প নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

খ) দেশের জ্বালানি সমস্যা দূরীকরণ ও এলপিজি'র বাজারে সরকারের অংশীদারত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে Intrgrated Energy and Power Master Plan (IEPMP) এর আওতায় বিপিসি'র তত্ত্বাবধানে মাতারবাড়ি, মহেশখালিতে ২০৩১ সালের মধ্যে বার্ষিক ১০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এলপিজি মাদার টার্মিনাল নির্মানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এলক্ষ্যে Feasibilty Study সম্পাদনের জন্য বিপিসি কর্তৃক EOI আহবান করা হয়েছে। EOI আহবানের বিপরীতে মূল্যায়িত দরদাতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে NOA প্রদানের নিমিত্ত জ্বাখসবি-এর অনুমোদনের লক্ষ্যে বিপিসি হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা:

Intrgrated Energy and Power Master Plan (IEPMP) এর আওতায় বিপিসি'র মাতারবাড়ি, মহেশখালিতে বার্ষিক ৫০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এলপিজি মাদার টার্মিনাল -২ নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

১। কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো:

❖ **কোম্পানি পরিচিতি:**

বিগত ১৯৬৫ সালে এসো স্ট্যান্ডার্ড ইনকর্পোরেটেড (এসো) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (এশিয়াটিক)- এর যৌথ উদ্যোগে ৫০:৫০ অংশীদারত্বের ভিত্তিতে 'স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। এসো 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার এবং এশিয়াটিক 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার।

বিগত মার্চ, ১৯৭৫ তারিখে 'এসো আন্ডারটেকিং এ্যাকুইজিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫'- এর আওতায় এসোর শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করে এবং বিপিসি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ মোতাবেক এসোর অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির ৯৮,৮০০ টি বি-ক্লাশ সাধারণ শেয়ার বিপিসি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে কোম্পানির ৫০% মালিকানা ''বি'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা- 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন' এবং অবশিষ্ট ৫০% মালিকানা ''এ'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

❖ **কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ:**

কোম্পানির আর্টিকেলস অব এ্যাসোশিয়েশনের ৬৮ নং ধারা মোতাবেক 'এ' ক্লাশ ও 'বি' ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনীত সম সংখ্যক (দুইজন করিয়া মোট ৪ জন) পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদ গঠিত এবং ৭০ ধারা মোতাবেক "বি" ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনীত পরিচালকগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় দিক নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

শেয়ারের ধরণ হার (%) শেয়ার সংখ্যা ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বি ক্লাশ ৫০% ৯৮,৮০০

দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা এ ক্লাশ ৫০% ৯৮,৮০০

মোট: ১০০% ১,৯৭,৬০০

❖ কোম্পানির কার্যক্রম:

ক) লুব বেইস অয়েল এবং অন্যান্য পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি সংগ্রহ ও আমদানি।

খ) লুব বেইস অয়েল ব্লেন্ডিং এবং বিভিন্ন গ্রেডের ও মানের লুব্রিকেটিং পণ্য সামগ্রী উৎপাদন।

গ) বেইস অয়েল স্টক বা কাঁচামাল, আবশ্যকীয় এ্যাডিটিভস, প্রস্তুতকৃত লুব্রিকেটিং অয়েল, প্যাক্ট বিটুমিন সহ লুব্রিকেটিং পণ্যাদি আমদানি, উৎপাদন ও বিপণন।

ঘ) মিশ্রণসূত্রে লুব্রিকেন্টস পণ্যাদি উৎপাদন।

ঙ) পেট্রোলিয়াম (পরিশোধিত) পণ্য গুদামজাতকরণের অবকাঠামো বা ফেসিলিটিজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থাপন।

চ) বিপণন কোম্পানিসমূহের চাহিদা মোতাবেক লুব বেইস অয়েল সরবরাহ ও ব্লেন্ডিং কার্যসম্পাদন ।

ছ) এ প্রতিষ্ঠান বিপণন কোম্পানি হিসেবে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিটুমিন, এল পি গ্যাস, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ঝ) লুব অয়েল ব্রেন্ডিং এর পাশাপাশি নিজস্ব লুবজোন ব্র্যান্ডে লুব অয়েল ব্লেন্ডিং করে সমগ্র বাংলাদেশে লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ করা।

ঞ) পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণনের ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও সম্প্রসারণ।

ট) বিপণন কোম্পানি হিসাবে দায়িত্ব পালন বা যে কোন ফার্মে বা কোম্পানির সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বা অন্য যে কোন প্রকারের চুক্তি বা কন্ট্রাক্ট সম্পাদন।

❖ কোম্পানির স্থায়ী জনবল কাঠামো (৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত):

বর্তমানে কোম্পানিতে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা, শ্রমিক ও কর্মচারিগণ বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন:-

জনবলের বর্ণনা	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল
কর্মকর্তা	৮১	৫৮
কর্মচারী-শ্রমিক	১১৫	৬৯
মোট	১৯৬	১২৭

❖ পেট্রোলিয়াম পণ্য এর উৎস:

১। ই.আর.এল প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্য।

২। আমাদানিকৃত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য।

৩। চট্টগ্রামে অবস্থিত এলপি গ্যাস লিমিটেড হতে প্রাপ্ত বোতলজাত গ্যাস।

৪। সিলেটে অবস্থিত কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট হতে প্রাপ্ত বোতলজাত গ্যাস।

২। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি দেশের সকল ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষে কোম্পানি সর্বদা সচেষ্ট থাকে। দেশের বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের চাহিদা মোতাবেক ডিজেল/ফার্নেস অয়েল নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মানসম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ করা হয় ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বিক্রয়ের পরিসংখ্যান:

পণ্য	২০২৩-২০২৪ (মে:টন)
ডিজেল	১৭,৫৬৪.০০
ফার্নেস অয়েল	৬৭,৮৩০.০০
লুব অয়েল	৩,৫৭৭.০০
গ্রিজ	৮১.০০
এলপিজি	২,০০১.০০
বিটুমিন	১২,৯২৬.০০
মেরিন ফুয়েল	২,৬৮০.০০
মোট:	১,০৬,৬৫৯.০০

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (২০২৩-২০২৪):

		প্রোভিশনাল
জাতীয় কোষাগারে জমা প্রদান:		(কোটি টাকা)
১। আয়কর	=	৬.৬০
২। শুল্কখাতে	=	৮.০২
৩। ভ্যাট	=	৪৯.৭৩
সর্বমোট	=	৬৪.৩৫
কর পূর্ব মুনাফা	=	১৮.৬০
কর পূর্ব মুনাফার উপর প্রদেয় কর	=	৬.০৫
নীট মুনাফা	=	১২.৫৫

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

ক) গ্রিজ প্ল্যান্ট স্থাপন: বাজারে ক্রমবর্ধমান গ্রিজের চাহিদা মেটাতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি আধুনিক মাল্টি গ্রিজ প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা আনুমানিক ১০০০ মেঃ টন। বর্তমানে উৎপাদিত গ্রিজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সহ স্থানীয় বাজারে গ্রাহকদের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে।

৬। মানবসম্পদ উন্নয়ন:

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত):

সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	৫২	১০৬
মোট=	৫২	১০৬

৭। পরিবেশ সংরক্ষণ:

৭.১ পেট্রোলিয়াম পণ্যের নির্গমনের কারণে নদীর পানি দূষিত হয়ে পরিবেশের বিপর্যয় এড়াতে মজুদকৃত মালামাল অনুসারে সমগ্র ট্যাংক ফার্ম এলাকায় ডাইক ওয়াল বিদ্যমান রয়েছে এবং আপদকালীন সময়ে উপচে পড়া/লিকেজ হওয়া মজুদকৃত তেল সংগ্রহের জন্য ২ চেম্বার বিশিষ্ট ২ টি Sump বিদ্যমান রয়েছে। নদীতে তেল ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে স্থাপনার ভেতর ড্রেনের শেষ প্রান্তে গেইট ভাল্ব সংযোজিত আছে। Oil Spillage রোধ কল্পে Oil Protection Boom, Skimmer ইত্যাদি রাসায়নিকের ব্যবহার ভবিষ্যতে যুক্ত করা হবে।

৭.২ পরিবেশের কোন বিপর্যয়/ক্ষতি না হয় সে লক্ষ্যে কোম্পানি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে গ্রাহককে নির্ভেজাল ও মানসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম ও লুব অয়েল পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে কোম্পানির প্রধান স্থাপনায় টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে;

৭.৩ কোম্পানির স্থাপনা/ডিপোতে অগ্নিনির্বাপণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নিনির্বাপণ সামগ্রী মজুদ রয়েছে;

৭.৪ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির স্থাপনা/ডিপোতে নিয়মিতভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়;

৮। ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

ক) কোম্পানির নতুন নতুন স্থাপনা, নতুন ট্যাংক নির্মাণ হওয়ায় Fire system protection rules অনুযায়ী Fire water capacity বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। তাই ১,০০,০০০ লিটার ক্যাপাসিটির ফায়ার ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) দীর্ঘদিনের পুরাতন জেটি এলাকার সম্পূর্ণ পাইপ লাইন (ডিজেল, লুব, ফার্নেস অয়েল) লোনা আবহাওয়া থাকায় এবং মরিচা ধরায় ম্যাটেরিয়াল ক্ষয় জনিত কারণে প্রতিস্থাপন করা জরুরি হয়ে পড়ায় আনুমানিক ৫০০ মিটার নতুন এম এস পাইপ প্রতিস্থাপন করা হবে। বর্তমানে স্থাপিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে জেটি থেকে তৈল খালাস করে ট্যাংকে মজুদ রাখা হচ্ছে।

গ) এ কোম্পানির প্রধান স্থাপনায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে একটি রেডিয়েটর কুল্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে আনুমানিক ১০০ মে. টন ।

ঘ) কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কোম্পানির হিসাব ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন এর লক্ষ্যে হিসাব সফটওয়্যার চালুকরণ এর পরিকল্পনা রয়েছে যা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের মধ্যে চালু করণ সম্ভব হবে।

ঙ) প্রধান স্থাপনায় নতুন ডেলিভারি পাইপ লাইন স্থাপন, ট্যাংক ও পাইপ লাইন রং করণ এবং ওয়্যার হাউজ সংস্কার সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

চ) জ্বালানি তেলের চাহিদা অনুযায়ী মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

ছ) প্রধান স্থাপনায় পেট্রোলিয়াম পণ্য গ্রহণ ও সরবরাহ কার্যক্রম, বিক্রয় ও হিসাব কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়ন।

জ) প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কোম্পানির সকল স্থাপনাসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।

৯) অন্যান্য কার্যক্রমঃ

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) এর আওতায় কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুদান প্রদান করে থাকে। এছাড়াও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা/ ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন/অনুদান প্রদান করা হয়।

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি

১। কোম্পানির পরিচিতিঃ

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানি বিভিন্ন গ্রেডের লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডিং এর পাশাপাশি নিজস্ব অর্থায়নে লুব অয়েলের প্রধান কাঁচামাল, লুব বেইস অয়েল আমদানিপূর্বক তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির (পিওসিএল, এমপিএল এবং জেওসিএল) মাধ্যমে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সংস্থা, যেমন- বাংলাদেশ প্রতিরক্ষাবাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চিনিকলসমুহ, জুটমিল, সার কারখানা, বিভিন্ন শিল্প কারখানায় তাদের চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করে আসছে। তাছাড়া বিপিসি কর্তৃক নির্ধারিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিটুমিন সরবরাহ করে আসছে।

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি একটি প্রাচীন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডিং কোম্পানি। ১৯৬৩ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি) কর্তৃক এ কোম্পানি 'ইস্ট পাকিস্তান লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড' নামে ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং ফার্ম-এ নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি) ৪৯% শেয়ার নিজের অধীনে রেখে বাকি ৫১% শেয়ার বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের নিকট হস্তান্তর করে এবং ইস্ট পাকিস্তান লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে পরিণত হয়। ১৯৭২ সালে এ কোম্পানির নাম ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড' নামে পরিবর্তন করা হয় এবং ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৭৬ সালে, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের সাথে তালিকাভুক্ত হয়। ১৯৮৫ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি)-এর সমুদয় শেয়ার বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর অনুকূলে হস্তান্তরিত হয়। ২০২৪ সালে কোম্পানির নাম ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি হিসাবে পরিবর্তিত হয়। অত্র কোম্পানি ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ব্লেন্ডিং ব্যবসার পাশাপাশি বেইস অয়েল আমদানি এবং অক্টোবর ২০১৯ থেকে বিটুমিন বিপণন করে আসছে।

প্রধান কার্যালয়	:	পদ্মা ভবন, স্ট্র্যান্ড রোড, সদর ঘাট, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
প্রধান স্থাপনা	:	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ব্যবসা প্রকৃতি	:	পেট্রোলিয়াম পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ এবং বিটুমেন সংগ্রহ, মজুদকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ এবং বিপণন।
ব্লেন্ডিং সক্ষমতা:	:	২৪,০০০ মে. টন।
বেস অয়েল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক:	:	৪ টি।
মোট স্টোরেজ ক্ষমতা	:	৪৯৪১ মে. টন।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ:

- ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।
- কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।
- কোম্পানির প্রধান নির্বাহী অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন তিনি পদাধিকার বলে পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য।
- কোম্পানির বর্তমান শেয়ার কাঠামো: (৩০.০৬.২০২৩ অনুসারে)

প্রতিষ্ঠানের নাম	হার (%)	শেয়ার সংখ্যা
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৫১.০০	৭৩৬১৪০
জীবন বীমা কর্পোরেশন	১৫.০৪	২১৭১০২
আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	৬.২৯	৯০৬৯৩
বিদেশী বিনিয়োগকারী	০০	০০
ব্যক্তিগত (বাংলাদেশী)	২৭.৬৭	৩৯৯৩৫৩
মোট	**১০০.০০**	**১৪৪৩২৮৮**

* কোম্পানির শেয়ার ঢাকা স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত।

কার্যাবলি:

- সরকার ও বিপিসির নির্দেশনার আলোকে লুব্রিকেন্ট'স সামগ্রী বিপণনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা।
- আমদানিপূর্বক লুব বেইস অয়েল মজুদকরণ।
- লুব অয়েল মজুদ ক্ষমতা, বিপণন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করে দেশে লুব অয়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- বিপিসি কর্তৃক নির্ধারিত সিটি কর্পোরেশনসমূহে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিটুমিন সরবরাহ করা।
- প্রধান স্থাপনায় বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন।

জনবল কাঠামো:

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে কোম্পানির বর্তমান জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

জনবলের বর্ণনা	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল
কর্মকর্তা	৪১	৭
কর্মচারি	৫৮	০
মোট :	**৯৯**	**৭**

২। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

আলোচ্য সময়কালে কোম্পানি গত অর্থবছরের একই সময়কালের চেয়ে ব্যবসায়িক, পরিচালন ও আর্থিক ফলাফলের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই ২৩-মার্চ ২৪ সময়কালের কোম্পানির ব্যবসাসমূহের খাতওয়ারী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

(ক) লুব্রিকেন্ট'স ব্লেন্ডিংঃ

আলোচ্য সময়কালে কোম্পানির লুব্রিকেন্ট'স ব্লেন্ডিংয়ের পরিমাণ গত অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় ৬.১৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়কালে ব্লেন্ডিংয়ের পরিমাণ ৪৮৪ মে.টন, যা গত অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ৪৫৬ মে.টন। আলোচ্য সময়ে ব্লেন্ডিং খাতে আয় হয়েছে ৩৫.৩৩ লক্ষ টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়কালে ছিল ৩৩.৯১ লক্ষ টাকা।

(খ) বেস অয়েলঃ

এ কোম্পানি কর্তৃক বেস অয়েল আমদানী ও বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বিপিসির অধীন তেল বিপণনকারী কোম্পানিসমূহ হতে বেস অয়েলের ক্রয় আদেশ/চাহিদাপত্রের ওপর। আলোচ্য সময়কালে তেল বিপণনকারী কোম্পানিসমূহ হতে বেস অয়েলের চাহিদাপত্র পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১২০০ মে.টন বেস অয়েল আমদানি করা সম্ভব হয়েছে।

(গ) বিটুমিন বিপণনঃ

আলোচ্য সময়কালে কোম্পানির মোট বিটুমিন বিক্রয় পরিমাণ ৪৩১৭ মে.টন, যা গত অর্থ বছরে একই সময়ে ছিল ২৪২২ মে.টন। বিপিসির নির্দেশনায় চারটি সিটি কর্পোরেশনে (গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ) বিটুমিন সরবরাহের বাহিরেও কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ে প্রকল্প ও এলিভেটেড এক্সপ্রেস প্রকল্প অতিরিক্ত বিটুমিন সরবরাহের ফলে আলোচ্য সময়ে বিটুমিন বিপণন খাতে মুনাফা হয়েছে ১০.৮৪ লক্ষ টাকা, যা গত অর্থ বছরে ছিল ৫.৫৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে গত বছরের তুলনায় বিটুমিন বিপণন খাতে আয় ৫.২৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়।

৩। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীঃ

পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী বর্ণিত অর্থবছরে করোত্তর মুনাফা দাঁড়ায় ১৫৪.২২ লক্ষ টাকা। এছাড়া আলোচ্য হিসাব বছরে এ্যাসেট ভ্যালু দাঁড়ায় ২৫১৭.১৪ লক্ষ টাকা, নেট এসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ১৭৪.৪০ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় দাঁড়ায় ৮.৩৯ টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ১২ মাসের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

৪) কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়ণমূলক কর্মকাণ্ডঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়ণমূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক) প্রধান স্থাপনার (গুপ্তখাল, চট্টগ্রাম) অফিস ভবন পুনঃসংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে।

খ) স্টোরেজ ট্যাংক ক্যালিব্রেশান কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৫) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

লুব্রিকেন্ট'স পণ্য মজুতকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রম দক্ষতার সহিত সম্পাদনের লক্ষ্যে এ কোম্পানি সর্বদা দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির কাজ করে যাচ্ছে, যার চিত্র নিম্নরূপঃ

ক। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন পদে নতুন ০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দান করা হয়েছে।

খ। কোম্পানির মানব সম্পদের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়ঃ

- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
- হাইড্রো কার্বন ইউনিট
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
- ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস অব বাংলাদেশ
- ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস বাংলাদেশ
- অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৬) Automation কর্মপরিকল্পনা:

ক) স্বল্পমেয়াদি (Short Term) কর্মপরিকল্পনা

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. -৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.

- প্ল্যান্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আইপি ক্যামেরা স্থাপন ও আধুনিক DSS (Digital Surveillance System) server, storage device and display panel স্থাপনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ভিডিও মনিটরিং ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ইএলবিপিএলসি-এর বর্তমান স্টক ও দৈনিক উৎপাদনের তথ্য উপাত্তসমূহ নিয়ে একটি সেন্ট্রাল ডেটাবেজ নির্মাণ করা।
- বিটুমিন সরবরাহ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিপিসি ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সাথে Web Based Bitumen Order and Delivery System Software বাস্তবায়ন।
- আধুনিক টেকনোলজি সম্বন্ধে ধারণা প্রধানের লক্ষ্যে সভা/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ।

খ) মধ্যমেয়াদি (Mid Term) পরিকল্পনা

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ জানুয়ারি ২০২৪ -৩১ ডিসেম্বর ২০৩০

- ইএলবিপিএলসি-এর প্ল্যান্টে আধুনিক এবং স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা স্থাপন।
- ডাটা সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার স্বার্থে সাইবার সিকিউরিটিজ ব্যবস্থা গ্রহণ ।
- উদ্ভাবনী ফিচার ইন্টিগ্রেশন করার লক্ষ্যে ডাটাবেজ আপগ্রেডেশন করা।

গ) দীর্ঘমেয়াদি (Long Term) পরিকল্পনা

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ জানুয়ারি ২০২৪ - ৩১ ডিসেম্বর ২০৪১

- ইএলবিপিএলসি-এর সম্পূর্ণ প্ল্যান্টকে অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা।
- বিপিসি'র সাথে সম্মিলিতভাবে একটি ERP (Enterprise Resourse Planning) বাস্তবায়ন।
- প্ল্যান্টে আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি স্থাপন।

পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি পিএলসি

১। কোম্পানি পরিচিতি ও কার্যাবলি:

কর্পোরেট সদর দপ্তর	:	বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ।
■ কোম্পানি প্রতিষ্ঠার তারিখ	:	০৮ নভেম্বর,২০২২
■ ব্যবসার ক্ষেত্র	:	আমদানিকৃত পরিশোধিত ও অপরিশোধিত এবং উৎপাদিত পরিশোধিত জ্বালানি তেলের নিরাপদ এবং কার্যকর পরিবহন, যার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং অপারেশনাল লস সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে পরিবহন করা।
■ কোম্পানির স্থিতি	:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত।
■ অনুমোদিত মূলধন	:	১,০০০ কোটি টাকা
■ পরিশোধিত মূলধন	:	১০০ কোটি টাকা
■ শেয়ার সংখ্যা	:	১,০০০,০০০

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন নিরবিচ্ছিন্নভাবে সারা দেশে জ্বালানি তেল পরিবহণ করে থাকে। এই সরবরাহ কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে বিপিসির অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। এ কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে জ্বালানি তেল পরিবহণ। উৎপাদিত এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল চট্টগ্রাম হতে সারাদেশে তেল ডিপোসমূহে নৌ, রেল এবং সড়কপথে পরিবহণ করা হয়। এ ধরনের পরিবহনের কারণে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপারেশনাল লস এবং পরিবহণ খরচ অত্যধিক হয়। বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে বিপিসি ৫টি পাইপলাইন প্রকল্প গ্রহণ করে, প্রকল্পসমূহ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে জ্বালানি তেলের পরিবহণ ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে সম্পন্নের জন্য ২০২২ সালের ৮ই নভেম্বর "পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি পিএলসি (পিটিসি-পিএলসি)" নামে নতুন কোম্পানি গঠিত হয়।

বিপিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন পাইপলাইন প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) ইন্সট্রলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন;

(খ) চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহণ;

(গ) ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন;

(ঘ) জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চনব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ;

(ঙ) জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম এম আই টু শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম।

উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে গত ৫/১২/২০২৩ ইং তারিখে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন প্রকল্পের কাজ সম্পন্নের পর ডিজেল ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিবহণের কার্যক্রমের কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিসেম্বর-২০২৪ মধ্যে অত্র প্রকল্পের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ (আইবিএফপিএল) পাইপ লাইনের মাধ্যমে ভারত হতে ডিজেল গ্রহণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপলাইন প্রকল্পে পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে, আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন শেষে ডিসেম্বর-২০২৪ নাগাদ অপারেশনাল হবে মর্মে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া, জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চনব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ প্রকল্প ও জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম এমআই টু হযরত শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা শেষ হলে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে তেল সরবরাহ সহজতর হবে।

ব্যবসায়িক কার্যাবলি:

পাইপলাইনসমূহের মাধ্যমে আমদানিকৃত পরিশোধিত ও অপরিশোধিত এবং উৎপাদিত পরিশোধিত জ্বালানি তেল দেশের একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিবহণ করা হবে অত্র কোম্পানির প্রধান দায়িত্ব। জ্বালানি তেল পরিবহণ করার জন্য লিটার প্রতি একটি চার্জ অত্র কোম্পানি প্রাপ্য হবে। পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি পিএলসি (পিটিসি-পিএলসি)র আয়ের প্রধান উৎস হবে এই চার্জ। ট্রান্সমিশন বা হুইলিং চার্জ কত হবে তা নির্ধারণের লক্ষ্যে বিপিসিতে একটি কমিটির কাজ চলমান রয়েছে।

২। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড:

(ক) কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক জনবল কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে, যা বিপিসিতে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

(খ) ইতোমধ্যে কোম্পানির এসপিএম প্রকল্পের বিপরীতে ৬১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ করা হয়। চট্টগ্রাম- ঢাকা পাইপলাইন এবং ইন্ডিয়া -বাংলাদেশ পাইপলাইন পরিচালনার জন্য ১২২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(গ) কোম্পানির প্রধান কার্যালয় নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে এবং আগামী সেপ্টেম্বর- ২০২৪ এর মধ্যে অফিস নির্মাণের কাজ শেষ হবে।

(ঘ) প্রকল্পসমূহের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকগণ এবং বিপিসি'র সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নের জন্য অত্র কোম্পানি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করছে।

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানির প্রাথমিক কার্যাবলি সম্পন্নের জন্য অনুমোদিত বাজেট ১৬১০.১৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে ব্যয় হয় ৩৫৭.৩৬ লক্ষ টাকা। কোম্পানির মূল কার্যক্রম ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের শেষের দিকে শুরু হলে কোম্পানির আর্থিক কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প /উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

এ কোম্পানিটি নতুন একটি কোম্পানি, কোম্পানির মূলধনী বাজেটে অফিস স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু প্রকল্প আকারে কোন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

৫। মানবসম্পদ উন্নয়ন (সংক্ষিপ্ত আকারে):

ইতোমধ্যে কোম্পানির এসপিএম প্রকল্পের আওতায় ৬১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ করা হয়। এছাড়া, এই কোম্পানির অপর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চট্টগ্রাম ঢাকা পাইপলাইন প্রকল্পের জন্য ৮১ জন এবং ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পের বিপরীতে ৪১ জন জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পিটিসি-পিএলসি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপিসি ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দেশের বাহিরে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। এসপিএম প্রকল্পের আওতায় ১৬ জন কর্মকর্তাকে বিপিসি ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে (চীন) পাঠানো হয়।

এছাড়া পেট্রোলিয়াম শিল্পে ভবিষ্যৎ দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ‘শিক্ষানবিশ স্কিম, ‘প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার স্কিম’ ও ‘ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালস্ স্কিম’ এর মাধ্যমে ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদি বাস্তব কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে পিটিসি-পিএলসির মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

পাইপলাইন প্রকল্পের জন্য নিয়োগতব্য অপারেটরের সাথে কোম্পানিতে নিয়োগকৃত এবং নিয়োগতব্য জনবলকে নিয়োজিত করে কোম্পানির জনবলকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে জ্বালানি তেলের পরিবহণ কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করা।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)

১. পরিচিতি:

এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩" মূলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্বালানি খাতের প্রয়োজনীয় কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, লাইসেন্স প্রদান, ট্যারিফ নির্ধারণ, বিরোধীয় বিষয়ে সালিশ মীমাংসা, ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তি, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু, জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিশন আইনগতভাবে দায়বদ্ধ। স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করে আসছে।

১.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, যুক্তিসঙ্গত ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) ভোক্তাকে সঠিক মান এবং পরিমাণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(ঘ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;

(ঙ) লাইসেন্সির সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কিম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(চ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(ছ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(জ) সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঝ) লাইসেন্সিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

(ঞ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে, প্রয়োজনবোধে, সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(ট) লাইসেন্সিদের মধ্যে এবং লাইসেন্সি ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেসনে প্রেরণ করা;

(ঠ) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;

(ড) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মাননিয়ন্ত্রণ করা; এবং

(ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

১.২ কমিশনের জনবল কাঠামো:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের অনুমোদিত বিদ্যমান সাংগাঠনিক কাঠামোতে ৮১টি পদ রয়েছে। চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। বর্তমানে কমিশনে ১ জন সচিব, ৩ জন পরিচালক (১জন প্রেষণে, ২ জন সংযুক্তিতে), ৮ জন উপপরিচালক (১ জন প্রেষণে, ১ জন সংযুক্তিতে), ১ জন চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, ১৬ জন সহকারী পরিচালক (১ জন সংযুক্তিতে), ১৮ জন অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/ব্যক্তিগত সহকারী/হিসাব সহকারী, ১৫ জন গাড়িচালক (৫ জন চুক্তিভিত্তিক, ২ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক), ১৯ জন অফিস সহায়ক (৩ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক), ২ জন গার্ড এবং ২ জন ক্লিনার (দৈনিক মজুরিভিত্তিক) কর্মরত রয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশনের কার্যপরিধি বিস্তৃত হওয়ায় কমিশনকে আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ৭৬টি পদ সৃষ্টি চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

১. দপ্তর /সংস্থার পরিচিতি ও কার্যাবলি:

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি), বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতীত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের পাশাপাশি জিএসবি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদেশি প্রশিক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূর অনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগারসমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, জিএসবি এর প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে লৌহ আকরিক, পিট, কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণ বালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া জিএসবির একটি প্রকল্পের মাধ্যমে যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, সোমেশ্বরী নদীর বালিতে জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, রুটাইল, লিওকক্সিন, কায়ানাইট, গারনেট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ চিহ্নিত হয়েছে। জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও ইটের ভাটায় জ্বালানি হিসেবে এবং পিট বর্তমানে গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১.১ জনবল কাঠামো:

কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৬৫৩	৪৫২	২০১		
মোট	৬৫৩	৪৫২	২০১		

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস:

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৫০	১৪	৯৯	৩৮	২০১

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা: উপ-মহাপরিচালক -২টি।

১.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান:

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	২৭	২৭	৩০		৩০	

২. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য: বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি'র) বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচির আওতায় রাজস্ব খাতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১১ টি বহিরঙ্গন কর্মসূচির মাধ্যমে ২,১১৫ বর্গ কি.মি. ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন, ২১০ বর্গ কি.মি. ভূ-পদার্থিক মানচিত্রায়ন, ৫৫ বর্গ কি.মি. রাসায়নিক মৌলের অনুসন্ধান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৈশ্লেষিক রসায়ন গবেষণাগারে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৩২ টি নমুনা প্রাপ্ত হয় ও ৪৬৫ টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও জিএসবির গবেষণা খাতের আওতায় ৫টি গবেষণা প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা হয় এবং ০৭ টি প্রবন্ধ/প্রতিবেদন জিএসবির ডেটা সেন্টারে জমা হয়।

জিএসবিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয় তা নিম্নরূপ:

- গাজীপুর জেলাধীন টঙ্গী এলাকায় ভূপদার্থিক যন্ত্রপাতিসমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষণ কর্মসূচি-২০২৩;
- যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়া পৌরসভা হতে খুলনা জেলার দৌলতপুর উপজেলা পর্যন্ত ভৈরব নদীর পানি ও পললে দূষণের প্রভাব মূল্যায়ন;
- রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠাতব্য জিডিএইচ-৭৮/২০২৩ শীর্ষক অনুসন্ধান কূপের খনন;
- চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন;
- Engineering Geological Mapping and 3D Modelling for Sustainable Urban Planning in Cumilla City Corporation and Surroundings;
- খুলনা জেলার অন্তর্গত ফুলতলা ও ডুমুরিয়া উপজেলার উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন;
- দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ও চিরির বন্দর ও তদসংগ্ন এলাকায় অভিকর্ষীয় ও চৌম্বকীয় জরিপ কার্যক্রম;
- সন্দ্বীপ উপজেলা ও এর আশেপাশের পরিবেশ ভূতত্ত্ব বিশ্লেষণ শীর্ষক বহিরঙ্গণ কর্মসূচির কার্যক্রম;
- Jamuna River Shifting, Erosion and Depositional Assessment as well as Geological and Geomorphological Mapping of Phulchari Upzila, Gaibandha District;
- Spatio-Temporal Geo dynamics study of Bhola District Using Geo-spatial Technology as well as Sub-Surface Characterization and Modeling;
- ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় হাইড্রোজিওলজিক্যাল অনুসন্ধানের মাধ্যমে পানির আঁধারের অবস্থান, গুণগত মান ও পরিবেশ মূল্যায়নকরণ এবং ভূ-রাসায়নিক মানচিত্র প্রস্তুতকরণ শীর্ষক বহিরঙ্গন কর্মসূচি।

৩. আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ	প্রতিবেদনাধীন বছরে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১	২
৪৮৬২.৭৪	৪৩৩৮.০১
(রাজস্ব সংশোধিত বাজেট)	(৮৯.২১%)

৪. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

"জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু নগরায়ণের জন্য ভূতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহার (Geo-Information for the Implementation of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৫.৩৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৫.৪৭ কোটি টাকা ও প্রকল্প অনুদান ৩৯.৯০ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত।

৬. মানবসম্পদ উন্নয়ন:

দেশের অভ্যন্তরে ০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে (যেমন এনএপিডি, বিআইএম, আরপিএটিসি, বিপিআই ইত্যাদিতে) ২১টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি কারিগরি ও দাপ্তরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। জিএসবিতে ২০ টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ৭৮৭ জন (কর্মকর্তা/কর্মচারির প্রতি প্রশিক্ষণকে ১ টি ধরে) কর্মকর্তা/কর্মচারি অংশগ্রহণ করে। অধিদপ্তরে ১৫ টি সেমিনার ও ৬ টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৯৭৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিদেশে ১৪ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ০৯ ও ১০ মে, পেট্রোসেন্টারে জিএসবি কর্তৃক আয়োজিত দুইদিনব্যাপী "Geology for the sustainable development of Bangladesh" শীর্ষক ২য় জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

৭. জিএসবির ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে জিএসবি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৮) এর আওতায় জিএসবি লাইব্রেরি, স্টোর ব্যবস্থাপনা, কোর ব্যবস্থাপনা, খনিজ অনুসন্ধান, বহিরঙ্গণ কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বালু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, জিওলজিক্যাল গবেষণাসহ ১৩টি প্রকল্প/কর্মসূচি ; মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় (২০২৯-২০৩১) ৫ টি প্রকল্প/কর্মসূচি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় (২০৩২-২০৪১) ৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সম্পর্কিত তথ্য

০১ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে ২০ মে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে বিএমডি প্রতিষ্ঠিত হয়। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ খনিজ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে অনুসন্ধান লাইসেন্স এবং উত্তোলন/আহরণের লক্ষ্যে খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর প্রধান কার্যাবলি:

(ক) দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান।

(খ) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজসমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(গ) লাইসেন্স/ইজারার আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।

(ঘ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর করা।

(ঙ) মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(চ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত করা।

(ছ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) দেশের খনিজ সম্পদ, তার ব্যবহার ও রপ্তানির (যদি থাকে) রেকর্ড সংরক্ষণ।

(ঝ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।

(ঞ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

তেল ও গ্যাস ব্যতীত এখন পর্যন্ত দেশে আবিষ্কৃত প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ হলো কয়লা, পিট, কঠিন শিলা, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি, খনিজ বালু, লৌহ আকরিক ইত্যাদি। বর্তমানে এ সকল খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক প্রদান করা হয়।

০২. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

(১) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩০ (একশত ত্রিশ) কোটি টাকা। বিএমডি বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হতে প্রাপ্ত রয়্যালটি, সিলিকাবালু কোয়ারির ইজারা মূল্য এবং অন্যান্য খাতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ১৮৫.৯৩ (একশত পঁচাশি দশমিক নয় তিন) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে।

(২) অবৈধভাবে উত্তোলিত এবং জব্দকৃত পাথর/সিলিকাবালু হতে নিলামকৃত রয়্যালটি বাবদ ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও সেডিমেন্টারি কয়লা খাত হতেও প্রায় ১৩.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

(৩) মৌলভীবাজার জেলায় ০৫ টি সিলিকাবালু কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

(৪) দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশীয় উৎস হতে উত্তোলনযোগ্য কয়লার উৎস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে জয়পুরহাট জেলার সদর ও নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলায় অবস্থিত জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাংশের ১৫ বর্গ.কি.মি (১৫০০ হেক্টর) এলাকায় খনি অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৭-০৯-২০২৩ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মতিক্রমে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়।

(৫) গাইবান্ধা জেলার সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর চর এলাকার ০৩ (তিন) টি ব্লকে সর্বমোট ২৩৯৫ হেক্টর এলাকা গত ২০-০৬-২০২৪ তারিখে এভারলাস্ট মিনারেলস কোম্পানির অনুকূলে "ভারী খনিজ খনি" ইজারা মঞ্জুর করা হয়।

০৩. আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত)-এর অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারার মাধ্যমে ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে রাজস্ব (আবেদন ফি, রয়্যালটি, বার্ষিক ফি, নিরাপত্তা জামানত, নিলামকৃত রয়্যালটি, পরীক্ষা ফি ইত্যাদি) আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকে। বিগত ৫ বছরে বিএমডির মোট রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ৫৪২.১২ কোটি টাকা এবং একই সময়ে বিএমডির মোট ব্যয় ছিল মাত্র ১০.৮৯ কোটি টাকা। বিএমডিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাত হতে রাজস্ব আদায় যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তেমনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বিগত ৫ বছরে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ: (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আদায়	দাপ্তরিক ব্যয়
২০১৯-২০২০	৭৩.৬০	২.১০
২০২০-২০২১	৭৮.৪৩	২.১০
২০২১-২০২২	৮৮.১৩	২.৪৩
২০২২-২০২৩	১১৬.০২	১.৯৮
২০২৩-২০২৪	১৮৫.৯৪	২.২৮
মোট	**৫৪২.১২**	**১০.৮৯**

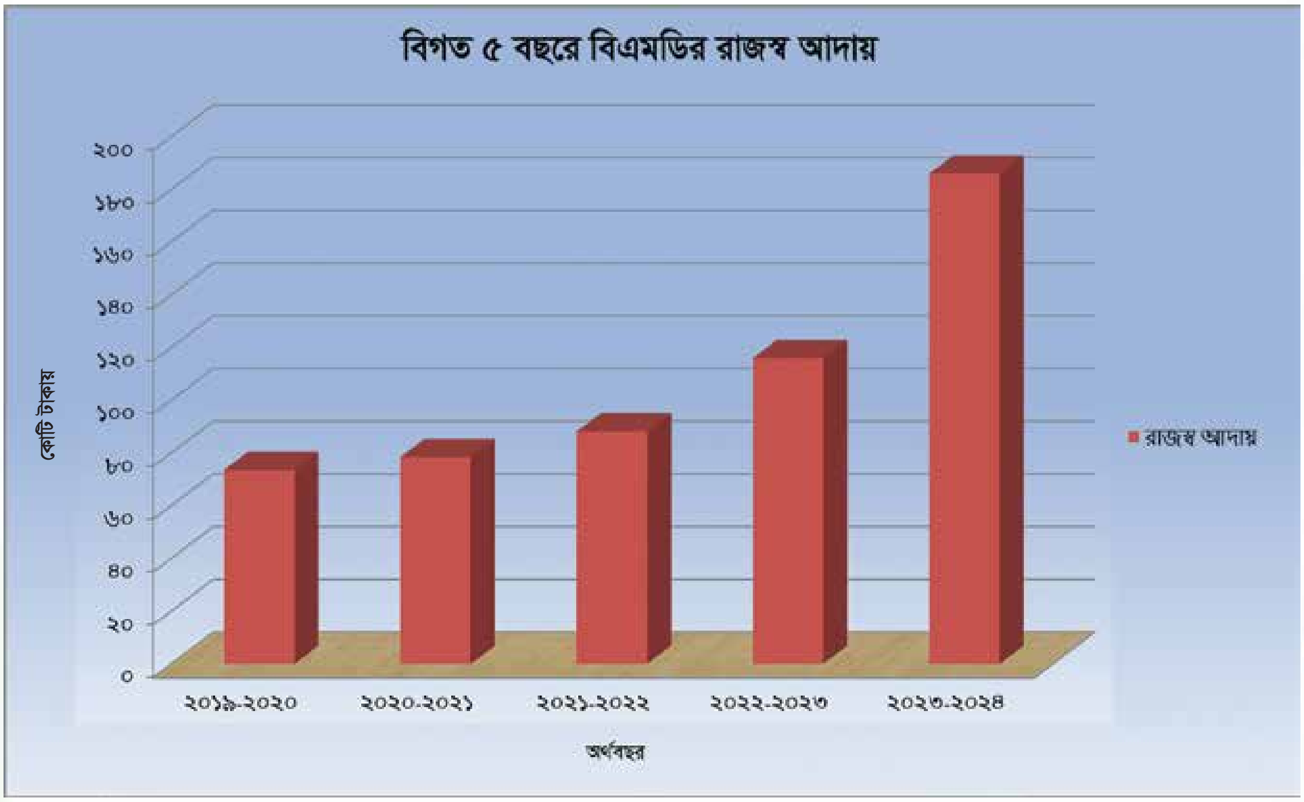

০৪. বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প / উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড: বিএমডিতে কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেই।

০৫. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প: বিএমডিতে বাস্তবায়নাধীন কোনো প্রকল্প নেই।

০৬. মানবসম্পদ উন্নয়ন:

মানবসম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এবং বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষ জনবল হিসাবে গড়ে তুলতে বছরব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ও শিখন সেশন আয়োজন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে বিএমডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বিএমডির আয়োজিত কর্মসূচিসমূহ:

- কর্মচারীগণের দক্ষতা, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি এবং দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণসহ সকল কর্মচারীকে ৬০ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির নিমিত্ত সমসাময়িক বিষয়ের উপর ৪ টি শিখন সেশন আয়োজন করা হয়েছে।

০৭. খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)র ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা:

১। নিজস্ব জায়গায় বিএমডির প্রধান কার্যালয় নির্মাণ - বিএমডির কাজের পরিধির তুলনায় জনবলের সংকট থাকায় নতুন নতুন পদ সৃজনের মাধ্যমে জনবল সংকট নিরসন করা এবং নিজস্ব কোনো অফিস না থাকায় ঢাকায় নিজস্ব অফিস স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২। আঞ্চলিক অফিস স্থাপন - অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন রোধ এবং অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে দেশের খনিজ সম্পদসমৃদ্ধ ০৪ টি বিভাগে (সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম) আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

৩। জনবল বৃদ্ধি - দেশব্যাপী বিএমডির দাপ্তরিক কার্যক্রম বিস্তৃত হওয়ায় আঞ্চলিক অফিস স্থাপন এবং বিএমডির নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণপূর্বক খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনবল বৃদ্ধি করা।

৪। অবৈধভাবে/অননুমোদিতভাবে উত্তোলিত ও জব্দকৃত খনিজ সম্পদ অনলাইন পদ্ধতিতে উন্মুক্ত নিলাম বিক্রয় - অবৈধভাবে/অননুমোদিতভাবে উত্তোলিত ও জব্দকৃত খনিজ সম্পদ বিক্রয়ের জন্য অনলাইন পদ্ধতিতে উন্মুক্ত নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। এতে যে কেউ ঘরে বসে নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ফলে নিলামে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাবে, সরকারের যথাযথ রাজস্ব প্রাপ্তিও নিশ্চিত হবে।

৫। সফটওয়্যার আপগ্রেডেশন ও এপস তৈরি - বিএমডির সকল নাগরিক সেবাকে ডিজিটাল/অনলাইনে রূপান্তরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে E-License and Lease Management System সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত সফটওয়্যারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে আরও যুগোপযোগী ও নাগরিক বান্ধব করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সেবা সংক্রান্ত মোবাইল এপস প্রণয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

৬। ল্যাবরেটরি ও সংরক্ষণাগার স্থাপন - ল্যাবরেটরি স্থাপনের মাধ্যমে বিএমডির আওতাধীন খনিজ সম্পদসমূহের নমুনাগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৭। নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা - স্বয়ংক্রিয় এন্ট্রি/এক্সিট সিস্টেম চালু করা। কার্ড পাঞ্চ সিস্টেমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রবেশ নিশ্চিত করা। সেবাগ্রহীতা ও অতিথিদের জন্য পরিচয় প্রদানপূর্বক প্রবেশের সুযোগ তৈরি করা হবে। এতে দপ্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা সম্ভব হবে।

৮। স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা - খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) এর অফিসে IOT প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিসমূহের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সংযোগে Auto on/off Swich System থাকবে। এতে বৈদ্যুতিক সংযোগসমূহে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পরিচিতি, কার্যাবলি:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর-বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় পদার্থ, উচ্চচাপ সম্পন্ন গ্যাস পাইপলাইন, সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধার সৃষ্ট ক্ষতিকর ঘটনা ও প্রভাব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সৃজিত বাংলাদেশ সরকারের একটি দপ্তর। দপ্তরটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে সংযুক্ত। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকা মহানগরের সেগুনবাগিচায় অবস্থিত। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট এবং বরিশাল-এর বিভাগীয় শহরে এ দপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ অবস্থিত। চট্টগ্রাম বিভাগীয় অঞ্চলের বিস্ফোরক পরিদপ্তরের দপ্তর প্রধানের পদ উপপ্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এবং অন্যান্য বিভাগীয় অঞ্চলের দপ্তর প্রধানের পদ বিস্ফোরক পরিদর্শক।

উদ্দেশ্য:

বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

কার্যাবলি:

উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত আইন এবং বিধিমালার প্রযোজ্য বিধান প্রয়োগের দায়িত্ব বিস্ফোরক পরিদপ্তরের ওপর অর্পণ করা হয়েছে :

- বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা

১.১। বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪

১.২। গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১

১.৩। গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫

১.৪। তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪

১.৫। সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫

১.৬। এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮

- পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা

২.১। পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮

২.২। কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩

২.৩। প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট, ১৯০৮ এবং আর্মস অ্যাক্ট, ১৮৭৮ এর আওতায় রুজুকৃত মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা, বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান এবং আর্মস অ্যাক্ট, ১৮৭৮ অনুসারে কতিপয় বিপজ্জনক পদার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করে।

দপ্তরের কার্যপরিধি:

বর্ণিত বিধিমালা অনুসারে বিস্ফোরক পরিদপ্তর নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদান করেঃ

(১) বিস্ফোরক প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, খালি বা ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানির লাইসেন্স/পারমিট/অনাপত্তিপত্র মঞ্জুর।

(২) বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহণ যান, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম, সিএনজি ও অটোগ্যাস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও অ্যাসিটিলিন প্রস্তুত প্লান্টের লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ নকশা অনুমোদন প্রদান।

(৩) বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহণ যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম, সিএনজি ও অটোগ্যাস গ্যাস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও অ্যাসিটিলিন প্রস্তুত প্লান্টের লাইসেন্স প্রদান।

(৪) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পথ নকশা অনুমোদন এবং নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গ্যাস পরিবহণের অনুমোদন প্রদান।

(৫) সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্র, পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের মেয়াদ এবং সিলিন্ডার পরীক্ষণের অনুমোদনকরণ;

(৬) সমুদ্রগামী জাহাজের পেট্রোলিয়াম পরিবাহী ট্যাংকসমূহে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্য্যের উপযোগিতা যাচাইকরণার্থে গ্যাস ফ্রি পরীক্ষণ করে সনদপত্র প্রদান।

(৭) এ দপ্তর প্রশাসিত বিধিমালার আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত ও কারণ অনুসন্ধান।

(৮) মহামান্য আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃক প্রেরিত কোনো বোমা/বিস্ফোরক জাতীয় আলামত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত পরীক্ষণ, মতামত প্রদান করে এবং সশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের অংশ।

অর্জিত সাফল্য ও অগ্রগতি:

বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার আমদানি, পরিবহণ ও মজুদের লাইসেন্স: বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার আমদানি, পরিবহণ ও মজুদের জন্য ১৯১৭টি আবেদন নির্ধারিত সময়ে নিস্পত্তি করা হয়েছে যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০%।

পেট্রোলিয়াম ট্যাংকের গ্যাসমুক্ত সনদ জারি: পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ স্ক্যাপিং এর পূর্বে ৭,২৬৪ পেট্রোলিয়াম ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্ত সনদ প্রদান করা হয়েছে।

এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্স মঞ্জুর: এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের ২৮৮টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

পরিদর্শন: বিস্ফোরক পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, কার্বাইড, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার মজুদ প্রাঙ্গন ও পেট্রোলিয়াম এবং এলপিজি ট্যাঙ্কার পরিদর্শনের সংখ্যা ১৫১৪টি।

বেজা/এসইজেড অঞ্চলের লাইসেন্সের আবেদন নিষ্পত্তি: বেজা/এসইজেড অঞ্চলের শিল্পে ০৯টি বিস্ফোরক লাইসেন্স আবেদন নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০%।

লাইসেন্স নবায়ন: প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, এলপিজি, গ্যাস সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধারের আমদানি, পরিবহণ ও মজুদের ২২৩৭টি লাইসেন্স অনলাইনে নবায়ন করা হয়েছে।

প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ ও অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থের আমদানির অনাপত্তিপত্র: প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ ও অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থের আমদানির ৩৬৪৫টি অনাপত্তিপত্র অনলাইনে মঞ্জুর করা হয়েছে।

৩য় শ্রেণির শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান: ৩য় শ্রেণির নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে ১৯ জন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

সিলিন্ডার আমদানি: প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারকে উৎসাহিত হচ্ছে বিধায় বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্সের অধীন ৬৪১টি আবেদনের মধ্যে ৬৪১টি আবেদনই নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০%।

গ্যাস পাইপলাইন: সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মিত সকল উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ১৩৭টি পাইপ লাইনের অনুমোদন ও ১২৯টি গ্যাস পাইপ লাইনের নিশ্ছিদ্রতা যাচাই পরীক্ষান্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

মামলা নিষ্পত্তিকরণ: সন্ত্রাস নির্মূল করার লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের অধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১২১টি ক্ষেত্রে বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ব্যবসা লাইসেন্সের আওতায় আনার কারণে বিপুল পরিমাণ সরকারি রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছে। লাইসেন্সের ফি বিভিন্ন সময় বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দপ্তরের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আয় ও ব্যয়-এর হিসাব প্রদান করা হলো:

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়
২০০৯-২০১০	১,৮০,২১,০০০/-	১,০৬,৬৯,০০০/-
২০১০-২০১১	২,৯৫,৩৫,০০০/-	১,১০,০৯,০০০/-
২০১১-২০১২	৩,৬৩,৮৫,০০০/-	৯৮,০১,০০০/-
২০১২-২০১৩	৪,০১,২১,০০০/-	১,০৮,১৮,০০০/-
২০১৩-২০১৪	৪,১৫,২৯,০০০/-	১,৪৭,৫৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	৫,২৭,১৫,০০০/-	১,১২,৫৬,০০০/-
২০১৫-২০১৬	৬,১৫,১২,০০০/-	১,৮২,০০,০০০/-
২০১৬-২০১৭	৬,৮৮,৭৬,০০০/-	২,০৫,৩৯,৮০০/-
২০১৭-২০১৮	৮,০১,৮৯,০০০/-	৫,৮৫,৯২,০০০/-
২০১৮-২০১৯	৭,৮৬,২৩,০০০/-	২,৪৭,০৪,০০০/-
২০১৯-২০২০	৭,৫০,৩০,০০০/-	২,৮০,৫১,০০০/-
২০২০-২০২১	৬,৯৯,৮৩,০০০/-	২,৮৬,৯৩,০০০/-
২০২২-২০২৩	৬,৮৬,০৯,০০০/-	৩,৪৩,১৯,৮১৯/-
২০২৩-২০২৪	৫,২৬,৮৬,০০০/-	৩,৫১,৭৫,০০০/-

মানবসম্পদ উন্নয়ন:

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশিক্ষণের তারিখ	বিষয়বস্তুর বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা
১৮/১০/২০২৩	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ১ম প্রশিক্ষণ	২৫
২২/০২/২০২৪	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ২য় প্রশিক্ষণ	৩০
০৫/৬/২০২৪	ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৭
২৩/৩/২০২৪	নাগরিক সেবাসমূহ মাইগভঃ প্ল্যাটফরমে যুক্ত হওয়ার অংশহিসেবে প্রস্তুতকৃত প্ল্যাটফর্মের প্রশিক্ষণ	০৮
১২/১২/২০২৩	নাগরিক সেবাসমূহ মাইগভঃ প্ল্যাটফরমে যুক্ত হওয়ার অংশহিসেবে প্রস্তুতকৃত প্ল্যাটফর্মের প্রশিক্ষণ	১৫
০৮/৮/২০২৩	সেবা ডিজিটাইজেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২
১০/৮/২০২৩	সেবা ডিজিটাইজেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২
২১/৩/২০২৪	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১
২০/০২/২০২৪	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩১
১৮/১০/২০২৩	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩২
০২/৪/২০২৪	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৪
১০/৩/২০২৪	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২৫
	মোট	২৫২

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৫২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

❖ ভূমিকা:

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট' নামে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ইউএনডিপি, নোরাড ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৮১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৬ সময়ব্যাপী দুই পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয় এবং উল্লিখিত সময়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নিজস্ব ভবনটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন, ২০০৪ দ্বারা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর পরিচালন ব্যয়, সরকারের রাজস্ব খাত, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা নির্বাহ করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারাও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর ব্যয়নির্বাহ করা হয়। তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতে কর্মরত পেশাজীবীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যাদি এবং শিক্ষামূলক সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালনা, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কার্যাদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট গভর্নিং বোর্ডের ৮২ (বিরাশি) টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

❖ রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (Centre of Excellence) হিসাবে গড়ে তোলা।

❖ অভিলক্ষ্য (Mission)

তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

❖ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন
- ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন
- তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর কার্যাবলি-

(ক) তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও ক্রমান্বয়ে এই সকল কর্মকাণ্ডের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের উপযোগী স্থাপনাদি উন্নয়ন ও সুযোগ সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা;

(খ) গবেষণা এবং কন্সালটেন্সির মাধ্যমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ তৈল, গ্যাস ও খনিজ খাতে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাকে সহায়তা করা;

(গ) তৈল গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরিচালনা এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা;

(ঘ) একই ধরনের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ঙ) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য তেল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটকে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা;

(চ) ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোর্স ডিজাইন, কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন করা;

(ছ) জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ এবং বিক্রয় করা;

(জ) ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস ও পরিচালিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত ও অনুমোদিত হারে ''ফি'' গ্রহণ করা;

(ঝ) ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার, ওয়ার্কশপ, ডরমিটরি ও অন্যান্য সুবিধাদি স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা; এবং

(ঞ) প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বের অন্যত্র পরিচালিত অনুরূপ ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা।

❖ জনবল কাঠামো:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর বিদ্যমান জনবল চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
১।	মহাপরিচালক	০১	০১	--	প্রেষণে নিয়োজিত
২।	পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)	০১	০১	--	প্রেষণে নিয়োজিত
৩।	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পিএসও)	০২	০০	০২	২টি পদ পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত
৪।	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০৩	০২	০১	১টি পদ পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত
৫।	উপপরিচালক	০২	০১	০১	১টি পদ পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত
৬।	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এসও)	০৮	০৫	০৩	১টি পদ (১০%) নন-ক্যাডার থেকে নিয়োগের জন্য সংরক্ষিত
৭।	সহকারী পরিচালক	০৪	০৪	--	
	২য়-৯ম গ্রেড মোট	২১	১৪	০৭	
৮।	হিসাব রক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার	০১	০০	০১	
৯।	টেকনিশিয়ান (ল্যাব/কম্পিউটার)	০২	০১	০১	
১০।	পিএ	০৩	০১	০২	২টি পদ পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত
১১।	নকশাকার	০১	০১	--	
১২।	সহকারী (স্টোর/হিসাব/প্রশিক্ষণ/লাইব্রেরি)	০৪	০৩	০১	
১৩।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩	০১	০২	২টি পদ পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত
১৪।	গাড়িচালক	০৪	০৩	০১	আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত
	১৩-১৬তম গ্রেড মোট	১৮	১০	০৮	
১৫।	ম্যাপ কপিয়ার/এমোনিয়া প্রিন্টার/পিপিসি অপারেটর	০২	০২	--	
১৬।	ল্যাব এটেনডেন্ট	০১	--	০১	
১৭।	দপ্তরি	০১	০১	--	
১৮।	অফিস সহায়ক	০৬	০৩	০৩	বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। প্রবিধানমালা সংশোধনীর কার্যক্রম চলমান।
১৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	০৩	০৩	--	আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত
২০।	ঝাড়ুদার/পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১	০১	--	
২১।	মালী	০১	০১	--	
	১৭-২০তম গ্রেড মোট	১৫	১১	০৪	
	সর্বমোট : (১ম+৩য়+৪র্থ)	৫৪	৩৫	১৯	

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর জনবল কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে ১৯টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ০৮টি পদ প্রবিধানমালা অনুযায়ী পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত আছে, গাড়িচালকের ০১টি পদ গাড়ি কম থাকায় শূন্য আছে। অপর ০৩টি শূন্যপদের নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ০১টি পদ (১০%) নন-ক্যাডার থেকে নিয়োগের জন্য সংরক্ষিত। ০৩টি পদ প্রবিধানমালায় বিদ্যমান নিয়োগ বিধি অনুযায়ী নিয়োগের প্রক্রিয়ায় জটিলতা থাকায় প্রবিধানমালা সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ০৩টি পদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

❖ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বর্তমান বৈশ্বিক আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনক্যাম্পাস এবং অনলাইন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিটি প্রশিক্ষণ বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকসহ অন্যান্য অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডার প্রণয়নের প্রাক্কালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/ কোম্পানি সমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কোর্সের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণের চাহিদা ও মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডার (সারণি-১) প্রণয়ন করা হয়, যা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের পরিচালিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালাঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫ (পঁচিশ)-টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আয়োজিত দুই মাস ব্যাপী একটি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (চতুর্থ ব্যাচ)-এর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি থেকে সর্বমোট ২৭ (সাতাশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত অনক্যাম্পাসে উপরোল্লিখিত বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ ২৪ (চব্বিশ) টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় মোট ৬০১ (ছয়শত এক) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সগুলো আবাসিক/ অনাবাসিকভাবে আয়োজন করা হয়।

নিম্নে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা পাই চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলঃ

চিত্রঃ ২০২৩ - ২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কোর্সের সংখ্যা

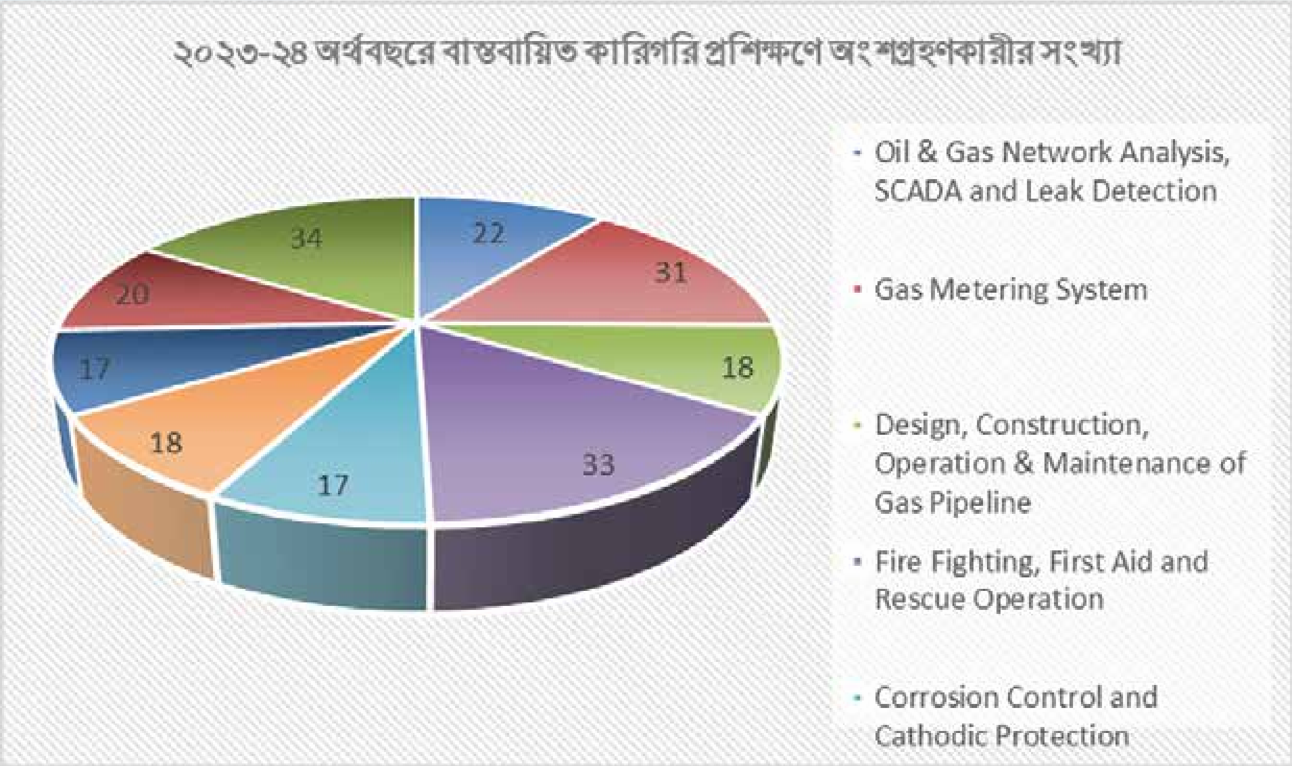
২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কারিগরি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
22
31
18
33
17
18
17
20
34
Oil & Gas Network Analysis, SCADA and Leak Detection
Gas Metering System
Design, Construction, Operation & Maintenance of Gas Pipeline
Fire Fighting, First Aid and Rescue Operation
Corrosion Control and Cathodic Protection

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত অ-কারিগরি/প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
Store Keeping and Stock Control (Inventory Management), 27
Special Foundation Training Course (4th Batch), 27
Sustainable Development Goals (SDGs) aligning with Delta Plan and Vision 2041, 26
Office Management, 26
Human Resources Management (HRM), 30
E-Governance and Innovation, 14
Safety Precaution at Work Site and Occupational Health Safety., 23
Annual Performance Agreement & Five Tools 2023-24: Guidelines and Execution Procedures, 34
Taxation and VAT Management, 31
Labour Act, Rules, Policies & Human Rights, 22
Presentation and Communication Skills, 25
Project Management, 43
International Contract and Negotiation, 21
Annual Confidential Report (ACR) Writing (W), 24

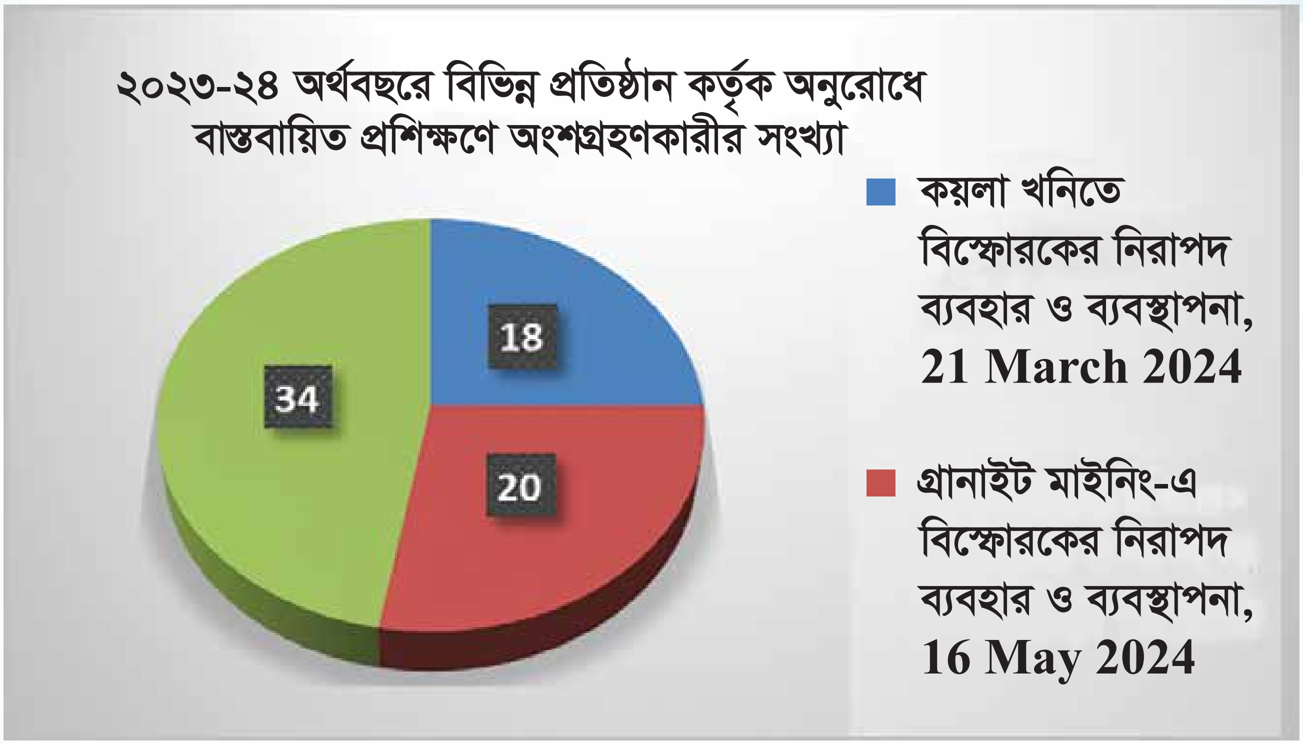
২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুরোধে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
18
34
20
কয়লা খনিতে বিস্ফোরকের নিরাপদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা, 21 March 2024
গ্রানাইট মাইনিং-এ বিস্ফোরকের নিরাপদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা, 16 May 2024

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
641
631
976
959
1021
927
1150
820
601
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24

চিত্র: বিগত অর্থবছরসমূহ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র।

চিত্র: বিপিআই কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের কিছু খণ্ডচিত্র।

বিপিআই ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে মোট ২৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে সমর্থ হয়। আয়োজিত সর্বমোট ২৪ টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় ৬০১ জন-কে সর্বমোট ২৪,৩৫৩ জনঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট সূচনালগ্ন থেকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের গবেষণা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দক্ষ জনবল কাঠামো বিনির্মাণে প্রশিক্ষণ আয়োজনের পাশাপাশি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিপিআই "Design and Construction of Remotely Operated Vehicle (ROV) for Oil and Gas Industry in Bangladesh: Implementation of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)" শিরোনামে Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এ গবেষণায় বাংলাদেশের তেল এবং গ্যাস ফিল্ডে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং পদ্ধতির প্রয়োগ করার মাধ্যমে নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস এবং মেইনট্যানেন্স কর্মপদ্ধতিকে অধিকতর কার্যকর করাসহ তেল এবং গ্যাস ফিল্ডে রোবোটিক সিস্টেম প্রয়োগের মাধ্যমে বিপদজ্জনক স্থানে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মানব নির্ভরতা হ্রাস করা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এছাড়াও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ০২ মে ২০২৪ ইং তারিখে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)- এর উদ্যোগে "ROLE OF RESEARCH IN SUSTAINABLE SUPPLY AND USES OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES" শীর্ষক একটি সেমিনার প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিপিআই কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা প্রজেক্টের কিছু খণ্ডচিত্র।

বার্ষিক কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ২০২৩-২৪

- ❖ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী এবং অন্যান্য বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২২টি অনক্যাম্পাস প্রশিক্ষণ ও ২টি অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ২৪টি প্রশিক্ষণে বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি থেকে সর্বমোট ৬০১ (ছয়শত এক) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে, দুই মাসব্যাপী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (চতুর্থ ব্যাচ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি থেকে সর্বমোট ২৭ (সাতাশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:
- ❖ বিপিআই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাথে এম ও ইউ স্বাক্ষর করেছে।
- ❖ বিপিআই এর প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল চালুকরণের লক্ষ্যে ট্রাস্টি গঠন এবং শূন্য পদে প্যানেল হতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ "Design and Construction of Remotely Operated Vehicle (ROV) for Oil and gas Industry in Bangladesh: Implementation of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ❖ বিপিআই এর কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন ৫টি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রচারণা ও সরেজমিনে ফিডব্যাক গ্রহণ করা হয় এবং পরিদর্শনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়।
- ❖ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের যোগান ও ব্যবহার বিষয়ে "Role of Research in Sustainable Supply and Uses of Energy and Mineral Resources" শীর্ষক সেমিনার এর আয়োজন করা হয়।
- ❖ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এপিএ কার্যক্রম ১০০ ভাগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রমঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের অর্থ বিভাগের অনুমোদিত বরাদ্দ ৩,৫৩,৫০,০০০/- (তিন কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বিপিআই-এর নিজস্ব ফান্ড/তহবিল হতে বরাদ্দ ৩,৫৮,০৫,০০০/- (তিন কোটি আটান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বিপিআই-এর মোট বাজেট ৭,১১,৫৫,০০০/- (সাত কোটি এগারো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অর্থ বিভাগের সংশোধিত বরাদ্দে ৩,৫৩,০০,০০০/- (তিন কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ) টাকা এবং বিপিআই এর নিজস্ব ফান্ড থেকে প্রস্তাবিত বরাদ্দের ২,৯০,১৫,০০০/- (দুই কোটি নব্বই লক্ষ পনেরো হাজার) টাকাসহ মোট সংশোধিত বরাদ্দে ৬,৪৩,১৫,০০০/- (ছয় কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ পনেরো হাজার) টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৬,৪৩,১৫,০০০/- (ছয় কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ পনেরো হাজার) টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সর্বমোট ব্যয় হয় ৫,১১,৮৯,৯৪৬/৩৮ (পাঁচ কোটি এগারো লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শত ছেচল্লিশ টাকা আটত্রিশ পয়সা) টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিপিআই-এর অনুমোদিত সংশোধনী বাজেটে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫,৮৩,০০,০০০/-(পাঁচ কোটি তিরাশি লক্ষ) টাকা যার বিপরীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিপিআই-এর মোট প্রকৃত আয় হয় ৫৭,৭১৫,৫২৭/১৫ (পাঁচ কোটি সাতাত্তর লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশত সাতাশ টাকা পনেরো পয়সা) টাকা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অর্থ বিভাগের সংশোধিত বরাদ্দে ৩,৫৩,০০,০০০/- (তিন কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ) টাকা প্রাপ্ত ৩,৫২,৯৯,৫০০/- (তিন কোটি বায়ান্ন লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা হতে জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ মাস পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হয় ২,৭২,৪৯,৫২৬/- (দুই কোটি বায়াত্তর লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ টাকা) টাকা এবং বিভিন্ন খাতে অব্যয়িত মোট ৮০,৪৯,৯৭৪ (আশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত চুয়াত্তর টাকা) টাকা বিপিআই-এর PL অ্যাকাউন্টে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে ।

বিপিআই এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বিপিআইকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান জনবল কাঠামোর উৎকর্ষ সাধন ও যুগোপযোগী যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিতকরণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত হলে গবেষণা ও উন্নয়ন, শিক্ষামূলক সমীক্ষা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি ত্বরান্বিত হবে। বিপিআই এর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপঃ

- 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নতুন ভবন নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার (Training Related Equipments Software) ও আসবাবপত্র সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ এবং বর্তমান জনবল কাঠামোকে পুনর্গঠন করা।
- আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- প্রশিক্ষণার্থীগণের জন্য আধুনিক ডরমিটরি নির্মাণ।
- দক্ষ জনবল গঠনে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে টেকনিক্যাল বিষয়ে ব্যবহারিক ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন আধুনিক ল্যাবরেটরি নির্মাণ।
- বিপিআই কে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে এর জনবল কাঠামো সংস্কার ও অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠনের জন্য বিপিআই কার্যক্রম গ্রহণ।
- বিপিআই-কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের বিখ্যাত সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা।
- দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ খাতে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট অপ্রতুল জনবল, ভৌত সুবিধাদি, প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার ও আসবাবপত্রের যে সংকট রয়েছে, তা সুরাহা করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল উদ্যোগের ফলে আশা করা যায়, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট জ্বালানি ও খনিজসম্পদ খাতে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও এ খাতের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই সকল সমস্যা কাটিয়ে উঠে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে অধিকতর তৎপর হবে। জ্বালানি খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে এ ইন্সটিটিউট তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও বিতরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

১। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচিতি:

জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান, দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং তাঁদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রণীত ২টি সমীক্ষা প্রতিবেদনে হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের Technical অৎস/কারিগরী ইউনিট হিসেবে সৃজনের সুপারিশ করে। এ লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরী সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রথম পর্যায়ের কর্মকাণ্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] বিগত জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত চলে। প্রথম প্রর্যায়ের কর্মকাণ্ড সফল সমাপ্তির পর নরওয়ে সরকারের আগ্রহ এবং আর্থিক অনুদানে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনরায় এপ্রিল ২০০৬ হতে কার্যক্রম শুরু করে যা ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলে। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের আর্থিক অনুদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অপরদিকে, সরকার বিগত মে, ২০০৮ সালে হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে একটি স্থায়ী কাঠামো হিসেবে রূপদান করে। এ ধারাবাহিকতায় হাইড্রোকার্বন ইউনিটে জনবল নিয়োগের বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয় এবং গত ২২ জুলাই ২০১৩ তারিখে বিধিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। তারপর ০১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে।

সার্বিক কর্মকাণ্ড বা কার্যাবলি:

- তৈল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপন ও হালনাগাদকরণ;
- জ্বালানি সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- উৎপাদন বণ্টন চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ;
- তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা;
- জ্বালানি খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বেসরকারি খাতের সাথে যোগাযোগ করাসহ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতায় অংশগ্রহণ;
- গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপ্লেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা, বাজারজাত পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
- মাইনিং সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান;
- কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- Gas and Coal Reserve and Production শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- Gas Production, Distribution and Consumption শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো:

জনবল কাঠামো:

সংস্থা	অনুমোদিত পদের সংখ্যা					কর্মরত জনবলের সংখ্যা				
	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৬ জন	০২ জন	০৮ জন	০৯ জন	৩৫ জন	০৮ জন	০১ জন	০৩ জন	০৯ জন	২১ জন

২। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছর হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জন্য সাফল্যমণ্ডিত বছর। এই অর্থবছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সকল লক্ষ্য সফলভাবে অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় প্রকাশিত প্রতিবেদন:

- "গ্যাস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদন" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল ২০২৩ - মার্চ ২০২৪);
- "গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও কনজাম্পশন" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩);
- "Energy Scenario of Bangladesh 2022-23" শীর্ষক প্রতিবেদন।

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় আয়োজিত সেমিনার/সভা/সিম্পোজিয়াম:

- Energy Scenario of Bangladesh ঋণ ২০২২-২৩
- দেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের সমন্বিত গ্যাস রিজার্ভ হালনাগাদকরণ
- বিকল্প জ্বালানি হিসেবে শিল্পখাতে এলপিজি ব্যবহারের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়
- Bioenergy Production in Bangladesh: Opportunities and Challenges

সাম্প্রতিক অর্জন:

✓ **প্রাথমিক জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম**

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রাইমারি জ্বালানি (তেল, গ্যাস, কয়লা, বায়োগ্যাস, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি) বিষয়ে ১০টি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ১৬ মে ২০২৪ খ্রি. তারিখে সকল গবেষক ০২ (দুই) দিন ব্যাপী আয়োজিত এনার্জি কনফারেন্সে তাদের গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করেন। এ সকল গবেষণাকর্ম দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করা হবে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের গবেষণা কার্যক্রম ২০২৩-২৪

ক্রম	গবেষকের নাম	পদবি ও প্রতিষ্ঠান	গবেষণার বিষয়
১.	M. Saiful Islam	Professor, Department of Geology, University of Dhaka.	Identification and Characterization of Lower Bhuban Sandstone Reservoirs in the Northeastern Region of Bangladesh
২.	Dr. Mohammad Islam Miah	Associate Professor, Department of Petroleum and Mining Engineering, Chittagong University of Engineering & Technology	Log Data-Based Improved Model for Predicting Water Saturation of Sandstone Reservoir Using Machine Learning Techniques
৩.	Dr. Md. Minhaj Uddin Monir	Professor, Department of Petroleum & Mining Engineering Faculty of Engineering & Technology, Jashore University of Science & Technology	Co-firing of bituminous coal and wood sawdust for sustainable energy potentially: A case study of Barapukuria coal
৪.	Syed Humayun Akhter, PhD	Vice-Chancellor, Bangladesh Open University	Evaluating Hydrocarbon Prospectivity of Thin Bed Reservoirs in the Eastern Fold Belt of Bangladesh
৫.	Dr. Md. Shofiqul Islam	Professor, Department of Petroleum and Mining Engineering, Shahjalal University of Science and Technology	Energy security analysis of Bangladesh using Agent-Based Modeling and Machine learning Approaches
৬.	Dr. Md. Mahmudul Hassan Mondol	Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, Khulna University of Engineering & Technology	MOF on MOF-derived carbon-metal-nitrogen composites catalyst for hydrogen energy production
7.	Dr. Mohammad Rakib Uddin	Professor, Department of Chemical Engineering and Polymer Science, Shahjalal University of Science and Technology	Predictive model development for the conversion of municipal solid waste to green energy
৮.	Dr. Mosharof Hossain	Principal Scientific Officer, Institute of Energy Research and Development (IERD), Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR)	Biogas Purification using Chitosan Supported Ionic Liquid Phase Materials
৯.	Dr. Mohammed Mahbubur Rahman	Professor and Head Department of Petroleum and Mineral Resources Engineering (PMRE), BUET	A study of the reservoir fluid properties and phase behaviour of Titas Gas Field
১০.	Dr. A. B. M. Alim Al Islam	Professor, Department of Computer Science and Engineering (CSE), BUET Identification of Potential Sectors and	Involved Technologies Implementable in Line with 4IR for the Energy Sector

✓ **EMRD ড্যাশবোর্ড**

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক সমন্বিত ড্যাশবোর্ড প্রস্তুতকরণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ড্যাশবোর্ডটি বর্তমানে [www.emrddashboard.gov.bd] লিংকে লাইভে রয়েছে।
- বর্তমান ড্যাশবোর্ড এ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি এর সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- প্রাইমারি জ্বালানি (গ্যাস ও কয়লা উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানি এবং তেলের ডিপোভিত্তিক রিয়েল টাইম ডাটা), ট্রেনিং, লাইসেন্সিং, এডিপি, মানবসম্পদ, লিজিং ও কঠিন শিলা মাইনিং, অডিট, এবং জিওলজিক্যাল ম্যাপ ইত্যাদি।
- দৈনিক ভিত্তিতে গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ, কয়লা উৎপাদন, তেল মজুদ এবং বিক্রয়ের রিয়েল টাইম তথ্যের পাশাপাশি এ সকল জ্বালানির বছরভিত্তিক historical data প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

✓ শিল্প খাতে বিকল্প জ্বালানি হিসাবে এলপিজি ব্যবহার নীতিমালা:

সংশ্লিষ্ট অংশিজনের সাথে সভা ও মতামত গ্রহণপূর্বক "শিল্প খাতে বিকল্প জ্বালানি হিসাবে এলপিজি ব্যবহার নীতিমালা ২০২৪" -এর খসড়া প্রস্তুত করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

✓ **কয়লা সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা:**

১৯৬২ সালে বাংলাদেশে প্রথম কয়লার মজুদ আবিষ্কৃত হয়। এ পর্যন্ত ৫টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলেও শুধুমাত্র বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির সেন্ট্রাল অংশ হতে স্বল্প পরিমাণে কয়লা উৎপাদিত হচ্ছে। তাই দেশীয় কয়লাভত্তিকি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্টিল ইন্ডাস্ট্রি ও ইট ভাটার জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা যোগান দেওয়া হচ্ছে মূলত আমদানির মাধ্যমে। ২০২৯ সাল নাগাদ সব বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে কয়লাভিত্তিক মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা দাঁড়াবে প্রায় ১১ হাজার মেগাওয়াট; প্রয়োজন হবে বার্ষিক প্রায় ৩৩.৬ মিলিয়ন টন কয়লা। এতে বার্ষিক কয়লা আমদানি ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশীয় কয়লা উৎপাদনের বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট নীতিনির্ধারকদের জন্য দেশের কয়লা সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা শীর্ষক একটি এনিমেটেড ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করেছে।

৩। আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ (জিওবি)	সংশোধিত মোট বরাদ্দ (জিওবি)	মোট ব্যয় (জিওবি)	উদ্বৃত্ত (জিওবি)
২০২৩-২৪	৩৯০.০০	৩২৮.১৬	৩২১.৩৭	৬.৭৮

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

প্রথমবারের মত হাইড্রোকার্বন ইউনিট দেশের সমন্বিত গ্যাসের মজুদ ২০০৩ সালে প্রাক্কলন করে এবং তা ২০১০ সালে দ্বিতীয়বার হালনাগাদ করা হয়। বিভিন্ন কোম্পানি নিজ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ফিল্ডের রিজার্ভ সময়ে সময়ে হালনাগাদ করলেও দেশের সামগ্রিক গ্যাস রিজার্ভ সমন্বয় করা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন সময়ে করা স্টাডিগুলিতে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছিল। ইতোপূর্বে সম্পন্ন সকল স্টাডির তথ্য উপাত্ত রিভিউ, অডিট ও পর্যালোচনা করে একটি সুনির্দিষ্ট ও একক পদ্ধতি ব্যবহার করে সকল গ্যাস ক্ষেত্রের সমন্বিত রিজার্ভ হালনাগাদ করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে, হাইড্রোকার্বন ইউনিট দেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের গ্যাস রিজার্ভ হালনাগাদকরণ বিষয়ে "দেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের সমন্বিত গ্যাস রিজার্ভ প্রাক্কলন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করে।

৬। মানবসম্পদ উন্নয়ন:

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬টি এবং চতুর্থ শ্রেণির (আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে) ০৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে। রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬টি পদের মধ্যে ২টি পদে প্রেষণে এবং ১০টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৪টি পদের মধ্যে ৫টি পদের বিপরীতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন মামলা দাখিল করায় নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত এবং ৯টি পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের প্রশিক্ষণ:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং দেশীয় প্রশিক্ষণের মোট সময়= ১৪২০ ঘন্টা

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জনবলের প্রশিক্ষণের সময় (১৪২০/১২)= ১১৮ জনঘন্টা।

৭। পরিবেশ সংরক্ষণ:

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সকলের জন্য জ্বালানি নিশ্চয়তা বিধানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা/ স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত থাকবে।

৮। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এর কর্মধারাকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্দেশ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক "দেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের সমন্বিত গ্যাস রিজার্ভ প্রাক্কলন" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

- প্রাথমিক জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- "দেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের সমন্বিত গ্যাস রিজার্ভ প্রাক্কলন" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পটির সফলভাবে বাস্তবায়ন;
- হাইড্রোজেন জ্বালানি কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন;
- এলপিজি ব্যবহারে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য জনসচেতনতামূলক বিবিধ উদ্যোগ (যেমন- সভা/ সেমিনার, ব্যানার, ফেস্টুন, এসএমএস প্রেরণ, ইত্যাদি) গ্রহণ;
- জাতীয় কয়লা নীতি প্রণয়ন;
- নিয়মিত ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আয়োজন;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাইরেক্টরেট এ রূপান্তর ও সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি ও স্থায়ী অবকাঠামো (অফিস বিল্ডিং) নির্মাণ।

৯। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/ উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড:

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক যাচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রস্তুত করা।